পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 319 Satuurday, 24 October 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩১৯ সংখ্যা ❋ ৬ কার্তিক ১৪৩৩, শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ঝাড়গ্রামের উন্নয়নে ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,ঝাড়গ্রাম,২৩ অক্টোবর ঃ লোধা-শবর জনজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির পুষ্টির চাহিদা পূরণে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রীর কিট। শুক্রবার ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ার কালাঝারিয়া গ্রামে দাঁড়িয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রাম জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ, পড়ুয়াদের এসটি বৃত্তি এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একাধিক ঘোষণা করেন তিনি। রাজ্য সরকারের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের হাজার হাজার পরিবার উপকৃত হবে। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং খাদ্যসুরক্ষা আরও মজবুত করতে বিশেষ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি চালু করল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় লোধা-শবর-সহ নির্দিষ্ট জনজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির কাছে প্রতি সপ্তাহে পৌঁছে দেওয়া হবে পুষ্টিকর খাবারের কিট। সেই কিটে থাকবে চাল, ডাল, তেল এবং সয়াবিনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী। সরকারি রেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিষেবা হিসেবে এই খাদ্যকিট দেওয়া হবে। ফলে উপভোক্তারা রেশনের সুবিধার বাইরে আরও কিছু প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রায় ৪৫ হাজার এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রায় ২৫ হাজার পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেট পেশের সময়ই জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বিশেষ খাদ্যকিট তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

শুক্রবার কালাঝারিয়া গ্রামে সেই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সরাসরি পৌঁছে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।শুধু পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নয়, ঝাড়গ্রাম জেলার সামগ্রিক উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। জেলার পরিকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে মোট ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তিনি। আগামী ছয় মাসের মধ্যে জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলার বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন, সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের গতি বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে আগের সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি এবং পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়নি। তাঁর বক্তব্য, আগের মুখ্যমন্ত্রীর আমলে গোটা পশ্চিমাঞ্চলে ছয় কোটি টাকার কাজ হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার পশ্চিমাঞ্চলকে বঞ্চিত করবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রেও জনজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম জেলার প্রায় দুই লক্ষ পড়ুয়াকে ৮০০ টাকা করে এসটি বৃত্তি দেওয়া হবে। এই আর্থিক সহায়তা পড়ুয়াদের শিক্ষার খরচ মেটাতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও আদিবাসী মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে ' মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা' চালু করার কথা জানান তিনি। জনজাতি পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার প্রসারকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়ার আশ্বাস দেন। যাঁরা নতুন করে জবকার্ড নিতে চান, তাঁদের নতুন জবকার্ড দেওয়ার কথাও জানান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, ঝাড়গ্রাম জেলায় ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৯০৩ জন উপভোক্তা অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, জনজাতি অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কালাঝারিয়ায় সরকারি কর্মসূচির উদ্বোধনকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই গ্রামে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিলেন। এদিনের কর্মসূচি থেকে ঝাড়গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি আগামী ১২ নভেম্বর বাঁকুড়ায় বাদনা পরবে যাওয়ার আশ্বাসও দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।সব মিলিয়ে, জনজাতি পরিবারের পুষ্টি, পড়ুয়াদের শিক্ষা, মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান এবং জেলার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-এই পাঁচটি বিষয়কে সামনে রেখেই এদিন একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কত দ্রুত হয় এবং তার সুফল কতটা মানুষের কাছে পৌঁছয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

বাঙালি বিজ্ঞানীর ঝুলিতে ক্লেন মেডেল!

২৩ অক্টোবর ঃ বিশ্ববিজ্ঞানের দরবারে ফের উজ্জ্বল বাংলার নাম। পদার্থবিদ্যার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সম্মান 'ক্লেন মেডেল' পেলেন বাঙালি বিজ্ঞানী অশোক সেন। এই সম্মানপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে নতুন ইতিহাস গড়লেন তিনি। এর আগে এই পদক পেয়েছেন স্টিফেন হকিং ও পিটার হিগসের মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা। স্ট্রিং থিওরিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁর হাতে উঠল এই সম্মান। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জগতে অশোক সেন এক সুপরিচিত নাম। স্ট্রিং থিওরি নিয়ে তাঁর গবেষণা মহাবিশ্বের মৌলিক গঠন ও প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকৃতির মৌলিক শক্তি ও কণাগুলিকে একটি সমন্বিত কাঠামোয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘদিনের গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবেই এবার আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মানিত হলেন বাঙালি এই বিজ্ঞানী। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক রাজেশ গোপাকুমার জানিয়েছেন, অতীতের পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকাই এই সম্মানের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। তাঁর মতে, এই স্বীকৃতি বিশ্ব পদার্থবিদ্যায় অশোক সেনের অসামান্য অবস্থানকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছে। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় জন্ম অশোক সেনের। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক হওয়ার পর আইআইটি কানপুরে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টোনি

এরপর ৬-র পাতায়

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় কুণাল, বাইরে বিজেপি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ অক্টোবর ঃ তৃণমূল নেতা মাজিদ আনসারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। ২০২৩ সালের পুরনো একটি মামলায় আনসারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের দাবি, বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ দিকে মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, চোরবাগান কাণ্ডে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের বিশেষ করে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রতিবাদে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সামনে বসে পড়েন তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক। থানার সামনে পালটা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁদের দাবি, দেশ বিরোধীদের বাঁচাতে কুণাল এসেছেন। কুণালকে তাঁকে থানা থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক দাবি তোলেন বিক্ষোভরতরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরনো শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি, কটূক্তির অভিযোগে আনসারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। সওয়াল জবাবে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, ধৃত দিল্লিতে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও প্রমাণ নেই। জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে।

দুর্গাপুজোর সাফল্যের পর বড়দিনে বুকস্টল বাড়ানোর পরিকল্পনা সিপিএমের, জনসংযোগে জোর আলিমুদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,ঝাড়গ্রাম,২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় বুকস্টল ঘিরে বিতর্ক, বাধা এবং ভাঙচুরের অভিযোগের মধ্যেও বই বিক্রিতে সাফল্য পেয়েছে সিপিএম। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার বড়দিনেও জনসংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। শুধু দুর্গাপুজো নয়, ইদ ও ক্রিসমাসের মতো বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেও মানুষের কাছে পৌঁছতে চায় বাম দল। সেই লক্ষ্যেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্প্রতি দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বড়দিনের বুকস্টল ঘিরে কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার ভাবনা রয়েছে সিপিএমের। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বুকস্টল বসায় সিপিএম। বই বিক্রির পাশাপাশি এই স্টলগুলিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করে বাম দল। তবে পুজোর স্টলে 'দুর্গাপুজো' শব্দের পরিবর্তে 'শারদোসব' ব্যবহারের সরকারি নির্দেশ ঘিরে এ বছর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই বিতর্কের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বামপন্থীদের বুকস্টলে ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে আসে। কোথাও স্টল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ফের সেখানে বই সাজিয়ে বিক্রি শুরু করেন কর্মীরা। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বই বিক্রিতে ভালো সাড়া পাওয়ায় দলের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বুকস্টলে শুধু মার্কসবাদী সাহিত্যই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের লেখা বইও বিক্রি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পৌঁছনোর এই উদ্যোগ বামেদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। পুজোয় বই বিক্রির আয় দলের জন্য কিছুটা আর্থিক স্বস্তি এনে দিয়েছে বলেও দলীয় মহলে আলোচনা রয়েছে। তবে বড়দিনে বুকস্টল বসানোর পরিকল্পনাকে কেবল বই বিক্রি বা বাণিজ্যিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না সিপিএম।

উৎসবের আবহে মানুষের পাশে থাকা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য। দলীয় সূত্রে খবর, আলিমুদ্দিনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বড়দিনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে মহম্মদ সেলিম তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে, উৎসবের সময় কোনও এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি বা সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের উপর হামলার আশঙ্কা তৈরি হলে বাম কর্মীরা তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে গির্জা ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের আশপাশে জনসংযোগ এবং নজরদারির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কা সংক্রান্ত বিষয়টি দলীয় সূত্রের বক্তব্য হিসেবেই সামনে এসেছে। কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট ও বো ব্যারাকের মতো এলাকায় বড়দিনের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যান্ডেল, কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাটের মতো জায়গাতেও কর্মসূচি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই এলাকাগুলিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি এবং বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে জনসমাগমের কথা মাথায় রেখেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সিপিএমের অন্দরের হিসাব অনুযায়ী, কলকাতায় বড়দিন উপলক্ষে সাধারণত পাঁচ থেকে ছ'টি বুকস্টল বসানো হয়। এবার সেই পরিসর বাড়ানোর ভাবনা রয়েছে। ইদের সময়ও রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস এবং খিদিরপুরের মতো এলাকায় বুকস্টল বসায় সিপিএম। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে এই উদ্যোগের মাধ্যমে দলের সাংগঠনিক উপস্থিতি বাড়ানো এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা চলে। দুর্গাপুজোয় বুকস্টল ঘিরে বিতর্কের পর বড়দিনে সেই উদ্যোগ আরও জোরদার করার পরিকল্পনা তাই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব তুলে ধরতে চাইছে বামেরা। একদিকে বই বিক্রির মাধ্যমে পাঠক ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো, অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সম্প্রীতি ও সংহতির বার্তা দেওয়া- এই দুই কৌশলকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে চাইছে সিপিএম। বড়দিনের বুকস্টল ঘিরে সেই পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

'মানুষ জামা বদলানোর জন্য ভোট দেয়নি' শমীকের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো শেষ হতেই কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ের আগেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা-তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের কি পদ্মশিবিরের টিকিটে লড়তে দেখা যাবে? দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে বিতর্কিত নেতাদের বিজেপিতে যোগদান এবং টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দলের অন্দরেও জল্পনা তৈরি হয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের টিকিট দেওয়ার কোনও আবেদন তাঁর জানা নেই। আগামী পুরভোটের রণকৌশল ঠিক করতে সল্টলেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দু'দিনের বৈঠক শুরু হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় প্রার্থী নির্বাচন, সংগঠনের প্রস্তুতি এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই আবহেই প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের একাংশ কি বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়তে পারেন? রাজনৈতিক মহলে এমন জল্পনা ছড়িয়েছে যে, তৃণমূলের ৪৪ জন প্রাক্তন কাউন্সিলরকে প্রার্থী করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা চলছে। যদিও এই দাবির কোনও আনুষ্ঠানিক সত্যতা মেলেনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানান, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের বিজেপির টিকিট দেওয়ার বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। তাঁর কথায়, এই ধরনের কোনও খবর আমার কাছে নেই। আমার কাছে খবর নেই, মানে দলের কাছেও খবর নেই। এই ধরনের কোথাও আবেদনপত্র বিজেপির কাছে আসেনি। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরও দাবি করেন, তাঁদের দল একাই পশ্চিমবঙ্গে

এরপর ৬-র পাতায়

ঋতব্রতদের বিধায়ক পদ খারিজে ফের সুপ্রিম কোর্টে শোভনদেব!

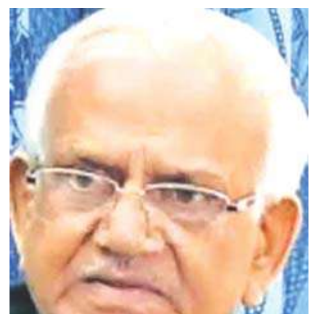

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ অক্টোবর ঃ বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইন প্রয়োগের দাবিতে নতুন করে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। এবার তাঁর আবেদনে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকেও যুক্ত করা হয়েছে বলে খবর। ফলে দলত্যাগের অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানি হতে পারে। দলত্যাগের অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ জন বিধায়কের পদ খারিজের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটে জয়ী হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিধায়কেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইন প্রয়োগ করা উচিত। এই দাবিতে এর আগেও বিধানসভার স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন শোভনদেব। কিন্তু সেই আবেদনের নিস্পত্তি নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এবার নতুন করে মামলা দায়ের করে শুধু বিধায়কদের পদ খারিজের দাবিই নয়, স্পিকারের ভূমিকা নিয়েও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন তৃণমূল বিধায়ক। মামলায় স্পিকারকে যুক্ত করার ফলে আইনি লড়াই কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। এর আগে শোভনদেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, বিধায়কদের পদ খারিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বিধানসভার স্পিকারের। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বিষয়টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, শোভনদেবের আবেদনে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। সেই কারণে আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়। ফলে আপাতত স্বস্তি পান অভিযুক্ত বিধায়কেরা। পরবর্তী সময়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে বলেও স্পিকার জানিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পথেই এবার ফের আইনি লড়াই শুরু করলেন শোভনদেব। এই মামলায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম,

এরপর ৬-র পাতায়

পুজোর পরই শিক্ষক নিয়োগে বড় পদক্ষেপ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর ছুটি শেষ হতেই রাজ্যে স্কুলশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া ফের গতি পেতে চলেছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য আটকে থাকা ইন্তঞ্াঁরভিউ পর্ব নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে। শুক্রবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রবিরঞ্জন সেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে ইন্টারভিউয়ের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়নি। পুজোর পর শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রবিরঞ্জন সেন জানিয়েছেন, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ইন্টারভিউ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর কথায়, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ইন্টারভিউ শুরু করা হতে পারে। পুরনো ইঃটারভিউয়ের সব কিছু অপরিবর্তিত থাকছে। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, আগে যে পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, আপাতত তাতে বড় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। তবে কোন জেলার ইন্টারভিউ কবে হবে, কোন স্তরে প্রথমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং চূড়ান্ত সূচি কবে প্রকাশিত হবে, তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে প্রার্থীদের। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধীনে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর। প্রাথমিক স্তরে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৩,৪২১ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর থেকে জেলাভিত্তিক ইন্টারভিউ শুরু হয়। প্রথম চারটি পর্যায়ের পর পঞ্চম থেকে দশম পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের সূচিও প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সব জেলার ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। নদিয়া জেলায় পঞ্চম পর্যায়ের ইন্টারভিউ শেষ হলেও নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর পুরুলিয়া জেলার ইন্টারভিউ স্থগিত হয়ে যায়। ফলে বাকি থাকা প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে, তা নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি মেনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজও চলছে।

অখিলেশের সঙ্গে জোটে বড় দর কষাকষির পথে কংগ্রেস?

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ঃ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোটের অঙ্ক কষতে শুরু করেছে কংগ্রেস। বিজেপিকে মোকাবিলায় সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে হাত মেলানোর পক্ষপাতী হাত শিবির। তবে জোটের স্বার্থে আসন ছাড়তে গিয়ে দলের সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মীদের মনোবল বিসর্জন দিতে নারাজ কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে আসন সমঝোতার আলোচনায গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। সূত্রের খবর, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির কাছে ১২৫ থেকে ১৬৫টি আসন দাবি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বিরোধী ভোট একজোট করা কংগ্রেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জোট গড়তে গিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক জমি ছোট করে ফেলতেও রাজি নয় দলটি। সেই লক্ষ্যেই সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতার কৌশল নির্ধারণে সক্রিয় হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সোমবার নিজের বাসভবনে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্য পর্যবেক্ষক রাজেন্দ্র পাল গৌতম, রাজ্য সভাপতি আরাধনা মিশ্র মোনা এবং কার্যকরী সভাপতি ইমরান মাসুদ। আলোচনার মূল বিষয় ছিল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোন কোন আসনে কংগ্রেসের লড়াই করার সম্ভাবনা বেশি, তা চিহ্নিত করা। দলীয় সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ১৬৫টি আসনের একটি তালিকা তৈরি করেছে কংগ্রেস। গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আসনগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি আসন রয়েছে ' বিভাগে, ৪০টি ' বিভাগে এবং ২৫টি ' বিভাগে। প্রিয়াঙ্কার নির্দেশ, শুধুমাত্র বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি করাই লক্ষ্য হতে পারে না। যে আসনগুলিতে কংগ্রেসের জয়ের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ, আসনসংখ্যার পাশাপাশি জয়ের সম্ভাবনাকেও সমান গুরুত্ব দিতে চাইছে দল। কংগ্রেসের এই

পরিকল্পনা সমাজবাদী পার্টির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, আসন বণ্টন নিয়ে দুই দলের অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, সমাজবাদী পার্টি প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসকে ৫৩টি আসন ছাড়ার কথা ভেবেছিল। দর কষাকষির মাধ্যমে সেই সংখ্যা সর্বাধিক ৭৫ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের দাবি ১২৫ থেকে ১৬৫টি আসন। ফলে দুই শরিকের মধ্যে সমঝোতা কোন পথে এগোয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী চাইছেন, উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রেই অন্তত একটি করে আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দিক। পাশাপাশি আমেঠি, রায়বরেলি ও সাহারানপুরের মতো এলাকায়, যেখানে কংগ্রেসের সাংসদ রয়েছেন, সেখানে আরও বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষপাতী তিনি। আসন সমঝোতার অঙ্ক আরও জটিল হয়েছে ১৬৫টি আসনের তালিকায সমাজবাদী পার্টির দখলে থাকা ১১টি আসন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়। অর্থাৎ, ওই আসনগুলিতে বর্তমানে সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছে কংগ্রেস।এই তালিকার মধ্যে আমেঠি ও রায়বরেলি অঞ্চলের আটটি আসন রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগির আলোচনা সহজ হবে না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। কংগ্রেসের বড়সড় আসন দাবির বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টির যুক্তি, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফল আশাব্যঞ্জক নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার ২ শতাংশেরও কম ছিল এবং দলটি মাত্র দুটি আসনে জয় পেয়েছিল বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান সামনে রেখেই কংগ্রেসের বেশি আসনে লড়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে সমাজবাদী পার্টি। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের যুক্তি, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং নির্দিষ্ট এলাকায় দলের সংগঠনের শক্তিও আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত। সব মিলিয়ে, উত্তরপ্রদেশে বিজেপিবিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির আসন সমঝোতার উপর। একদিকে অখিলেশ যাদবের দল নিজেদের শক্তির ভিত্তিতে আসন বণ্টন করতে চাইছে, অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস চাইছে আরও বড় রাজনৈতিক পরিসর। শেষ পর্যন্ত ১৬৫ আসনের দাবি কতটা বাস্তবায়িত হয়, নাকি দুই দলকে মাঝামাঝি কোনও সমাধানে পৌঁছতে হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

তিব্বতে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূকম্পন! মৃত অন্তত ১৬, আহত ৩২

সংবাদ সংস্থা, তিব্বত, ২৩ অক্টোবরঃ বৃহস্পতিবার রাতে পর পর দু'বার শক্তিশালী ভূমিকম্পের ধাক্কায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ালো তিব্বতে। ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোলজির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম বড় মাপের কম্পনটি অনুভূত হয় ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৩ মিনিটে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.০। অরুণাচল প্রদেশের পান্ডিন থেকে প্রায় ৪৮ ৯ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে কম্পনের গভীরতাই ছিল মাটির ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে। তিব্বতের পাশাপাশি চিনের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও এই জোরালো কম্পন টের পাওয়া গেছে। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নাগকু এলাকার সবচেয়ে কাছে থাকা গ্রামগুলিতে বেশ কিছু বাড়িঘরে ফাটল ধরেছে এবং অন্তত ২ জন বাসিন্দা আহত হয়েছেন বলে সরকারি আধিকারিক সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনার কিছু ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে

ছিল এই কম্পনের অবস্থান। চিন আর্থকোয়েক নেটওয়ার্ক সেন্টার জানিয়েছে, উত্তর তিব্বতের নাগকু এলাকায়, তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে এবং ভূগর্ভের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল প্রথম ভূমিকম্পটির মূল উৎসস্থল। প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই রাত ৮টা ৪২ মিনিট নাগাদ ফের ৫.০ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পুরো অঞ্চল। এই দ্বিতীয় কম্পনের উৎসস্থল ছিল অরুণাচল প্রদেশের বাসার থেকে প্রায় ৩২৩ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে এবং মাটির প্রায় ১৫ কিলোমিটার গভীরে। এরপর বৃহস্পতিবার রাত ২টো ৬ মিনিট পর্যন্ত সেখানে পর পর বেশ কয়েকটি আফটার শক বা অনুকম্পন অনুভূত হয়, যার প্রতিটির মানই রিখটার স্কেলে ৪.৫-এর বেশি ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ দেখা গেছে প্রবল আতঙ্কে সাধারণ মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে খোলা আকাশের নিচে ছুটে বেরিয়ে আসছেন। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই দুর্গম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে এবং ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসেই নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভূমিকম্পের জেরে তৈরি হওয়া হড়পা বান ও ভয়াবহ ভূমিধসে প্রায় দেড় হাজার মানুষের করুণ মৃত্যু হয়েছিল। সেই বিপর্যয়ে নেপালের একটি বড় অংশ কার্যত গুঁড়িয়ে যায়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই তিব্বতে ফের এই ধরনের শক্তিশালী ভূমিকম্প হিমালয় সংলগ্ন পুরো এলাকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সুরক্ষার ঝুঁকি নিয়ে নতুন করে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অস্বাভাবিক আচরণের পর মৃত্যু গরুর, চরণামৃত খেয়ে ভ্যাক্সিন নিতে ছুটলেন শয়ে শয়ে ভক্তরা

সংবাদ সংস্থা, গোরক্ষপুর, ২৩ অক্টোবরঃ পুজোয় চরণামৃত দেওয়ার রীতি রয়েছে প্রায় সর্বত্র। ভক্তিভরে সেই চরণামৃত খেয়ে থাকেন ভক্তরা। কিন্তু সেই চরণামৃত খেয়ে যে এমন বিপদে পড়তে হবে, তা বোধহয় ভাবেননি তাঁরা। যে গরুর দুধের চরণামৃত বিলি করা হয়েছিল, সেই গরু হঠাৎ করে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় গরুটির। মৃত্যুর কারণ জানতে পারার পরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার ঘটনা। দুটি গ্রামের প্রায় ৪৫০ জন বাসিন্দা চরণামৃত খেয়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অদ্ভুত আচরণ দেখানোর পর সেই গরুর মৃত্যু হয়, যার দুধ দিয়ে তৈরি হয়েছিল ওই চরণামৃত। জানা যায়, এলাকার এক কুকুরের কামড়ের পর মৃত্যু হয়েছে ওই গরুর। জলাতঙ্ক (র্যাবিস) আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্য হয়েছে, এই সন্দেহে দ্রুত তৎপর হয় স্বাস্থ্য ভবন। গরুর দুধ বেশ কিছু স্থানীয় দোকান এবং কয়েকটি পরিবারও নিয়েছিল। তার ফলে দাদ খাস এবং পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে। গরুর মালিক নবমী যাদবের দাবি, গত এক-দুই দিন ধরে অসুস্থ বোধ করছিল গরু। তবে মঙ্গলবার তার অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়। তাঁর দাবি, এক কুকুর গরুকে কামড়েছিল, তা তিনি জানতে পারেননি। গরুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের সন্দেহ হয়। পরে গরুর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার প্রায় ৫০ জনকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। পরেরদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি টিম গ্রামে পৌঁছয় এবং টিকা দেয়। মোট ৪৫০ জনকে টিকা দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করে বলেন যে, দই বা চরণামৃতে মেশানোর আগে দুধ নিশ্চয়ই ফোটানো হয়েছিল, তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

'গরুর মাংস খাই' বলায় শিক্ষক, সহপাঠীদের লাগাতার উপহাসের শিকার, আত্মহত্যা স্কুল ছাত্রের

সংবাদ সংস্থা, কোয়েম্বাত্তুর, ২৩ অক্টোবরঃ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাত্তুর জেলার পীলমেডুতে এক স্কুল ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শ্রী কে কে নাইডু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার এবং শ্রেণি শিক্ষক বিজয় কুমারের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। আত্মঘাতী বছর ষোলোর এ আলিকান স্থানীয় বাসিন্দা অশোক কুমার ও কৌশল্যা দেবীর পুত্র। তফশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ওই পরিবারের একমাত্র সন্তান আলিকান ক্লাস টেনের ছাত্র ছিল। তাঁর বাবা একটি লন্ডির কর্মচারী। মা লোকের বাড়ি কাজ করেন। পুলিশের কাছে বাবা মায়ের দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, স্কুলে তফশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ বিশেষ ভাতা পেতে কী করণীয় বৃহস্পতিবার সে বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষক পড়ুয়াদের বলছিলেন। এই সময় তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জানতে চান তাদের মধ্যে কারা গরুর মাংস খায়। আলিকান হাত তুলে জানায় তাদের পরিবারে গরুর মাংস খাওয়া হয়। অভিযোগ এরপরই ওই ছাত্রকে নানা কথা বলে অপদস্থ করেন সেই শিক্ষক। দুজন সহপাঠীয় তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। অভিযোগ ক্লাস শেষ হওয়ার পরও মানসিক হেনস্থা চলতে থাকে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মুখে ফাঁকা বাড়িতে ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওই সময় বাবা ও মা কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তারা বাড়ি ফিরে ছেলের মরদেহ উদ্ধারের পর স্কুলেরই বাকি সহপাঠীরা গোটা ঘটনা পুলিশকে জানায়। সহপাঠীরাই পুলিশকে জানায়, শ্রেণি শিক্ষকের আচরণের কথা প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছিল আলিকান। কিন্তু তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। পুলিশ এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তারা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তফশিলি জাতি, উপজাতি উৎপীড়ন (প্রতিরোধ) আইনের কঠোর ধারায় প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মৃত ছাত্রের বাবা মা দুই শিক্ষককে গ্রেফতারের দাবি জানালে পুলিশ বলেছে, প্রাথমিক তদন্তের পর তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

'আঙুর ফল এতই টক যে, ওরা পুরো গাছটাই কেটে ফেলতে চাইছে'

কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ মোদির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লিঃ প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানান, গণতন্ত্রে সরকারের খামতি তুলে ধরা এবং ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নানা আন্দোলন প্রয়োজনীয়। কিন্তু কংগ্রেস এই ধরনের আন্দোলনকেও ধ্বংস করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''কংগ্রেস এমন এক পরজীবীতে পরিণত হয়েছে, যা অন্য কাউকে এগিয়ে যেতে দিতে চায় না।'' কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মোদি মন্তব্য করেন, ''দিমাগি নকশালরা কংগ্রেসের মন-মগজ এমনভাবে দখল করেছে যে তাদের নিজেদের ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। যারা একসময় জঙ্গলে ধ্বংসলীলা চালাত, তারা এখন কংগ্রেসে ঢুকে দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়েছে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, বিরোধীদের মধ্যকার তরুণ নেতাদের সরিয়ে রেখে কংগ্রেস কেবল একটি নির্দিষ্ট মুখকেই আলোয় রাখতে চায়। কংগ্রেস অন্য কাউকে সুযোগ দেয় না এবং বিরোধী শিবিরের তরুণ নেতাদের কণ্ঠস্বরও শোনে না। মোদির এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের ওপর বিধিনিষেধ নিয়ে দিল্লিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একের পর এক প্রতিবাদ কর্মসূচি চালাচ্ছে। কংগ্রেস নেতৃত্বকে তুলে ধরার বারংবার চেষ্টা নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে শ্রীহরিকোটা থেকে রকেট উৎক্ষেপণের উদাহরণ টানেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি হাস্যরসের ছলে বলেন, ''আমি জানি না নিজেদের ব্যর্থ প্রডাক্টকে লঞ্চ করার জন্য কংগ্রেস আর কতদিন দেশের স্বার্থ বাজি রাখবে! এক বছরে শ্রীহরিকোটা থেকেও এতগুলি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় না, যতবার কংগ্রেস তাদের নেতাকে লঞ্চ করার ব্যর্থ চেষ্টা

চালায়।'' তিনি আরও বলেন, ''কংগ্রেস নিজেদের পরিবারকে বারবার ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তিকেও কাঠগড়ায় তুলছে। অবস্থা এখন এমন, আঙুর ফল এতই টক যে, কংগ্রেস পুরো গাছটাই কেটে ফেলতে চাইছে।'' অন্যদিকে, চলতি মাসে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। গত ৬ অক্টোবর রাহুল গান্ধি ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব সহ 'ইন্ডিয়া' জোটের শীর্ষ নেতারা নির্বাচন কমিশন অফিসের দিকে একটি পদযাত্রা করেন। সেখানে পুলিশ তাঁদের আটকে দিলে ধস্তাধস্তি হয় এবং নেতাদের আটক করা হয়। সেই সময় রাহুল গান্ধি একটি ব্যারিকেডে উঠে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানান, যাতে লেখা ছিল জ্ঞানেশ, ইটস ডান ব্রো! পরে এক্স হ্যান্ডেলেও তিনি লেখেন যে, এবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ইস্তফা দেওয়ার সময় এসেছে। এরপর ১২ অক্টোবর বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র পক্ষ থেকে 'মার্চ ফর ডেমোক্রেসি' বা গণতন্ত্রের জন্য পদযাত্রার ডাক দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভিমুখে রওনা হন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি ও অখিলেশ যাদবরা। বিরোধীদের এই 'ভোট চুরি' প্রচার অভিযানের মূল দাবি হল, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গড়মিল বন্ধ করা। যদিও নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে যে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, ভুয়া ও অযোগ্য নাম বাদ দেওয়া এবং যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় রাখা সুনিশ্চিত করতেই এই 'এসআইআর' প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-সহ বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠন রাস্তায় নেমেছে। তাদের দাবি, এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রায় ১৩ কোটি যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। ১০ অক্টোবর যন্তর মন্তর পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেললে আইসা ও অন্যান্য আন্দোলনকারীরা কনট প্লেস ও রাজঘাটে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে পুলিশ বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী ও সাংবাদিককে টেনে-হিঁচড়ে আটক করে। এছাড়া, যন্তর মন্তরকে ধর্না মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে না দেওয়া এবং বিকল্প জায়গাগুলির জন্য ফি ধার্য করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং যুব কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

'যে দেশে সেনার চেয়ে সন্ত্রাসীর মর্যাদা বেশি, তাদের জ্ঞান শুনব না'

পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ দিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক সিটি, ২৩ অক্টোবরঃ রাষ্ট্রসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলছেই। গত মাসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতাদের উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক চলছে এই শীর্ষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে নিউইয়র্কে সদর দফতরের আলোচ্য বিষয় ছিল সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিনিধি জম্মু-কাশ্মীরে মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ নিয়ে সরব হলে পাল্টা জবাবে ভারতের প্রতিনিধি নিশানা করেন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রথম সচিব ভাবিকা মঙ্গলানন্দন পাকিস্তানের সমালোচনার জবাবে অত সৈন্য মারা গিয়েছে। কিন্তু ভারত নিহত সৈন্যদের সৈনিক মর্যাদায় ধর্মীয় আচার মেনে অন্তেষ্টির ব্যবস্থা করে।'' আলোচনায় পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দূরবস্থা এবং ধর্মান্তকরণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এই আলোচনায় বলেন ধর্মান্তকরণ তখনই সম্ভব যখন একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা করতে চাইবেন। ভারতের অভিযোগ পাকিস্তানের বেশকিছু জায়গায় পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বাধ্য করা হচ্ছে। ফলে পাকিস্তান ক্রমশ সংখ্যালঘু শূণ্য রাষ্ট্র হয়ে উঠছে। ভারতীয় প্রতিনিধি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন বলেন, ''যে দেশ তার নিজের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে পারে না তাদের কোন অধিকার নেই ভারতকে

বলেন, ''আমরা সেই দেশের কাছ থেকে কোনও জ্ঞান, অভিযোগ শুনতে চাই না যারা সেনাবাহিনীর থেকে বেশি গুরুত্ব দেয় সন্ত্রাসবাদীদের।'' ভারতের প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলেন, ''পাকিস্তান হল সেই দেশ যেখানে একজন সন্ত্রাসবাদীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্তেষ্টি হয়। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিকেরা অন্তেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকেন।'' এরপরই তিনি প্রায় তিন দশক আগের কারগিল যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের অবাক করে দেন। তিনি বলেন, ''কারগিল যুদ্ধে নিহত বহু পাকিস্তানি সৈন্যের দেহ ইসলামাবাদ ফেরত নেয়নি। আসলে তারা মানতে চায়নি যে তাদের জ্ঞান দেওয়ার।'' এর আগে পাকিস্তানের প্রতিনিধি অভিযোগ করেছিলেন ভারতের সংখ্যালঘুরা বিপন্ন। জবাবে ভারতের প্রতিনিধি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে সংখ্যালঘু নারীদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন এবং ধর্মান্তকরণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, ''পাকিস্তানের জম্মু-কাশ্মীরকে নিয়ে এত দরদের কারণ পাক অধিকৃত কাশ্মীর সমস্যায় জর্জরিত। সেখানে না আছে উন্নয়ন না আছে অধিকার। নজর ঘোরাতেই পাকিস্তান সর্বদা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জম্মু-কাশ্মীরের প্রসঙ্গ ট্রেনে আনে।''

মস্কোয় বেপাত্তা বাংলার রাশিয়ান বধূ, রেড কর্নার নোটিস জারি ইন্টারপোলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ গত বছর সন্তানকে নিয়ে দিল্লি থেকে নেপাল হয়ে রাশিয়া চলে গিয়েছেন চন্দননগরের পুত্রবধূ। ভিক্টোরিয়া নামে সেই মহিলার নামে রেড কর্নার নোটিসও রয়েছে। এবার তাঁকে প্রত্যর্পণের আর্জি জানাল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার সাকেত কোর্টে পুলিশ জানিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রক ও রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ভিক্টোরিয়াকে প্রত্যর্পণের আর্জি জানানো হয়েছে। গত বছর ভিক্টোরিয়ার স্বামী সৈকত বসুর অভিযোগের উপর ভিত্তি করে ডিফেন্স কলোনি থানায় একটি এফআইআর হয় ভিক্টোরিয়ার করা হচ্ছে, তার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়ে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়া বসুর খোঁজ পেতে প্রত্যর্পণের আর্জি জানানো হয়েছে। ইন্টারপোল রেড কর্নার নোটিসও জারি করা হয়েছে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, ছেলে সপ্তাহে তিন দিন মা অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার কাস্টডিতে থাকবে আর বাবা সৈকতের কাছে থাকবে বাকি ৪ দিন। কিন্তু তার মধ্যেই গত বছর উধাও হয়ে যান ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহও প্রকাশ করে সৈকত বসুর পরিবার। রাশিয়ান দূতাবাসের অফিসারদের যোগ থাকতে পারে

বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকতকে না জানিয়েই সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন ভিক্টোরিয়া ও তাঁর মা। ছেলের কাস্টডি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। সকেত জেলা আদালতে সেই মামলা চলছে। সেই নিয়ে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে পুলিশ। সৈকতের করা এফআইআরের ভিত্তিতে যে তদন্ত বলেও প্রশ্ন তোলেন সৈকত। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ ছিল, যেখান থেকে সম্ভব ভিক্টোরিয়াকে ফিরিয়ে আনতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক ও দিল্লির পুলিশ-প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। পরে জানা যায়, দিল্লি থেকে বিহার হয়ে নেপালে যান ভিক্টোরিয়া। সেখান থেকে দুবাই ও তারপর মস্কো চলে গিয়েছেন তিনি। নিয়ে গিয়েছেন সন্তানকেও।

রেজিস্টার্ড সিম ছাড়া চলবে না হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম! জালিয়াতি রুখতে কেন্দ্রের কড়া নিয়ম

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ অনলাইন জালিয়াতি ও প্রতারণা রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনস-এর নির্দেশে এবার হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামের মতো জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপগুলিতে চালু হতে চলেছে 'সিম-বাইন্ডিং' ব্যবস্থা। এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট সচল রাখতে ব্যবহারকারীদের নিজেদের রেজিস্টার্ড এবং কেওয়াইসি যাচাইকৃত সিম কার্ডটি ফোনে সক্রিয় রাখতে হবে। অ্যাপ সংস্থাগুলিকে এই নিয়ম চালুর জন্য আগামী ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বা ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অনলাইন জালিয়াতি বন্ধ করাই সরকারের এই নতুন নিয়মের আসল উদ্দেশ্য। এর ফলে আপনার মোবাইল নম্বরের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টের যোগাযোগ আরও শক্তপোক্ত হবে, যাতে কোনও অপরাধী ভুয়া নম্বর বা অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা করতে না পারে। সহজ কথায়, এই নিয়ম চালু হলে যেসব মানুষ ফোনে আসল সিম কার্ড না রেখে শুধু ওয়াই-ফাই চালিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম ব্যবহার করতেন, তাঁদের সার্ভিস বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা চালাতে সমস্যা হতে পারে। যেসব অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনে রেজিস্টার্ড সিম না রেখে মেসেজিং অ্যাপ চালানো হয়, মূলত সেই সব ডিভাইস বা ফোনই নতুন নিয়মের অধীনে প্রভাবিত হতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যাপল ইতিমধ্যেই এই প্রযুক্তির সুবিধার্থে তাদের আইওএস

সিস্টেমে কিছু বদল এনেছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি সফটওয়্যার আপডেট রিলিজ করেছে-যা আইফোনে সিম কার্ড রয়েছে কি না তা সনাক্ত করতে পারে। তবে ঠিক কোন কোন মডেলের ফোনে এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে এবং কতটা প্রভাব পড়বে, তা অ্যাপগুলির নিজস্ব বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে। পাশাপাশি, যাঁরা বিদেশে ভ্রমণ করেন, একাধিক ডিভাইসে মেসেজিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন বা মূলত ওয়াই-ফাই দিয়ে ফোন চালান, তাঁদের এই পরিবর্তিত নিয়ম খেয়াল রাখতে হবে। দূরসঞ্চার বিভাগ ২০২৫ সালের ২৮ নভেম্বর প্রথম এই নির্দেশিকা জারি করে। প্রাথমিক নিয়মে বলা হয়েছিল, প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য অ্যাপের ওয়েব সেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ-আউট বা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে পরবর্তীতে এই বাধ্যতামূলক ৬ ঘণ্টার লগ-আউট নিয়মটি তুলে নেওয়া হয়েছে। তার বদলে 'ঝুঁকি-ভিত্তিক লগ-আউট' ব্যবস্থা আনা হয়েছে, যেখানে জালিয়াতির কোনও সন্দেহ থাকলে অবিলম্বে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীদের প্রতি ছয় ঘণ্টায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ-আউট হতে হবে না। তবে 'সিম-বাইন্ডিং'-এর প্রয়োজনীয়তাটি আলাদা নির্দেশিকা হিসেবে যথারীতি বহাল থাকছে। হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম-উভয় সংস্থাই এই সরকারি নিয়মের আওতায় পড়ছে। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, স্ন্যাপচ্যাট-কে এই সিম-বাইন্ডিং নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, সিগন্যাল অ্যাপের কাছে সরকারি নোটিশ পাঠানো হলেও সংস্থাটি এখনও পর্যন্ত এর কোনও জবাব দেয়নি বলে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ্য, আগামী ১ জানুয়ারি থেকে এটি চালুর কথা বলা হলেও, নিয়ম মেনে চলার চূড়ান্ত সময়সীমা রাখা হয়েছে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ১ জানুয়ারি থেকেই বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট মডেলের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে-এমন কোনও নিশ্চয়তা তথ্যসূত্রে নেই। আসল বিষয় হলো, আপনার ফোনে আসল রেজিস্টার্ড সিম কার্ডটি রয়েছে কি না এবং অ্যাপটি তা যাচাই করতে পারছে কি না।

অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চিনের মধ্যে সংঘাত চলছে, প্রথমবার মানলেন আইটিবিপি প্রধান

সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ২৩ অক্টোবরঃ অরুণাচল প্রদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারত-চিনের মুখোমুখি সংঘাত! এখনও কাটেনি উত্তেজনা, মন্তব্য আইটিবিপি প্রধানের। লাদাখের গালওয়ান সংঘর্ষের ছয় বছর পর ফের ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ। অরুণাচল প্রদেশের একাধিক এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানালেন ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের প্রধান শত্রুজিৎ সিং কাপুর। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের আলওয়ারে আইটিবিপির জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অরুণাচল সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন বাহিনীর প্রধান। বাহিনীর নবগঠিত 'শৌর্য কমান্ডো'দের ভূমিকার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''গত কয়েক দিনে অরুণাচল প্রদেশের একাধিক জায়গায় মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি এখনও চলছে। তার এই মন্তব্যই প্রথম অফিসিয়াল বিবৃতি যেখানে অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা স্বীকার করা হল।'' আইটিবিপির ডিরেক্টর শত্রুজিৎ কাপুর জানিয়েছেন, গত জুলাই মাস থেকেই সংঘর্ষ, উত্তেজনা চলছে। চিনা বাহিনী তাকসিং এলাকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার পাশে গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোলিং পয়েন্টগুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যেতে বাধা দিচ্ছে। আইটিবিপি প্রধানের কথায়, সংঘাতের পরিস্থিতিতে বাহিনীর শৌর্য কমান্ডোরা অসাধারণ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে তৈরি হওয়া আইটিবিপি মোট ৩৪৮৮ কিলোমিটার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার পাহারা দেয়। ২০০৪ সাল থেকে চিনের সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে। ২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনের সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার একাধিক উদ্যোগ নেয় নয়া দিল্লি ও বেজিং। এরই মধ্যে অরুণাচল সীমান্তে সাম্প্রতিক সংঘাত নিয়ে আইটিবিপি প্রধানের এই মন্তব্য নতুন করে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি স্তরে প্রকাশ্যে আসা এই বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রসঙ্গত, অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে চিন। অন্যদিকে, ভারত বরাবরই স্পষ্ট করেছে, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রেক্ষাপটে সীমান্তে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আইটিবিপি প্রধানের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আইটিবিপি প্রধানের মন্তব্যের পরই কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাব চেয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন যে চিন নতুন করে অরুণাচল প্রদেশের কোনও অংশ দখল করেনি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হামলায় শতাধিক বৌদ্ধ সংখ্যালঘু আহত

সংবাদ সংস্থা, চট্টগ্রাম, ২৩ অক্টোবরঃ এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করেছে বৃহস্পতিবার, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার সাজেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হামলায় শতাধিক আদিবাসী আহত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র ক্যাডারদের অপসারণের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের চিকিৎসা নিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে না পারে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সাজেক বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। গত ১১ অক্টোবর থেকে সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটি এবং সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধরা বিভিন্ন সময়ে সড়ক অবরোধ করে পিসিজেএসএস-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের অপসারণের দাবি জানিয়ে আসছেন। ২২ অক্টোবর পুনরায় অবরোধ শুরু হলে পিসিজেএসএস-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে বহু আদিবাসী আহত হন। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পিসিজেএসএস ১৯৭২ সালে গঠিত একটি বিদ্রোহী সংগঠন। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে কোনও নির্বাচন ছাড়াই এই সংগঠনের নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায় বহাল রাখা হয়েছে।

শহর ও শহরতলী

চিকিৎসক-পড়ুয়াদের হাত ধরে ১২ বছর পর হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে দুর্গাদর্শন!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ বারো বছর ধরে হাসপাতালের শয্যাই তাঁর ঠিকানা। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি জীবন, হুইলচেয়ার আর অসংখ্য স্মৃতি নিয়েই কেটে গিয়েছে এক যুগ। দুর্গাপুজোর আনন্দ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখনও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে দূর থেকেই সেই উৎসবের অনুভূতি খুঁজতেন গোপাল পাত্র। কিন্তু এবারের অষ্টমী তাঁর জীবনে এনে দিল এক অন্যরকম আনন্দ। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিন চিকিৎসক-পড়ুয়া ও এক হাসপাতালকর্মীর উদ্যোগে দীর্ঘ ১২ বছর পর হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে দুর্গাপুজো দেখলেন ৪৮ বছরের গোপাল। পশ্চিম মেদিনীপুরের জামবনির হামিরপুর এলাকার বাসিন্দ গোপাল পাত্রের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্ভাগ্য ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবর। পেশায় ট্রাকের খালাসি গোপাল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে কয়লা নিয়ে ফেরার সময় সুতাহাটার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সেই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয় তাঁর দুই পা। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাঁশকুড়া হাসপাতালে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রাণে বাঁচলেও তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফেরা আর সম্ভব হয়নি। আগেই স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন গোপাল। দুর্ঘটনার পর শারীরিকভাবে অসহায় হয়ে পড়লেও তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ এগিয়ে আসেননি বলে জানা যায়। এরপর থেকেই আর জি করের সার্জারি বিভাগের শয্যা ও হুইলচেয়ার হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের সঙ্গী। হাসপাতালই হয়ে ওঠে তাঁর ঘরবাড়ি। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে হাসপাতালের পরিবেশে দিন কাটানো গোপালের জীবনে এবারের দুর্গাপুজো নিয়ে এল বিশেষ প্রাপ্তি। হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরের চিকিৎসক-পড়ুয়া ত্রিনেশ মণ্ডল, গৈরিক রায় ও শ্রুতি সিং সিদ্ধান্ত নেন, অষ্টমীর দিন তাঁদের প্রিয় 'গোপালদাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবেন।

সেই মতো হাসপাতালের কর্মী গৌতমের সহযোগিতায় গোপালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। হাসপাতালের আশপাশের কয়েকটি পুজো মণ্ডপে ঘুরিয়ে দেখানো হয় তাঁকে। দীর্ঘদিন পর হাসপাতালের চেনা চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে প্রতিমা দর্শনের সুযোগ পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন গোপাল। এত বছর পর দুর্গাদর্শনের সুযোগ পেয়ে নিজের আনন্দ গোপন করতে পারেননি গোপাল। তাঁর কথায়, ভাবতেও পারিনি আবার ঠাকুর দেখতে যাব। এই অবস্থায় ডাক্তারবাবুরা যা করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে, চিকিৎসক-পড়ুয়া ত্রিনেশ মণ্ডল জানান, প্রায় ১২ বছর ধরে হাসপাতালে রয়েছেন গোপালবাবু। অষ্টমীর ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন তাঁরা। গোপালেরও সম্মতি ছিল। এই উদ্যোগে রোগীকে আনন্দ দিতে পেরে তাঁরাও খুশি। উৎসবের মরসুমে যখন আলোর রোশনাই আর আনন্দে মেতে ওঠে শহর, তখন এই ছোট্ট উদ্যোগ মনে করিয়ে দিল, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সব সময় বড় আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। কখনও কখনও একটু সময়, সামান্য সহমর্মিতা আর আন্তরিকতাই কারও জীবনে এনে দিতে পারে বহু বছরের অপেক্ষার অবসান। গোপালের কাছে এবারের অষ্টমী তাই শুধু ঠাকুর দেখার দিন নয়, দীর্ঘ বন্দিদশার মধ্যে একটুকরো মুক্তির আনন্দ। আর জি করের চিকিৎসক-পড়ুয়াদের এই মানবিক উদ্যোগ উৎসবের আনন্দকে ছাপিয়ে হয়ে উঠল সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শনিবারই চোরবাগানের প্রতিমা নিরঞ্জন, সিটের নির্দেশে মণ্ডপ খোলা হচ্ছে না এখন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ সপ্তমীতে বিপর্যয়। ঠাকুর দেখতে গিয়ে চোরবাগান পুজো মণ্ডপের এক্সিট গেটের সামনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গিয়েছে ১৯ জনের। কে নেবে তার দায়? কাদের ভুলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা? ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক সিট গঠন করে শুরু হয়েছে তদন্ত। দশমী পেরিয়ে গেলেও এই বিতর্কিত মণ্ডপের প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। বৃহস্পতিবার মণ্ডপ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে সিটের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিত রায় সরস্বতী বলেছিলেন, প্রতিমা নিরঞ্জনে আপত্তি নেই। তবে তদন্তের স্বার্থে মণ্ডপ রাখতে হবে হুবহু একই। সেই নির্দেশ মেনেই শনিবার চোরবাগানের প্রতিমা নিরঞ্জন হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুজো কমিটি। তবে এখনই খোলা হচ্ছে না 'পুজো মণ্ডপ। চোরবাগান কাণ্ডের তদন্তে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, মণ্ডপ ফাঁকা থাকলে বা ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকলে ১৩৪ টনের এসি যথেষ্ট ছিল। তবে বিপুল পরিমাণ ভিড় হওয়ায় এসি এবং ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। তার ফলে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। মণ্ডপ থেকে একসঙ্গে বহু দর্শনার্থী তাড়াহুড়ো করে বেরনোর চেষ্টা করেন। তার ফলে পদপিষ্টের মতো বড়সড় বিপর্যয় হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেও শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর তথ্য সামনে এসেছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মণ্ডপের ভেন্টিলেশন সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সিটের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দি৷ রায় সরস্বতী জানিয়েছেন, মণ্ডপে ঢোকা ও বেরনোর রাস্তা খুবই সরু ছিল। আলোও কম ছিল। দুর্ঘটনার সময় এমারজেন্সি এক্সিট বন্ধ ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ যথাযথ কাজ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় যেমন আলো ছিল, সেই আলোতেই আমরা গোটা মণ্ডপ ঘুরে দেখলাম। ব্যবস্থাপনা হতাশাজনক। এখনই কোনও সিদ্ধান্তের কথা বলা যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার প্রতিমা নিরঞ্জনের অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি বলেন, প্রতিমা নিরঞ্জন করা যেতে পারে সময় মেনে। কিন্তু প্যান্ডেল রাখতে হবে। পাশাপাশি সিটের প্রধান এও জানিয়েছেন, যাঁর বিভ্রান্তিকর ঘোষণা পর এমন দুর্ঘটনার পরিস্থিতি, তাঁকে তদন্তের আওতায় রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আটক হয়েছে চোরবাগানের মণ্ডপের দুই মাইকে ঘোষণাকারী দুই ব্যক্তি। সিটের নির্দেশ মেনে শনিবারই নিমতলা ঘাটে চোরবাগানের প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।

পুজোর ৭ দিনে কলকাতায় ট্রাফিক আইন ভেঙে ৪৩৫২ মামলা! শীর্ষে হেলমেটহীন বাইক, মদ্যপ চালকদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় শহরজুড়ে উৎসবের আনন্দের মধ্যেই ট্রাফিক আইন ভাঙার প্রবণতা অব্যাহত। বিশেষ করে রাতের দিকে বাইক নিয়ে বেপরোয়া যাতায়াত, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং ট্রিপল রাইডিংয়ের মতো অপরাধে উদ্বেগ বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশের পরিসংখ্যান। লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, পঞ্চমী থেকে দশমী, অর্থা ১৫ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সাত দিনে শহরে মোট ৪৩৫২টি ট্রাফিক মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে। পাশাপাশি বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

পুজোর সাত দিনে ট্রাফিক আইন ভাঙার তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো। এই অপরাধে মোট ১০৬৫টি মামলা দায়ের হয়েছে। দিনের হিসাব অনুযায়ী, পঞ্চমীতে ৯২টি, সপ্তমীর প্রথম দিনে ১৫টি, সপ্তমীর দ্বিতীয় দিনে ২৬৯টি, অষ্টমীতে ২৩১টি, নবমীতে ২৮৫টি এবং দশমীতে ১৭৩টি মামলা হয়েছে। ষষ্ঠীর পরিসংখ্যান অবশ্য দেওয়া হয়নি।

হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর প্রবণতা দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই উসবের ভিড়েও এই নিয়ম মানার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। একটি বাইকে চালক-সহ তিন জনের যাতায়াত, অর্থা ট্রিপল রাইডিংয়ের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। সাত দিনে এই

অপরাধে মোট ৯৫৩টি মামলা দায়ের হয়েছে।

পঞ্চমীতে ৩৫টি, ষষ্ঠীতে ১৮৯টি, সপ্তমীর প্রথম দিনে ১৯২টি, দ্বিতীয় দিনে ১৪৮টি, অষ্টমীতে ১৫৫টি, নবমীতে ১৬০টি এবং দশমীতে ৭৪টি মামলা করেছে পুলিশ। উসবের সময়ে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে বাইক চালানো যে বিপজ্জনক, এই পরিসংখ্যান তা আরও একবার সামনে এনেছে।বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে সাত দিনে ৬৯৯টি মামলা হয়েছে। পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে ৬৫টি করে, সপ্তমীর প্রথম দিনে ১০৮টি, দ্বিতীয় দিনে ১২৭টি, অষ্টমীতে ৯০টি, নবমীতে ১১১টি এবং দশমীতে ১৩৩টি মামলা দায়ের হয়েছে।

অন্যদিকে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে মোট ৬৫২টি মামলা করেছে পুলিশ। পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে ৬১টি করে, সপ্তমীর প্রথম দিনে ৯৭টি, দ্বিতীয় দিনে ১২০টি, অষ্টমীতে ৮১টি, নবমীতে ১১০টি এবং দশমীতে ১২২টি মামলা হয়েছে।এ ছাড়াও অন্যান্য ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে ৭৭৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উৎসবের সাত দিনে ট্রাফিক বিধিভঙ্গের বিরুদ্ধে পুলিশের নজরদারি ছিল জোরদার। ট্রাফিক আইন ভাঙার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনায় মোট ২০৬টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর প্রথম দিনে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা তুলনামূলক বেশি ছিল। অন্যদিকে, অভব্য আচরণের অভিযোগে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত ৩৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেআইনি মদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে পুলিশি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী মিলিয়ে মোট ছয় লিটার মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পুজোর বাকি পাঁচ দিনে আর মদ উদ্ধারের তথ্য নেই। কলকাতার পুজোয় জনসমাগম, যানবাহনের চাপ এবং রাতভর যাতায়াতের কারণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে হেলমেট ব্যবহার, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা, বাইকে অতিরিক্ত যাত্রী না তোলা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর মতো নিয়ম মানা অত্যন্ত জরুরি। পুলিশের পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে, উসবের মরসুমেও ট্রাফিক বিধিভঙ্গের ঘটনা কম নয়। তাই শুধু জরিমানা বা মামলা নয়, সচেতনতা বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কয়েক মুহূর্তের অসতর্কতা আনঃেদর উসবকে বড় দুর্ঘটনায় পরিণত করতে পারে।

বাঁকড়ায় ডেঙ্গুর থাবা, ডোমজুড়ে আক্রান্ত ২৭

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৩ অক্টোবরঃ বাঁকড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকাতেই আক্রান্ত ১৯, নিকাশি নালা পরিষ্কার করতে শুরু সাফাই অভিযান। নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা ও জল থেকে মশার বংশবিস্তারের আশঙ্কা। তার মধ্যেই হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া এলাকায় বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। গত ১৪ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহে ডোমজুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ জন। এর মধ্যে ১৯ জনই বাঁকড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মণ্ডলপাড়া, নিউ মণ্ডলপাড়া ও উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। আক্রান্তদের অধিকাংশই হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছর গোটা হাওড়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৪৭। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যা ৬২৩। এর মধ্যে হাওড়া পুরসভা এলাকায় আক্রান্ত ৩৫০ জন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাঁকড়ায় ভেক্টর কন্ট্রোল টিম নামানো হয়েছে। মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি নর্দমা পরিষ্কার ও জমে থাকা আবর্জনা সরানোর কাজ চলছে। হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত জানান, নিকাশি নালায় আবর্জনা জমে জল দাঁড়িয়ে থাকায় মশার বংশবিস্তারের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পুজোর ছুটিতে মন্দারমণিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, সমুদ্রে তলিয়ে মৃত বাঁকড়ার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৩ অক্টোবরঃ পুজোর ছুটিতে সমুদ্র দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। মন্দারমণিতে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন হাওড়ার বাঁকড়ার দুই যুবক। তাঁদের মধ্যে শাহিল খানের (২২) দেহ উদ্ধার হয়েছে। অন্য যুবক শাহিদ খানের (২২) এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। সম্পর্কে তাঁরা ভাগ্নে ও জামাইবাবু। এই ঘটনায় বাঁকড়া নিউ মণ্ডলপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের সদস্যরা এখনও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না। জানা গিয়েছে, গত বুধবার বিজয়া দশমীর দিন বাঁকড়া থেকে ছয়জনের একটি দল পুজোর ছুটি কাটাতে মন্দরমণিতে বেড়াতে যান। সেখানে একটি হোটেলে ওঠেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের চারজন হোটেলেই ছিলেন। অন্যদিকে, পেশায় দর্জি শাহিল ও শাহিদ সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ শেষবার তাঁদের কথা হয। এরপর সমুদ্রে স্নান করতে নেমে দু'জনেই জলে তলিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মন্দরমণি কোস্টাল থানার উদ্ধারকারী দল তল্লাশি শুরু করে। পরে শাহিলের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শাহিদের খোঁজ মেলেনি। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, দুই যুবকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। যে দুই যুবক পুজোর ছুটি কাটাতে আনন্দের সন্ধানে মন্দারমণি গিয়েছিলেন, তাঁদের একজনের মৃত্যু এবং অন্যজনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোক। এখনও স্বজনের ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন পরিবারের লোকজন।

মঙ্গলের মাথার দাম ৫ লক্ষ, মালতির ২ লক্ষ! লালবাজারে আত্মসমর্পণ মাওবাদী দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ মাওবাদী দমনে আরও এক বড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে থাকা মাওবাদী দম্পতি মঙ্গল ও মালতি শুক্রবার সকালে কলকাতার লালবাজারে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা এবং মালতির মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ২ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই হিংসার পথ ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আত্মসমর্পণকারী দু'জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির বাসিন্তএঞা। অন্যদিকে, মালতির বেড়ে ওঠা ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এলাকায়। দু'জনেই মাওবাদী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানান, মঙ্গল প্রথমে দলমা এলাকায় এবং পরে ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা অঞ্চলে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মালতিও ঝাড়গ্রাম হয়ে সারান্ডায় মাওবাদী সংগঠনের হয়ে কাজ করতেন। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে তাঁরা ওই এলাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন। অবশেষে শুক্রবার লালবাজারে এসে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা। আত্মসমর্পণের পর তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলের কাছ থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মালতির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি তাঁদের মাওবাদী কার্যকলাপ এবং অতীতের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডে মঙ্গলের বিরুদ্ধে ছ'টি থেকে সাতটি মামলা রয়েছে। সেই মামলাগুলির বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্গাপুজো উয্যাপনের সময় হাজার হাজার পুণ্যার্থীর পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান পূর্ব রেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী যখন উসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, তখন তাঁদের উৎসবের যাত্রাপথে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্ব ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রেলস্টেশনে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যাত্রীদের তাক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক যাত্রী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারেন। এই বৃহৎ চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে সক্রিয় চিকিসা সহায়ক দল এবং অ্যাম্বুল্যান্স-সহ বিশেষ মেডিক্যাল বুথের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ দেবাশিস গুহ সামগ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দ্রুত চিকিসা সহায়তা ও যথাযথ পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়। ২০ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে পূর্ব

রেলের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দল বিভিন্ন ডিভিশনে মোট ৩৫৬ জন যাত্রীকে সফলভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে।

শিয়ালদহ ডিভিশনে মোট ২৭৩ জন যাত্রীকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কাজে ব্যস্ততম স্টেশনগুলিতে চিকিৎসা দল সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে কল্যাণী স্টেশনে ১১১ জন, শিয়ালদহ স্টেশনে ৬৪ জন, দমদম স্টেশনে ৫৮ জন, বিধাননগর রোড স্টেশনে ২৩ জন, বাদকুল্লা স্টেশনে ১১ জন এবং বালিগঞ্জ স্টেশনে ৬ জন যাত্রী চিকিৎসা পরিষেবা পান। এঁদের মধ্যে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তিনজন রোগীকে দ্রুত উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনকে শিয়ালদহ থেকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে এবং দু'জনকে দমদম থেকে কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়।অন্যদিকে, হাওড়া ডিভিশনে মোট ৭১ জন যাত্রীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে হাওড়া স্টেশনে ৬৭ জন, বর্ধমান স্টেশনে ২ জন, ব্যান্ডেল স্টেশনে ১ জন এবং রামপুরহাট স্টেশনে ১ জন যাত্রী চিকিসা পরিষেবা পান। পাশাপাশি, মালদা ডিভিশনে ১২ জন যাত্রীকে সফলভাবে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয। সমস্ত ডিভিশন ও রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সারাদিনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত চিকিৎসা ইউনিটকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। এই সফল চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, পুণ্যার্থীরা যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন এবং নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও উদ্বেগ ছাড়াই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের চিকিৎসা দলগুলি স্টেশন চত্বরে দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে।

২০২৬ সালের দুর্গাপূজায় শিয়ালদহ ডিভিশনে রেকর্ড সংখ্যক-২.৬৩ কোটিরও বেশি-যাত্রীর সমাগম

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর, ঃ সালের দুর্গাপূজায় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শিয়ালদহ ডিভিশনে রেকর্ড সংখ্যক-২,৬৩,৩৯,৬৯৮ জন-যাত্রীর সমাগম হয়েছে। এটি আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৩.৪৪ বেশি, যা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উৎসবের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে শহরতলির রেল পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের দুর্গাপূজায় উসবের সময়সীমা কিছুটা দীর্ঘ ছিল এবং এতে সপ্তমী তিথিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।উসবের এই বিপুল ভি। সামাল দিতে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত ২৬৬টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে, যা যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করেছে এবং তাদের যাত্রা আরও সুবিধাজনক ও আরামদায়ক করে তুলেছে।উসবের দিনগুলিতে শিয়ালদহ, দমদম, বিধাননগর রোড, সোনারপুর, বালিগঞ্জ, রানাঘাট এবং কল্যাণী স্টেশনে যাত্রীদের ভি। ছিল সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে কল্যাণী স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৪.০১ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উসবের মরসুমে যাত্রী চলাচলের উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বগতিকেই নির্দেশ করে।বিপুল ভি। সামাল দিতে শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত বিভাগ একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করেছে। তারা ভি। নিয়ন্ত্রণ, যাত্রীদের দিকনির্দেশনা প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের সুষ্ঠু চলাচল বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম (ভ্রুণ্ঢ্ব) শ্রী রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে বাণিজ্যিক, পরিচালন, রেল সুরক্ষা বাহিনী , চিকিৎসা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ চমৎকার দলগত সমন্বয় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। রেলকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন স্টেশনে মোতায়েন ছিলেন তাঁরা মাইক ও ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন, ভি। নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং প্রয়োজনে যাত্রীদের সবরকম সহায়তা প্রদান করেছেন। ডিভিশনাল 'ওয়ার রুম'-এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি রেলের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ভিড় পরিস্থিতির ওপর নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করেছে। ডিআরএম শিয়ালদহ, শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেছেন, শিয়ালদহ ডিভিশন ২০২৬ সালের দুর্গাপূজার সময় বিপুল সংখ্যক যাত্রীর ভিড় অত্যন্ত সফলভাবে সামাল দিয়েছে। আমি সমস্ত বিভাগ এবং সম্মুখসারির কর্মীদের চমৎকার কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও দলগত প্রচেষ্টার আন্তরিক প্রশংসা করি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই সঙ্গে বিশেষ ট্রেন চলাচল এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপগুলো উসবের পুরো সময়জুড়ে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে।উৎসবের এই ভিড়ের মাঝে সহযোগিতা, ধৈর্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য আমি আমাদের যাত্রীদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এত বিপুল সংখ্যক যাত্রীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে তাঁদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সাফল্য আমাদের রেল পরিবারের সম্মিলিত অঙ্গীকার এবং প্রতিটি যাত্রীকে নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড - (পরিশোধন প্রক্রিয়ায়)
(সিআইএনঃ U74140WB2003PTC096328)
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫এ, পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৯
সিডি-এর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
(লিকুইডেটর কর্তৃক- সিএ মহেশ চন্দ গুপ্ত, ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-এর ০৮.০৮.২০২৫ তারিখের আদেশবলে নিযুক্ত লিকুইডেটর-এর মাধ্যমে 'লিকুইডেশন এস্টেট'-এর অন্তর্ভুক্ত 'সিডিউ-র সম্পদ বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি আইবিসি ২০১৬-এর ধারা ৩৫(১)(ও)-এর সাথে পঠিতব্য আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩২ ও ৩৩ এবং প্রবিধান ৩৩-এর অধীনস্থ তফসিল-১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ-

স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সিডি (CD)-র সম্পদ বিক্রয়

	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ(টাকা)	দরবৃদ্ধি মূল্য (টাকা)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত, আলিপুর ও শিয়ালদহ এ.ডি.এস.আর (A.D.S.R.)-এর এখতিয়ারভুক্ত, ধাপা মৌজার (জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ২৩৬, পরগনা- মাগুরা, তৌজি নং ৪৬বি২) প্রায় ৪২.৪ ডেসিমেল (কম-বেশি হতে পারে) পরিমাণ জমি-যা আর.এস.এল.আর. দাগ নং ১০০২-এর অন্তর্ভুক্ত পূর্বে আর.এস. খতিয়ান নং ২০৭-এ এবং বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২৭-এ নথিভুক্ত। উক্ত জমিটি প্রগতি ময়দান (পূর্বের তিলজলা) থানা এলাকার অন্তর্গত। এই জমির স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আলিপুর, কলকাতার ৩৪তম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতে দায়েরকৃত ৩৬৮২০২৬ নং দেওয়ানি মামলায় ৯৬ লক্ষ টাকার যে দাবি (actionable claim) উত্থাপিত হয়েছে, তাও এই হস্তান্তরের অন্তর্ভুক্ত।	৪০,৫০,০০০- (চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	৪,০৫,০০০- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা)	৪,০৫০- (চার হাজার পঞ্চাশ টাকা)
সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা Baanknet পোর্টালে হলফনামা ও অঙ্গীকারনামা, আগ্রহ প্রকাশপত্র , গোপনীয়তা সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা, দরপত্র ফর্ম এবং দরপত্র ঘোষণা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।	৪'টা নভেম্বর ২০২৬		
নিলামে থাকা সম্পদগুলো পরিদর্শন ও যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সম্পদগুলো দেখার শেষ তারিখ	২৪-১০-২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০টা থেকে ০৮-১১-২০২৬ তারিখ বিকেল ০৫.৩০টা পর্যন্ত		
সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১০ই নভেম্বর ২০২৬		
নিলামের তারিখ ও সময়	১২ই নভেম্বর ২০২৬, দুপুর ২.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত এরপর রাত ৮.০০টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের বর্ধিত সময়সীমা থাকবে।		

(১) এই ই-নিলামটি যেমন আছে, যেখানে আছে (as is where is), যেমন আছে, যা আছে (as is what is), যা কিছু আছে (whatever there is) এবং কোনো প্রকার দাবি বা প্রতিকারের সুযোগ ব্যতিরেকে (without recourse basis) শর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী baanknet@psballiance.com-এর মাধ্যমে https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টালে অনলাইনে পরিচালিত হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়াসংক্রান্ত নথিপত্র-যার মধ্যে রয়েছে ই-নিলামের দর প্রস্তাবের ফর্ম (bid form), দরদাতার হলফনামা ও ঘোষণা এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলি-সেগুলো https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/homeওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী দরদাতারা ইলেকট্রনিক উপায়ে নিবন্ধন করতে, দর প্রস্তাব করতে এবং তাদের দর প্রস্তাবের নিশ্চিতকরণ বার্তা গ্রহণ করতে পারবেন। কোনো অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, আবেদনকারীর পরিচয় উল্লেখপূর্বক cirp.shomukconsultancy@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় অনুরোধ পাঠানো যাবে।

স্বাক্ষর /-
মহেশ চাঁদ গুপ্ত
লিকুইডেটর- শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI রেজিস্ট্রেশন নং ঃ IBBMPA-00111P-P01489/2018-2019112304AFA নং: AA1/12304/021300627/109025 (মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত)
তারিখঃ ২৪-১০-২০২৬
স্থানঃ কলকাতা
ঠিকানাঃ FE-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-III, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০১০৬
ইমেল আইডিঃ cirp.shomukconsultancy@gmail.com

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৯ সংখ্যা, শনিবার , ৬ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

প্রাচীন ধুলিয়ান শহর

আজকের ধুলিয়ান শহরে নতুন ও পুরোনো অসংখ্য বাড়ির ভিড়ে এই বাড়িটি হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো জানেন না, এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ধুলিয়ানের এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস এবং কয়েক প্রজন্মের মানুষের স্মৃতি। বাড়িটি আসলে ঐতিহ্যবাহী কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির সম্প্রসারিত অংশ। ধুলিয়ানের বহু প্রবীণ ও মধ্যবয়স্ক মানুষের কাছে বাড়িটি আজও অত্যন্ত পরিচিত। আর যাঁরা আশির ও নব্বইয়ের দশকে কৈশোরের সীমানা অতিক্রম করেছে, তাঁদের কাছে এই বাড়ি কেবল ইট-কাঠ-পাথরের কোনো স্থাপনা নয়; এটি ছিল রুপোলি পর্দার স্বপ্নে মোড়া এক জীবন্ত পৃথিবী। ধুলিয়ান শহরের পিন কোড;৭৪২২০২। আর এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই পিন কোডের ইতিহাসের এক পরিচিত অধ্যায়। ভারতের ডাকব্যবস্থায় পিন কোড বা Postal Index Number নির্ধারণের পিছনে রয়েছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বিন্যাস। ছয় অঙ্কের এই নম্বরের প্রথম অঙ্কটি ডাক অঞ্চলের পরিচয় বহন করে। সমগ্র ভারতে এই পিন নম্বর ১ থেকে শুরু করে ৮ নম্বরে শেষ হয়। পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে ৭ নম্বর ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী দুটি সংখ্যা জেলার জন্য এবং শেষের তিনটি সংখ্যা নির্দিষ্ট ডাকঘরের পরিচয় বহন করে। ধুলিয়ানের পিন কোড ৭৪২২০২, আর নিয়মানুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহরের পিন কোড হয় ১০১ যেমন বহরমপুরের পিন কোড ৭৪২১০১। একসময় এই বাড়িতেই ছিল ধুলিয়ান ডাক ও তার অফিস;সহজ কথায়, পোস্ট অফিস। ছোটবেলায় অবশ্য কথাটিকে একটু বদলে 'পোস্টাপিস' বলত সবাই। পরবর্তী সময়ে পোস্ট অফিসটি এই বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বিশ্বাস মার্কেটে চলে যায়। আর তখনই বাড়িটির ইতিহাসে যুক্ত হয় এক নতুন অধ্যায়। পোস্ট অফিস উঠে যাওয়ার পর এই বাড়িতেই স্থাপিত হয় ডায়মন্ড ভিডিও হল। নামের মধ্যে 'ডায়মন্ড' থাকলেও সেটি ছিল সোনালি স্বপ্নের এক আশ্চর্য জগৎ;যেখানে বাস্তবের ছোট্ট গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় রুপোলি পর্দার রঙিন দুনিয়ায়। আশির ও নব্বইয়ের দশকের সেই দিনগুলিতে মিঠুন চক্রবর্তী ও গোবিন্দার নাচ কতটা আচ্ছন্ন করেছিল, তা আজকের প্রজন্মকে বোঝানো সত্যিই কঠিন। তাঁদের নাচের ভঙ্গি অনুকরণ করতে করতে কখন যেন নিজেদের অজান্তে সেই তারকাদের জগতে প্রবেশ করেছিলাম। প্রজন্মের অসংখ্য কিশোর-তরুণের কাছে এই অভিজ্ঞতা ছিল খুবই স্বাভাবিক, সহজ এবং অবচেতন আনন্দের অংশ। তারপর রুপোলি পর্দায় এলেন দুই নতুন তারকা;আমির খান ও সলমন খান। তাঁদের অভিনয়, প্রেমের গল্প আর গান কৈশোর ও যৌবনের আবেগে নতুন রং ছড়িয়ে দিল। 'কয়ামত সে কয়ামত তক' এবং 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া';এই দুই ছবির গান ও প্রেমের গল্প যে কত হৃদয়ে প্রথম প্রেমের অনুভূতির বীজ বুনেছিল, তা আজও স্মৃতির পাতায় অমলিন। সেই সময়ের গান, সেই মুখগুলি, সেই আবেগ;সব মিলিয়ে ডায়মন্ড ভিডিও হয়ে উঠেছিল এক অন্যরকম ভালোবাসার ঠিকানা। এই স্মৃতিচারণে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন ডায়মন্ড ভিডিও হলের টিকিট বিক্রেতা।

ডাক্তারবাবু

দুর্গাপুজো এবং এক ডাক্তারবাবুর গোপনলিরিক। ডাক্তার সুব্রত ভট্টাচার্য। পৈত্রিক নিবাস ঝিকিরা, জেলা হাওড়া । এই ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গাপুজোর শুরু ১৮১৩ থেকে । দুর্গাপুজো উপলক্ষে পারিবারিক পত্রিকা এবং বই প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে করে আসছেন এই ডাক্তারবাবু। কোলাঘাটের সরকারি হাসপাতাল, হলদিয়া সরকারি হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর অবসর নিয়েছেন। চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর গোপন লিরিক বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাতের ক্লাস করে বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তরও হয়েছেন। মুদ্রা এবং গ্রামোফোন রেকর্ড সহ তাঁর অন্যান্য দুর্লভ সংগ্রহ রীতিমতো ঈর্ষণীয়। কিন্তু কোথাও তাঁর দেখনদারি নেই। নীরবে নিভৃতে নিজের গোপনপ্রেম গোপনেই রেখেছেন। পারিবারিক দুর্গাপূজা উপলক্ষে চমৎকার একটি করে সংকলন সম্পাদনা করে এসেছেন । সংকলনের নাম 'ঝিকিরার ভট্টাচার্য বাটি' । পারিবারিক ইতিহাস তো বটেই সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জনপদের ইতিহাস নিয়ে সংকলনটি তিনি তাঁর প্রিয়জন এবং সমঝদার কিছু মানুষজনের হাতে দিয়েছেন। অঞ্চল চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। সংকলনটি বিক্রির জন্য নয়।প্রতিটি সংখ্যায় সৌজন্য সংখ্যা।প্রতিবছর বাৎসরিক ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করেন পারিবারিক দুর্গা প্রতিমার ছবি দিয়ে। চমৎকার সে ক্যালেন্ডার। উনার লেখা দুটি বই ঃ ১. মুদ্রার ইতিহাস ও আমি । এ-৪ আকারে, ইটালিয়ান কাগজে, প্রায় ৬০০ পাতার বই। মুদ্রার ইতিহাস এবং মুদ্রার ছবি নিয়ে ঝকঝকে রঙিন মুদ্রণ। কলকাতার শ্রীময়ী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে । ২. আমার সংগীতপ্রীতি ও গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহের ইতিবৃত্ত । দক্ষিণ বাকসাড়া লেন, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। ইটালিয়ান কাগজে মুদ্রিত ৩৫০ পাতার গ্রন্থটি যেমন ঝকঝকে ছাপা তেমনি রয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের ইতিহাসের কথা। প্রচার বিমুখ নীরবে কাজ করে যাওয়া ডাক্তারবাবু বই দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্য বহু মূল্যবান কয়েকটি মুদ্রা। সেসব মুদ্রা এই প্রথম দেখা। মুদ্রা দেখিয়ে ইতিহাসটাও বললেন এবং বললেন ভালো করে হাতের নিয়ে পর করুন। এক অন্যরকম অনুভূতি। বই দুটি নিয়ে ছবিও তোলা হলো। ঝিকিরা উচ্চ বিদ্যালয় কিছু স্মৃতি কথা । খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। বিদ্যালয়ের ইতিহাস যে এমন হতে পারে এ বইটি না দেখলে বুঝতাম না। সামগ্রিক উপস্থাপনা উপরের বই দুটির মত। ২. ঝিকিরার ভট্টাচার্য বাটি (পারিবারিক পত্রিকা)।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

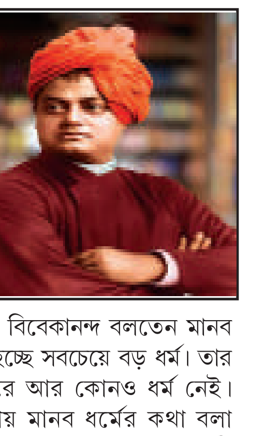

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভক্তিভাবকে জাগ্রত কর।

বিশ্ব ভারতীর শিল্পী নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের চিত্র শিল্প জগতে আধুনিক যুগের সূচনা করেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রুপরেখায় শিল্পকে একেবারে আধুনিক ধাঁচের করে গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যযুগীয় শিল্প রীতিকে একেবারে পরিত্যাগ করে স্বদেশি চিন্তাধারায় সঙ্গে বিদেশি শিল্প কলার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যেভাবে যুগান্তকারী আধুনিক শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করলেন সেটা কিন্তু এখনও আন্তর্জাতিক শিল্প মহলে যথেষ্ট স্বীকৃত এবং গরিমার্জন করতে সমর্থ্য। গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নন্দলাল বোস আসেন ১৯০৫ সালে। তখন বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। অবীন্দ্রনাথ পৌঢ় হলেও নন্দলাল বোসের মনকে একেবারে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিক শিল্প ঘরানা বলতে কী বোঝায় সেটা রপ্ত করেছিলেন গুরুঃ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে শিল্পী নন্দলাল বোস। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স মাত্র ৩৪। এবং নন্দলাল বোসের বয়স মাত্র ২৩ বছর। নন্দলাল বোস তখন পূর্ণ যুবক হলেও ব্যক্তিত্বের ছাঁদ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে। দুজনই পরিণত মানুষ। তারপরে দুইটি মানুষ একসঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতীয় চিত্রকলাকে এমন উচ্চাঙ্গের পর্যায়ের পৌঁছে দিলেন তা ভারতের শিল্পমানকে এখন চির ভাস্কর করে রাখে।

পিয়ালি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হয়েও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে শিল্পকলা চিত্রায়িত করে গিয়েছেন সেটা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের শিল্প সম্পদ। ঔপনাসিক শাসনের কালে বিদেশি শিল্পীদের সমকক্ষ শিল্পী হয়ে উঠলেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকী তাঁর চিত্রকলা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসের সন্ধান করতে শুরু করে দেয় বহু বিদেশি শিল্প ইতিহাসবিদেরা। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নিজস্ব যে চিত্রকাল ছিল তাকে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন 'আপন কথা', 'ক্ষীরের পুতুল' বা বাংলার ব্রত মতো অবিস্মরণীয় রচনার মধ্যে দিয়ে। সেখানে তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, চিত্রশিল্পকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীন চিত্রকলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাশাপাশি তিনি ইসলামীয় শিল্প কলার চর্চা করে গিয়েছেন। ভারতের ইসলাম যুগের বিশেষ করে মোঘল শিল্পকে তাঁর তুলিতে স্থান দিয়েছেন। একেবারে সেই সব চিত্রকলা নতুন আঙ্গীকে প্রকাশিত হয়েছিল। ধ্রুপদী সঙ্গীতে, নৃত্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু তাঁকে পাগলা বলে উল্লেখ করলেও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও সময়ে রাগ করেননি। উপরন্তু তিনি খুশি হতেন। বাড়ির কাকা জ্যেঠাদের আদর পেয়েছেন সারা জীবন। সেই কারণ তাঁর শিল্পকলা ছিল খুশির হাওয়া। সেখানে কোনও দুখ ছিল না। যদিও সাজাহানের শেষ চিত্র অঙ্কিত করেছেন মনের গভীর দুঃখবোধ থেকে। সেটা শিল্পকে উজ্জ্বল করেছে। ভারতীয় শিল্পকলার একটি অন্যতম সেরা নির্দর্শন হয়ে থেকেছে। স্বদেশি চিন্তায় মধ্যে দিয়ে যেমন তিনি শিল্পকলা চিত্রায়িত করেছেন, পাশাপাশি মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পকলার রীতি এসে ধরা পড়েছে তাঁর তুলিতে একেবারে আধুনিক হয়ে। এই ধরনের শিল্পীর হাতে গিয়ে পড়লেন নন্দলাল বোস। দেশগাঁয়ের ছেলে ছিলেন

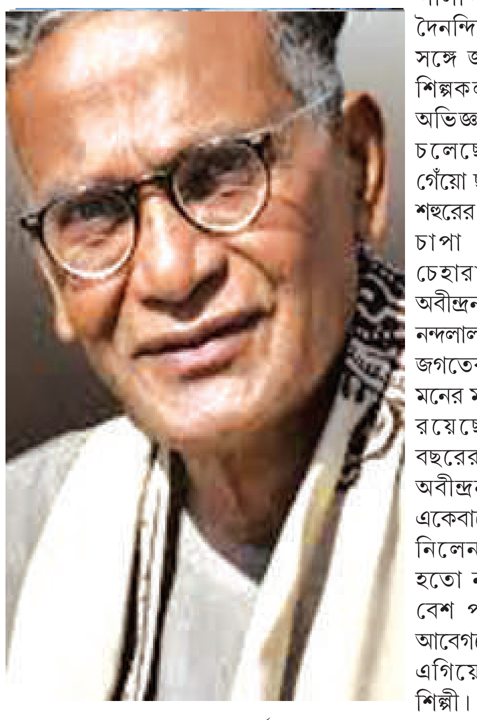

নন্দলাল। নন্দলালের বাবা পূর্ণচন্দ্র ওভারশিয়ার পড়ে মুঙ্গের জেলার খড়গপুরে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে দ্বারভাঙ্গা এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় এসে এন্ট্রাস পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে বিশে, সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর মা ক্ষেত্রমণি প্রভাব নন্দলালের জীবনে এসে পড়েছিল। ছোট বয়স থেকে আঁকা-গড়ার ।কজের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনের টান ছিল শিল্পকলার দিকে। পরিবারের কেউই নন্দলালের সেই দিকের কথাটা নজরে আনেননি। ফলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে মন টানতো না। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্যবিদ্যায় ভর্তি হন। পাশাপাশি আর্ট স্কুলে পিসতুতো ভাই অতুল মিত্রের কাছে তালিম নিতে থাকেন। জীবন যখন একটা বাঁকের মুখে এসে দঁড়িয়ে পড়েছে তখন তিনি অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রবাসী পত্রিকায় অবীন্দ্রনাথ টাকুরের 'বজ্র মুকুট ও পদ্মাবতী', বুদ্ধ ও সুজাতা' ছবিগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এত কঠিন ঘটনাকে কীভাবে তুলিতের মাধ্যমে অতি সহজেই প্রকাশ করেছিলেন শিল্পী অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা চিন্তা করতে গিয়ে মনটা একেবারে চঞ্চল হয়ে গেল নন্দলাল বোসের। তিনি এবারে পথ খুঁজে পেলেন। খুঁজে পেলেন একজন গুরুকে যাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা যেতে পারে। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এলেন ১৯০৫ সালে। শিল্পী নন্দলাল বোস তখন শক্তসামর্থ যুবক। বিহার বাংলা প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের অবিচিত্র অনজিভাত জীবনযাত্রা এবং পালাপার্বন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়ানো নানান শিল্পকলায় পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা বহন করে চলেছেন নন্দলাল। গেঁয়ো ছাঁচটা একেবারে শহুরের পালিশের মধ্যে চাপা পড়ে যায়নি। চেহারা এবং চরিত্রে অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বোস দুই ভিন জগতের মানুষ হলেও মনের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। মাত্র ২৩ বছরের যুবককে গুরু অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে আপন করে নিলেন। দেখে মনে হতো না তারা বয়সে বেশ পার্থক্য। মনের আবেগকে সমানে রেখে এগিয়ে গেলেন দুই শিল্পী। একজন পৌঢ় এবং এর একজন তরতাজা যুবক। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছে। সারা বাংলা একোবরে উত্তাল। লর্ড কার্জন কুশপুতল রাস্তায় রাস্তায় পোড়ানো হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান রচনা করে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করতে শুরু করেছেন। দেশ জুড়ে যখন বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন নন্দলাল অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে বসে শিল্পকলা রপ্ত করতে শুরু করলেন। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের হাতে আধুনিক ভারতীয় শিল্প কলার সঙ্কটকে কাটিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। সেই সময়ে গুরুঃ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিষ্য নন্দলালবোস শিল্প চর্চা করতে শুরু করলেন। আধুনিক শিল্পকে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন গুরুঃ শিষ্য মিলে। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাত ধরে শিষ্য নন্দলাল বোসকে কিছুই শেখাননি। সেভাবে শেখানোর কোনও নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিষ্য নন্দলালকে এবকবার বলেছিলেন, 'তোমরা শিল্পী হয়ে এসো, তবই তো আমি তোমাদের সহায়তা করতে পারবো। তোমরাই তো ফুলের গাছ- আমি তো কেবল মালি।' হাত ধরে না শেখালেও শিষ্য নন্দলাল বোস গুরুর ড্রয়িংয়ের কাজ পাকা করে নিয়ে ছিলেন গুরু অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বসে থেকে। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক মেজাজ কিন্তু ধরা পড়ে নন্দলাল বোসের ছবিতেও। অবীন্দ্রনাথের অন্তরের টান ছিল মোঘল মিনিয়েচারে। মুঘলসিদ্ধ বলতেন তিনি নিজেকে। ভারতীয় শিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল সম্রাট আকবরের সময় থেকে। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় রীতিকে গ্রহণ করে এমনভাবে মোঘল চিত্র অঙ্কিত করতে শুরু করলেন যাকে আমরা ভারতীয় শিল্পকলার একটি নিজস্ব ঘরানা বলে স্বীকৃতি দিতে পারি। বহু শিল্পীরা অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকলাকে অবীন্দ্রনাথ ঘরানা বসে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। শিষ্য নন্দলাল বোস কোনও সময়ে গুরুঃর পদাক্ষ অনুসরণ করেননি। তিনি শিল্প কলা রচনা থেকে অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে বেশ দূরে অবস্থান করতেন। তিনি মনে করতেন অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। সৃজনশীল সৃষ্টিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন নন্দলাল বোস।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত নন্দলাল বোস উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য চিত্রকলায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করেন। নিজের হাতে স্কেচ করে মূল প্রকল্প এবং তার রূপায়ণ পদ্ধতির মর্ম আয়ত্ত করে নিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মানুষজনের চেহারা, সাজসজ্জা, তাদের জীবনযাত্রার ছাঁদ, ঘরবাড়ি আসবাবপত্র বিশিষ্টতাগুলিকে খুঁটিয়ে স্কেচ করতেন। তাঁর স্কেচ শিল্প থেকে বাদ পড়েনি শান্তি নিকেতনের আশপাশের গ্রামীন পরিবেশের আবহাওয়া। সব কিছুই ধরা পড়েছে নন্দলালের পেন্সিলে এবং তুলিতে। ১৯১০ সালে নন্দলালের ওয়াশের কাজে ক্রমেই নান্দনিক দৃষ্টি পরিবর্তন দেখতে পাওয়া গেল। 'জতু গৃহদাহ', 'হিমালয়ে শিব', 'অন্নপূর্ণা ও শিব'- থেকে পরের কাজগুলিতে তাঁর নিজত্ব শৈলী দ্রুত পরিণত হতে থাকে। অবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র নন্দলাল বোসই গুরুর ছায়াতে দ্রুত পেরিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বদেশী গায়ক অতুল প্রসাদ সেন

অনিকেত নস্কর

সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার এবং সুগায়ক। অতুলপ্রসাদ সেন (জন্মঃ- ২০ অক্টোবর, ১৮৭১ - মৃত্যুঃ- ২৬

আগস্ট, ১৯৩৪)। বাংলায় প্রথম গজল রচনা করার কৃতিত্ব তাঁর। গীতিপুঞ্জ (১৯৩১) গ্রন্থে তাঁর সমুদয় গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণে (১৯৫৭) অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান প্রকাশিত হয়। কয়েকটি বিখ্যাত গান হল 'মিছে তুই ভাবিস মন', 'সবারে বাস রে ভালো', 'বঁধুয়া, নিঁদ নাহি আঁখিপাতে', 'একা মোর গানের তরী', ‘'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'ক্রন্দসী পথচারিণী' ইত্যাদি। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী', 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর'। তাঁর 'মোদের গরব, মোদের আশা' গানটি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অতুল প্রসাদের গানগুলি দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ নামে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অতুলপ্রসাদী গান নামে পরিচিত এই ধারার একজন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী হলেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। অতুল প্রসাদের মামাতো বোন সাহানা দেবীর সম্পাদনায় ৭১টি গান স্বরলিপিসহ কাকলি (১৯৩০) নামে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গানগুলিও গীতি পুঞ্জ এবং কয়েকটি গান নামে দুটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের দিকে কলকাতা থেকে প্রথম অতুল প্রসাদের গানের রেকর্ড বের হয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্রোপাধ্যায়ের কন্ঠে।

জন্ম - তাঁদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রম পুরের মগর গ্রামে। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে অতুল প্রসাদ ভগবদ্ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও ভক্তি গীতিরচয়িতা মাতামহ কালী নারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। পরবর্তীকালে মাতামহের এসব গুণ তাঁর মাঝেও সঞ্চালিত হয়। এরপর তাঁর দাদা মশায় কালীনারায়ণ গুপ্ত তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদামশায়ের নিকটই সংগীত ও ভক্তিমূলক গানে তাঁর হাতেখড়ি। অতুল প্রসাদ ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পাশের পর কিছুদিন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে লন্ডনে গিয়ে আইন শিক্ষা করেন। আইন পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯৪ সালে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন এবং কলকাতা ও রংপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে লক্ষ্ণৌতে চলে যান। সেখানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং আউধ বার এ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলরের সভাপতি নির্বাচিত হন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। লক্ষ্ণৌতে তিনি যেখানে বাস করতেন তার জীবনকালেই তার নামে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হয়। তার উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ তিনি স্থানীয় জন সাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। তার বাড়ী এবং গ্রন্থস্বত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্যে ও সংগীতের এক অতি পরিচিত নাম অতুল প্রসাদ সেন। ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অতুল প্রসাদ আইন ব্যবসা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁর বাংলোতে প্রায় প্রতি সন্ধায়ই গানের আসর বসতো। আর সেই আসরে গান শোনাতে আসতেন আহম্মদ খলিফ খাঁ, বরকৎ আলী খাঁ এবং আব্দুল করিমের মতো বিখ্যাত ওস্তাদগণ। ভালো সঙ্গীতের আসর পেলে তিনি আদালত ও মক্কেলদের কথাও ভুলে যেতেন। অতুল প্রসাদ অধিকাংশ গান লক্ষ্ণৌতেই রচনা করেন।

পরবর্তীকালে যেসব শিল্পী তাঁর গান গেয়েছেন তাঁরা সুর-তালের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করায় তা নিয়ে সর্বমহলে বির্তকের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে অতুল প্রসাদই প্রথম ঠুংরির চাল সংযোজন করেন। এছাড়া রাগ প্রধান ঢঙ্গে বাংলা গান রচনা তাঁর থেকেই শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলায় ঠুংরি গীতিধারার প্রথম প্রচলন করেন লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। অতুল প্রসাদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বাংলা গানের সুর-তালের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেই হিন্দুস্তানি রীতির প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় তিনি উত্তর ভারতে কাটান। ওখানকার সাঙ্গীতিক পরিমন্ডলের যুক্ত হন।

১১০ বছরে পাণ্ডুকা'র দুর্গা পুজো

পাণ্ডুকার সাবেকি দুর্গা পুজোয় মন্দিরের কুল পুরোহিত, পুজারি ও পরিচারক। এ বছর এই পুজো ১১০ বছরে পদার্পণ করলো। গত শুক্রবার পত্রিকায় ভুলক্রমে ১০৯ বছর ছাপা হয়েছিল। তার জন্য দুঃখিত।

ভারতের গর্ব নোবেল জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী সুব্রহ্মানিয়ান চন্দ্রশেখর

অভিজিৎ ব্যানার্জি

চন্দ্রশেখর নিজের জন্মতারিখ বলতেন 'নাইন্টিন টেন নাইন্টিন টেন' অর্থাৎ উনিশ দশ উনিশ শ' দশ। ১৯১০ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে (বর্তমানে পাকিস্তান) জন্ম চন্দ্র শেখরের। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রাহ্মনিয়ান ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কাকা ভেঙ্কটরামনও (নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি ভি রামন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার আগপর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। ১৯১০ সালে চন্দ্রশেখরের জন্মের সময় সুব্রাহ্মনিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি অডিটর-জেনারেল হিসেবে লাহোরে কর্মরত ছিলেন। বদলির চাকরির কারণে কয়েক বছর পর পর তাঁদের বাসস্থান বদলে যেতো। ফলে চন্দ্রশেখরের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়িতেই। এগারো বছর

বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবা ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করেছে চন্দ্রশেখর। ইচ্ছে মতো গণিত ও ইংরেজির পাঠ নিয়েছে। চন্দ্রশেখরের ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। চৌদ্দ বছরে স্কুল সার্টিফিকেট পাস করে চন্দ্রশেখর ভর্তি হলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে ডিস্টিংশানসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলেন চন্দ্রশেখর। পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএসসিতে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিরিজ বক্তৃতা দিয়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন আর্নল্ড সামারফেল্ড। এত বড় একজন পদার্থবিজ্ঞানীর লেকচার শুনতে পারবেন ভেবে চন্দ্রশেখর ভীষণ উত্তেজিত। তিনি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন সামারফেল্ডের বিখ্যাত বই 'অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পেকট্রা লাইন্স।' শুধু পড়া নয় - বইতে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধানও করে ফেলেছেন নিজে নিজে।

সামারফেল্ডের বক্তৃতার পরের দিন আত্মবিশ্বাসী তরুণ চন্দ্রশেখর হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন সামারফেল্ডের সাথে। চন্দ্র শেখরের আগ্রহ আর এত কম বয়সেই পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত জটিল ধারণাগুলো আয়ত্ব করে ফেলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন সামারফেল্ড। কিন্তু তিনি যখন বললেন তাঁর 'অ্যাটমিক স্ট্রাকচার' বইতে বর্ণিত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তত্ত্বগুলো ইতিমধ্যেই পুরনো হয়ে গেছে - স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর। সামারফেল্ড অনেকক্ষণ ধরে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাম্প্রতিক আবিস্কারের কথা বললেন চন্দ্র শেখরকে। বললেন শ্রোডিংগার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক ও পাউলির নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা। চন্দ্রশেখর ম্যাক্স ওয়েল-বোল্টজম্যান এর ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স আত্মস্থ করেছেন ইতোমধ্যে। কিন্তু সামারফেল্ড জানালেন ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যান তত্ত্বেও পরিবর্তন আসছে। সামারফেল্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আলোকে ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কিত তাঁর প্রকাশিতব্য একটা গবেষণাপত্রের প্রুফ পড়তে দিলেন চন্দ্রশেখরকে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্বের ওপর প্রথম পেপারটি পড়ে ফেললেন চন্দ্রশেখর প্রকাশিত হবার আগেই। সামারফেল্ডের সাথে সাক্ষাতের পর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯২৮ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্সে প্রকাশিত হল চন্দ্রশেখরের প্রথম গবেষণাপত্র 'থার্মোডায়নামিক্স অব দি কম্পটন ইফেক্ট উইথ রেফারেন্স টু দি স্টার্স।' তারপর সামারফেল্ডের সাথে আলোচনা ও তাঁর ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স এর পেপারটির ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি রচনা করেন চন্দ্রশেখর। 'দি কম্পটন স্ক্যাটারিং অ্যান্ড দি নিউ স্ট্যাটিস্টিক্স' শিরোনামের পেপারটির বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে চন্দ্রশেখর ভাবলেন পেপারটি রয়েল সোসাইটির প্রসিডিংস এ প্রকাশ করবেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটির কোন ফেলোর সুপারিশ ছাড়া রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য কোন গবেষণাপত্র বিবেচিত হয় না। চন্দ্রশেখর চাইলেই তাঁর কাকা ভেঙ্কট রামনের মাধ্যমে পেপারটি রয়েল সোসাইটিতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তিনি চাননি ব্যক্তিগত পরিচিতি কাজে লাগাতে। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন আসা সায়েন্টিফিক জার্নাল খুঁজে দেখলেন রয়েল সোসাইটির ফেলো রাল্‌ফ ফাওলার ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স কাজে লাগিয়ে শ্বেত-বামনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রশেখর জার্নাল থেকে ঠিকানা নিয়ে রাল্‌ফ ফাওলারের কাছে তাঁর পেপারটি পাঠিয়ে দিলেন। ফাওলার এত উঁচুমানের পেপার পেয়ে খুশি হয়েই রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯২৯ সালে রয়েল সোসাইটির প্রসিডিংস এ প্রকাশিত হল চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গবেষণাপত্র। ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পাস করার আগেই চন্দ্রশেখরের আরো দুটো পেপার প্রকাশিত হয় ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পড়তে পারেন ব্লগ থেকে।

হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরের দুর্গা পুজো

চিত্তজিৎ দত্ত

সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদ হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী;ঘোষ জমিদার বাড়ি। জীর্ণ দেওয়াল, খসে পড়া পলেস্তারা আর নীরব অন্দরমহলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে প্রায় তিনশো বছরের ইতিহাস, এক রহস্যময় কিংবদন্তি এবং সম্প্রীতির এক অনন্য উপাখ্যান।

লোকমুখে প্রচলিত আছে, একসময় বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এই গ্রাম। সেই সময় জমিদার গদাধর ঘোষ দেবী মহামায়ার স্বপ্নাদেশ পান। এরপরই ঘোষ পরিবারে শুরু হয় দুর্গাপুজো। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, সেই পুজোর সূচনার পর থেকেই রামেশ্বরপুর যেন দুর্যোগের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। পরিবারের আদি পুরুষ গদাধর ঘোষ ছিলেন হাসনাবাদ ও অধুনা বাংলা দেশের সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরিরা রামেশ্বরপুরে গড়ে তোলেন একাধিক জমিদার বাড়ি। তবে তাঁদের পরিচয় কেবল জমিদারি বৈভবে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৩৭ সালে পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪১ সালে রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এলাকার উন্নয়ন ও নারীশিক্ষার প্রসারেও এই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরিবারের সন্তান চিকিৎসক প্রতাপ ঘোষও নিজেকে উৎসর্গ করে ছিলেন গ্রামবাসীর সেবায়। এই বাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব তার নিজস্ব আচার ও ঐতিহ্যে। মহালয়ায় পুজোর প্রস্তুতি। শ্রাবণের প্রথম বৃষ্টির জলের সঙ্গে গঙ্গা জল মিশিয়ে ঘটপুজো হয়।

কালনায় বিসর্জনে তলিয়ে যুবক, উত্তেজনার জেরে ভাঙচুর ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের অফিসে! ঘাট বন্ধের ঘোষণা

প্রসেনজিত দেবনাথ, কালনা, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেলেন এক যুবক। আর

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালনা ফেরিঘাট চত্বর। গতকাল রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ঘটনার জেরে ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, দোষীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত ফেরিঘাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। এর ফলে শুক্রবার সকাল থেকেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন ফেরিঘাটের উপর নির্ভরশীল যাত্রীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে কালনা ফেরিঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন চলাকালীন ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যান সুরজিত অধিকারী নামে এক যুবক। তাঁর বাড়ি কালনার শ্যামসুন্দর পাড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেরিঘাট চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। যতক্ষণ না অভিযুক্তরা ধরা পড়ছেন, ততক্ষণ ফেরিঘাট বন্ধ রাখা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে ফেরিঘাট বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য এই ফেরিঘাটের উপর নির্ভর করেন বহু মানুষ। কর্মসূত্রে যাতায়াতকারী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী- সকলকেই ঘাট বন্ধ থাকায় বিকল্প পথের সন্ধান করতে হয়। ফলে যাতায়াতে সময় ও দুর্ভোগ দুটোই বেড়েছে। ফেরিঘাট কবে থেকে পুনরায় চালু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। অন্যদিকে, ঘটনার পর ফেরিঘাট এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে প্রশাসন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘাট চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেদিকেও নজর রাখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেরিঘাটে ভাঙচুর এবং পরবর্তী সময়ে ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। একদিকে নিখোঁজ যুবককে ঘিরে উদ্বেগ, অন্যদিকে ফেরিঘাট বন্ধ থাকায় নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ-সব মিলিয়ে কালনা ফেরিঘাট এলাকায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ। এখন সকলের নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং কবে ফেরিঘাটে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

সৌদি আরবে বর্তমানে জেল বন্দি ৫ শ্রমিককে ভারতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলেন খলিলুর রহমান

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম এবং নবগ্রাম থানা এলাকা থেকে সৌদি আরবে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে জেল বন্দি ৫ শ্রমিককে ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এবার উদ্যোগী হলেন তৃণমূল ত্যাগী জঙ্গিপুরের এনসিপিআই সাংসদ খলিলুর রহমান। সাংসদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই জেড্ডায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে জঙ্গিপুরের সাংসদকে জানানো হয়েছে খুব দ্রুত যাবতীয় নথি পরীক্ষা এবং অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে ভারতীয় শ্রমিকদেরকে দেশে পাঠানোর বিষয়ে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সাংসদ খলিলুর রহমান জানান, গত কয়েক বছর আগে আমার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খড়গ্রাম এবং নবগ্রাম বিধানসভার কেন্দ্রের পাঁচ বাসিন্দা শামীন শেখ, ওয়াজিদুর রহমান, রাশিদুল সেখ, সেম্পুল শেখ এবং নেকবর শেখ সৌদি আরবের বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন ঠিকাদারের অধীনে এই পাঁচজন কাজ করতেন। তিনি জানান, আমি জানতে পেরেছি এই পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের পাসপোর্ট এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে বা অজ্ঞানতার কারণে সৌদি আরবে থেকে গিয়েছিলেন। সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার পর তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের ৫ শ্রমিক জেড্ডা শহরের কাছে 'সফর জেলে' বন্দী হয়ে রয়েছেন। সূত্রের খবর, সৌদি জেলে বন্দি এই ৫- ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ নেই। কেবলমাত্র আর্থিক সঙ্গতি না থাকার দরুন তাঁরা দিনের পর দিন জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। গোটা বিষয়টি জানার পরে সৌদি জেল থেকে ভারতীয় শ্রমিকদের মুক্ত করতে তৎপর হয়েছেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, সম্প্রতি আমি জানতে পারি ওই পাঁচ শ্রমিক সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় ঠিকাদারের অধীনে বিভিন্ন নির্মাণস্থলে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁদের নথিপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বেআইনিভাবে বা অজ্ঞানতার কারণে সৌদি আরবে থেকে গিয়েছিল। এই কারণেই তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে জেলবন্দী রয়েছেন। বিষয়টি জানার পরই আমি ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক এবং সৌদি আরবে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করি। সাংসদ জানান, জেড্ডায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে গতকাল আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই তারা গোটা বিষয়টি সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাছে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তারা বিষয়টি সৌদির জেল কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যর্পণ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভারতে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় নথি ইস্যু করা হবে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। সাংসদের দাবি, যতদিন না এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন দূতাবাসের তরফ থেকে ভারতীয় বন্দীদেরকে প্রয়োজনীয় 'কাউন্সিলর' সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এরপরই তাঁদের দ্রুত ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আসলাম আহমেদ পিতা- কাল্লু সাং- দক্ষিন সাঁকরাইল (মিল লাইন), পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৩। ইমরোজ নাওয়াজ মোল্লা পিতা-বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, সাং+ পোষ্ট+ থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০ ১৩৩২ / ২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা-সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৯৯ এল.আর. দাগ নং ১৮৩৫ এ অবস্থিত ৪.৩৩১৩ শতক জমি ০৫০৩০৫২১৫ / ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judges' Court

১ নভেম্বর থেকে জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য দরজা খুলছে ওড়িশার সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভ

ওড়িশা, ২৩ অক্টোবর ঃ এবার জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য দরজা খুলছে ওড়িশার সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভ। গত চার মাস বর্ষার জন্য বন্ধ থাকার পর আগামী ১ নভেম্বর থেকে ফের পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ময়ূরভঞ্জের এই বিখ্যাত জঙ্গল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গোপন আস্তানা থেকে শুরু করে বিশ্বের একমাত্র দুর্লভ কালো বাঘ-সব মিলিয়ে রোমাঞ্চের খোঁজে ব্যাকুল মনগুলোর জন্য এ এক দারুণ সুখবর। তবে জঙ্গল মানেই অবাধ স্বাধীনতা নয়, এবার কড়া নিয়ম আর অনুশাসনের চাদরে মোড়া থাকবে এই অরণ্যভ্রমণ। বন দফতর সূত্রে খবর, ভিড় সামলাতে এবং পরিবেশ বাঁচাতে এবার প্রতিদিন মাত্র ৬০টি গাড়ির এন্ট্রি মিলবে। পিথাবটা, গুডুগুড়িয়া, জামুয়ানি কিংবা তালাবান্ধা-যে গেট দিয়েই ঢুকুন না কেন, সঙ্গে থাকা গাইডই আপনার পথপ্রদর্শক। জশিপুর গেট দিয়ে ঢুকতে হবে সকাল পাঁচটা থেকে নটার মধ্যে, আর পিথাবটার সময়সীমা সকাল আটটা থেকে নটা। জশিপুর বা বারেহিপানির জলপ্রপাত দেখে বিকেল চারটের মধ্যে ওই এলাকা ছাড়া বাধ্যতামূলক। দিনশেষে সূর্য ডোবার আগেই, অর্থাৎ সন্ধে ছটার মধ্যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে সব পর্যটককে। সামান্য নিয়মভঙ্গের বালাই নেই, কড়া নজরদারি থাকছে প্রশাসনের। প্রায় সাতাশশো বর্গকিলোমিটারের এই সুবিশাল অরণ্যে শুধু বাঘ নয়, দেখা মিলবে হাতি, চিতাবাঘ, গৌর থেকে শুরু করে বিরল প্রজাতির নানা পাখির। রাত কাটানোর জন্য কুমারী বা গুডুগুড়িয়ার ইকো-কটেজগুলোও সেজে উঠেছে নতুন রূপে। তাহলে আর দেরি কেন? ব্যাগে ক্যামেরা আর পিঠে থলে নিয়ে চটপট গুছিয়ে নিন উইকএন্ডের প্ল্যান। **কীভাবে যাবেন?** ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় অবস্থিত সিমলিপাল পৌঁছানোর প্রধান গেট বা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি হল জশিপুর এবং বারিপদা। ট্রেনেঃ সবচেয়ে কাছের রেলওয়ে স্টেশন হল বালেশ্বর। হাওড়া বা কলকাতা থেকে ট্রেনে বালেশ্বর বা টাটানগর পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে ক্যাব বা বাসে জশিপুর বা বারিপদা যাওয়া যায়। সড়কপথেঃ কলকাতা থেকে এনএইচ ১৬ ধরে ওড়িশার দিকে গিয়ে সহজেই সড়কপথে জশিপুর বা বারিপদার পিথাবটা চেক গেটে পৌঁছানো সম্ভব। **কোন সময় যাবেন?** বর্ষার চার মাস বন্ধ থাকার পর প্রতি বছর ১ নভেম্বর থেকে এই অভয়ারণ্য পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। শীতকাল (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) সিমলিপাল ভ্রমণের সেরা সময়। এই সময়ে আবহাওয়া মনোরম থাকে এবং জঙ্গল ও জলপ্রপাতগুলি ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। প্রবেশ এবং সাফারির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলতে হবে (যেমন- সকালের শিফট শুরু হয় ভোর ৫.৩০ টায় এবং বিকালের শিফট দুপুর ২টায়)।

চুরির অভিযোগ আন্ত ঃরাজ্য চক্রের বিরুদ্ধে, বাঁকুড়ায় ১৩ জনকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর আনন্দে যখন শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছিল, তখন সেই ভিড়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে

চুরির অভিযোগ উঠল একটি আন্ত ঃরাজ্য চক্রের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৯ জন মহিলা এবং চার জন পুরুষ। বৃহস্পতিবার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি লজে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পুজোর মরশুমে শহরের একাধিক মণ্ডপে মূল্যবান সামগ্রী খোওয়া যাওয়ার অভিযোগ সামনে আসার পর পুলিশের এই পদক্ষেপ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুজোর দিনগুলিতে বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন দুর্গাপুজো মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে আসা দর্শনার্থীদের সোনার গয়না-সহ মূল্যবান সামগ্রী চুরির অভিযোগ উঠেছিল ওই দলের বিরুদ্ধে। নতুনচটি সর্বজনীন এবং মধ্য কেন্দুয়াডিহি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে গিয়ে দুই মহিলার গলার সোনার হার খোওয়া যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বাঁকুড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুজোর ভিড়ের মধ্যে কীভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন সূত্র ধরে অনুসন্ধান শুরু করেন তদন্তকারীরা। তদন্তে নেমে গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড এলাকার কাছে একটি বেসরকারি লজের সন্ধান পান পুলিশকর্মীরা। সেখানে অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার বাসিন্দারা রয়েছেন। ভিনরাজ্যের এই ব্যক্তিরা বাঁকুড়ায় এসে লজ ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন বলে জানা গেছে। শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে ঘটে যাওয়া চুরির অভিযোগের সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই দলের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছেন কি না, তাও জানার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাঁদের আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে। পুজোর মতো উৎসবের মরশুমে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে এমন অভিযোগ সামনে আসায় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে বড় বড় মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সময় সোনার গয়না, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিজেদের হেফাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তা ফের সামনে এসেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আতশবাজির প্রদর্শনী ঘিরে উৎসবের আমেজ

দীর্ঘ সাত বছর পর সমুদ্রগড়ে ফিরল দশমীর রাতে ঐতিহ্যবাহী বাজি পোড়ানোর রীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ সাত বছর পর ফের পুরনো ঐতিহ্যে ফিরল সমুদ্রগড়। বিজয়া দশমীর রাতে আতশবাজির ঝলকানি, রংবেরঙের তুবড়ি, ফুলঝুরি এবং নজরকাড়া বাজির প্রদর্শনীতে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল সমুদ্রগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঐতিহ্যবাহী এই বাজি পোড়ানোর রীতি ফিরে আসায় খুশি পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। দশমীর রাতে রাস্তার দু'পাশে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে এ যেন সমুদ্রগড়ের দুর্গোৎসবের আনন্দে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের পর থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ এবং প্রশাসনিক অনুমতির সমস্যার কারণে দশমীর রাতে এই বাজি পোড়ানোর ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে একসঙ্গে বহু মানুষের জমায়েত, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘদিনের এই প্রথা। পরবর্তী সময়েও রাস্তা বন্ধ করে বাজি পোড়ানোর অনুমতি না মেলায় আর পুরনো রীতিতে ফেরা সম্ভব হয়নি। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে দশমীর রাতে সমুদ্রগড়ের যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন এলাকাবাসী। তবে ২০২৬ সালে ফের এই ঐতিহ্য ফিরে আসায় উৎসবের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। গতকাল বিজয়া দশমীর রাতে সমুদ্রগড়ের বিভিন্ন এলাকায় একে একে শুরু হয় আতশবাজির প্রদর্শনী। জানা গেছে, প্রায় ৩৩টি পুজো কমিটি নিজেদের প্রতিমা এবং বিভিন্ন ধরনের আতশবাজি নিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রতিটি এলাকায় ছিল নিজস্ব আয়োজন। কোথাও দেখা যায় কদম গাছের আদলে তৈরি বাজির প্রদর্শনী, কোথাও আবার রংবেরঙের তুবড়ি, ফুলঝুরি এবং নানা ধরনের আধুনিক আতশবাজির ঝলকানি। আকাশজুড়ে আলোর খেলা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমান বহু মানুষ। শুধু বাজির প্রদর্শনীই নয়, এই আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমুদ্রগড়ের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দশমীর রাতে প্রতিমা বিসর্জনের আবহে বিভিন্ন পুজো কমিটির নিজস্ব আয়োজন, বাজির বৈচিত্র্য এবং দর্শনার্থীদের উৎসাহ মিলিয়ে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। দীর্ঘ বিরতির পর পুরনো রীতির প্রত্যাবর্তনে প্রবীণদের মধ্যে যেমন ফিরে এসেছে স্মৃতিচারণার আবহ, তেমনই নতুন প্রজন্মের কাছেও এটি হয়ে উঠেছে এক বিশেষ আকর্ষণ। নতুনপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির তরফে বিশ্বজিত দাস জানান,

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর এ বছর ফের এই ঐতিহ্য ফিরে আসায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর কথায়, বহু বছর ধরে সমুদ্রগড়ের দশমীর রাতের এই বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ফের সেই রীতি শুরু হওয়ায় পুজো উদ্যোক্তা এবং এলাকাবাসীর মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ইটখোলা বারোয়ারি পুজো কমিটির তরফে অংশুমান ঘোষ জানান, আগেকার দিনে বিভিন্ন ধরনের তুবড়ি ও বাজি পোড়ানোর প্রচলন ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজির ধরন ও প্রদর্শনীর কৌশলে পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাজির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। তবে দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সমুদ্রগড়ে এই ঐতিহ্য ফিরে আসায় তাঁরা বিশেষভাবে খুশি। এদিকে, সমুদ্রগড়ের মোল্লার বিল এলাকার মোল্লার বিল বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটির তরফেও একাদশীর রাতে বাজি পোড়ানোর আয়োজন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার ঘোষ জানান, তাঁদের এলাকায় প্রায় ৫০ বছর ধরে বাজি পোড়ানোর ঐতিহ্য চলে আসছে। এ বছরও সেই রীতি বজায় রেখে তিনটি কদম গাছের আদলে তৈরি বাজি রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিনের এই পরম্পরা ধরে রাখতে তাঁরা প্রতিবছরই বিশেষ উদ্যোগ নেন বলে জানান তিনি।সমুদ্রগড়ের এই ঐতিহ্যবাহী বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান শুধু আলোর প্রদর্শনী নয়, বরং এলাকার মানুষের আবেগ, স্মৃতি এবং সামাজিক মিলনমেলারও অংশ। দীর্ঘ বিরতির পর দশমীর রাতে সেই পরিচিত দৃশ্য ফিরে আসায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া এলাকাজুড়ে। পুরনো রীতির সঙ্গে আধুনিক আতশবাজির মেলবন্ধনে এ বছর সমুদ্রগড়ের বিজয়া দশমী হয়ে উঠল আরও স্মরণীয়। একাদশীর রাতেও মোল্লার বিল এলাকায় বাজির প্রদর্শনী ঘিরে উৎসাহ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।তবে এই ধরনের বড় আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমতি, নির্ধারিত নিরাপত্তাবিধি এবং জনসাধারণের সুরক্ষা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্য ও উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সেই বিষয়গুলির দিকেও নজর রেখে আগামী দিনেও সমুদ্রগড়ের এই পুরনো রীতি এগিয়ে চলুক, এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

মৃত্যু এক শ্রমিকের

নয়ডা, ২৩ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগরের সেক্টর ১১৩ থানার অন্তর্গত সেক্টর ১১৫-র একটি নির্মীয়মান বহুতলে। ওই নির্মীয়মান বহুতলের ১২ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের । এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা জাভেদ (২৫)। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় শ্রমিকের পরিবার ও শ্রমিকের সহকর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় ।

পুরুলিয়ায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাঃ নিহত প্রবীণ ঝুমুর শিল্পী, আহত ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৩ অক্টোবর ঃ টামনা-বেগুনকোদর রাজ্য সড়কে গতকাল গভীর রাতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী ভোলানাথ মাহাতোর গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় দলের এক প্রবীণ শিল্পী প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে বোলেরো গাড়িটিতে ওস্তাদ ভোলানাথ মাহাতো-সহ মোট ৬ জন মহিলা ও ৬ জন পুরুষ শিল্পী ছিলেন। গভীর রাতে সোনাবন ও লক্ষ্মণপুর মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছানোর পর গাড়িটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই বা চিকিৎসাধীন অবস্থায় দলের প্রবীণ শিল্পী দেবপ্রসাদ মাহাত (৫৫) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বাড়ি আড়শা থানার হেটজাড়ি গ্রামে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন আরও ১২ জন শিল্পী। দুর্ঘটনার পর দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে আজ শুক্রবার সকালে সদর হাসপাতালে আহত শিল্পীদের দেখতে যান আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিত প্রসাদ মাহাতো এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

মন্দারমণিতে সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে গেলেন ৬ বন্ধু, উদ্ধার চার, নিখোঁজ দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ২৩ অক্টোবর ঃ পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই মন্দারমণির সমুদ্রে ফের দুর্ঘটনা। সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে গেলেন ছয় বন্ধু। তাঁদের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বাকি দু'জন। নিখোঁজদের সন্ধানে মন্দারমণি কোস্টাল থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। উদ্ধার হওয়া চারজন সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার ডোমজুড় থেকে ছয় বন্ধু বুধবার মন্দারমণিতে বেড়াতে আসেন। সেখানে একটি হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ছয় বন্ধু মিলে সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। সেই সময় আচমকাই তাঁরা জলের টানে তলিয়ে যেতে শুরু করেন। ছয়জনকে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন সমুদ্রসৈকতে কর্মরত নুলিয়ারা। তাঁদের তৎপরতায় চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে বাকি দু'জনকে উদ্ধার করা যায়নি। জলের প্রবল টানে তাঁরা সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মন্দারমণি কোস্টাল থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ দু'জনের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্য জোরদার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুর্গাপুরের গোপালপুরে এসার অয়েলের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, পুড়ল বিপুল পরিমাণ পলিমার ও কাঠগুঁড়ো

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুরের গোপালপুরে এসার অয়েলের ওয়্যারহাউসের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই গোডাউনে আগুন লাগে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ফাইন পলিমার ও কাঠগুঁড়ো মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানাগড় ও দুর্গাপুর ফায়ার স্টেশনের দমকলের ইঞ্জিন। আগুনের ভয়াবহতা বিবেচনা করে শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ। সারারাত ধরে চলে দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টা। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও সম্পূর্ণভাবে আগুন নেভানো যায়নি। আগুনের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণভাবে নেভানোর জন্য এখনও ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পানাগড় ফায়ার স্টেশনের দুটি দমকলের ইঞ্জিন। গোডাউনে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণ ফাইন পলিমার ও কাঠগুঁড়ো আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পানাগড় ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার বিশ্বজিত মুর্মু এই খবর জানিয়েছেন। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। আগুন সম্পূর্ণ নেভানোর পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

কাটিহারে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.: সি-৫৬-১-এসসি-কেএনই। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ ১০-১১-২০২৬** তারিখে **১০:০০ টায়। দিন ঃ** ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-পিআরএনএ-টিওআই-২৩১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	পূর্ণিয়া জং. রেলওয়ে স্টেশনে
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২৩০-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	আররিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই -টিওআই-২৩২-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১০-১১-২০২৬ তারিখে **১০:৫০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তল), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়া এবং ফিজিক্যাল শেয়ারকে ডিমেটেরিয়ালাইজ (ডিমেট) করার জন্য বিশেষ সুযোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন পুনরায় জমা দেওয়ার একটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করছে। এই বিশেষ সুযোগটি ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ এক বছর-চালু থাকবে। এটি মূলত সেইসব ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট) প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য, যা ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা বা বিক্রি করা হয়েছিল। এছাড়া, যেসব ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের মূল আবেদন ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে তা ফেরত পাঠানো হয়েছিল, অনিষ্পন্ন ছিল বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল-সেই ক্ষেত্রগুলোর জন্যও এই সুযোগ প্রযোজ্য। এই বিশেষ সময়ের মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলো শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) রূপেই প্রক্রিয়া করা হবে।

যেসব সদস্য এই সুযোগটি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা মূল শেয়ার সার্টিফিকেট, ট্রান্সফার ডিড (হস্তান্তর দলিল) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট , মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে জমা দেন। নথিপত্রগুলো ইমেইলের মাধ্যমে contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে, অথবা ডাকযোগে কিংবা সরাসরি ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১-এই ঠিকানায় জমা দেওয়া যেতে পারে। ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য এই বিশেষ সুযোগটি কাজে লাগাতে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষরিত /-
নাম্রতা সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A40824

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪ অক্টোবর ২০২৬

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিএসকে/ইএনজিজি/৫৯ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ১৬-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম নং ঃ ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/তিনসুকিয়া-এর এখতিয়ারের অধীনে ৫২ কেজি/৬০ কেজি/৬০ইআই-আর২৬০-এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্শন প্রস্তুত ও সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৮,০৩,১৪৭/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৯৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৯-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৬:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা** পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ SCL-Engg-73-2026; তারিখঃ 16.10.2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/ইম্ফল-এর অধীনে সেকশন অপারেশনের অপারেশনাল সহায়তা ও নিরাপত্তার জন্য ভাংগাইচুংপাও (ভিএনজিপি) এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড-এর ক্যাম্পিং সুবিধার ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৮,৭৪,৮৪৫.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৩,৯৭,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০২-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং,
উ. পূ. সীমান্ত রেলওয়ে, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এলসি গেট-এর ইন্টারলকিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **N-2026-27-TSK-NIT-11, তারিখঃ 17-10-2026।** নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র. নং.১। ই-টেন্ডার নং.ঃ N-2026-27-TSK-T-11। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের ৪টি এলসি গেট যেমন এফএম/৪৯, এফএম/৬৮, এফএম/৭৮ ও এফএম/৭৯-এর ইন্টারলকিং এবং সহযোগী কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৬৬,৫২,২০৪.৬৭ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৭,৩৩,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টা পর **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নকশা, সরবরাহ, স্থাপন ও সংশোধনমূলক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ টিআরডি/এলএমজি/৩৩ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ১৬-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৭৭; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে (অরুণাচল স্টেশন) প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, লাইন পরিবর্তন এবং ৩ মিটার দীর্ঘ এফওবি সংস্থানের জন্য ২৫ কেভি ওএইচই-এর নকশা, সরবরাহ, স্থাপন ও সংশোধন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,১৪,৩১,০৭৯.৬২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৮,২৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৯-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-টিএসকে-টিওআই-০৬		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-টিএসকে-এসএলজিআর-টিওআই-১১-২৬-১ পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	শিমলুগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১১-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১১.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শ্রী বিনয় কুমার পাঠক, পিতা- রাজ দেও পাঠক, ২) শ্রীমতী সিমা পাঠক স্বামী-স্বামী- শ্রী বিনয় কুমার পাঠক, সাং- ৫২, চাঁদমারি রোড, রবীন্দ্রনগর, দক্ষিনবাড়ি, পোষ্ট- দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া- ৭১১১০৯, ১) শ্রী কাশীনাথ নস্কর পিতা- মৃত পঞ্চ চরন নস্কর, সাং- সত্যেন বোস রোড, নাজিরগঞ্জ, পোষ্ট- দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া- ৭১১১০৯, ২) শ্রীমতী শম্পা মুখার্জী পিতা- মৃত পঞ্চ চরন নস্কর, স্বামী- মাথুর মুখার্জী, সাং- অত্র বারোয়াড়ি তলা, পোষ্ট- গুটি, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলী- ৭১২৪০৮, ৩) শ্রীমতী আল্পনা নস্কর, পিতা- মৃত পঞ্চু চরন নস্কর, স্বামী- মধুসুদন নস্কর, সাং- ৩ নং দেবীর পাড়া, পোষ্ট- জগদীশপুর, থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া- ৭১১১১৪, ৪) শ্রীমতি স্বপ্না মন্ডল পিতা- মৃত পঞ্চ চরন নস্কর, স্বামী- সুশীল মন্ডল, সাং ও পোষ্ট- আশুতি, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৫) শ্রীমতি টুলটুল নস্বর, পিতা- মৃত ফটিক চন্দ্র নস্কর, স্বামী- ধ্রুবা নস্কর, সাং- মানিকপুর বেলতলা, পোষ্ট- মানিকপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৬) শ্রী সিদ্ধার্থ নস্কর পিতা- গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, সাং- নাজিরগঞ্জ, পোষ্ট- দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া- ৭১১১০৯, ৭) শ্রী পলাশ মন্ডল, পিতা- কানন মন্ডল, সাং- সত্যেন বোস রোড, নাজিরগঞ্জ, পোষ্ট- দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া- ৭১১১০৯, এর নিকট থেকে D.S.R.-I Howrah অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০১০০১৩৫ / ২০২০ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা এবং নিজ স্বয়ং কল্পনা নস্কর স্বামী- পশুপতি নস্কর, পিতা- মৃত পঞ্চু চরন নস্কর, সাং- ৩ নং দেবীর পাড়া, পোষ্ট- জগদীশপুর, থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া- ৭১১১১৪, এর নিকট হইতে শ্রী পশুপতি নস্কর, পিতা- নিতাই চন্দ্র নস্কর, সাং- ৩ নং দেবীর পাড়া, পোষ্ট- জগদীশপুর, থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া- ৭১১১১৪ D.S.R.-I Howrah অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫১৩০৮১৩৩ / ২০২১ নং দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- থানামাকুয়া, জে. এল. নং ৪০ হাল ৭১৭ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ১৬০ নং দাগে, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান ওয়ার্ড নং-৪৫, অবস্থিত ০৮ কাঠা তদুপরিস্থিত ১০০ বর্গফুট টালির ঘর যুক্ত কারখানা যাহা খরিদ করেন এবং তৎপর ০৫০১০৬৬৯১ / ২০২২ নং দলিল মূলে ৪কাঠা৪ ছটাক ৭ বর্গফুট আমার মক্কেল A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judges' Court

Utkarsh Small Finance Bank
Aapki Ummeed Ka Khaata
(A Scheduled Commercial Bank)
নিবন্ধিত অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজী সরাই, হারাহুয়া, বারাণসী, ইউপি - ২২১ ১০৫।

পাবলিক নোটিশ

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের ডানলপ শাখায় স্বর্ণঋণ হিসাবের বিপরীতে বন্ধক রাখা যে স্বর্ণালঙ্কারগুলোর ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতারা সেগুলো খালাস করেননি, সেই স্বর্ণালঙ্কারগুলো আগামী মঙ্গলবার, ২৭।১০।২০২৬ তারিখে উক্ত ব্যাংকের শাখা প্রাঙ্গণে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং.	অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক্লায়েন্টের নাম	ঋণের তারিখ	ঋণের পরিমাণ	মোট ওজন (গ্রামে)	ইএমডি
১	১৬৪৩৭৯০০ ০০০০৬০১০	শিবম ভট্টাচার্য	১৫-০৫-২০২৬	৪৮৭০০.০০	৪.৮৬	৫০০০.০০

ঠিকানাঃ ১০৯ /এ বি. টি. রোড, বরানগর (এম), বিপরীতঃ আইএসআই মেইন গেট, কলকাতা - ৭০০১০৮

যেসব আগ্রহী ব্যক্তি নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের ২৭.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টার মধ্যে নির্ধারিত ইএমডি পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে। ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই নিলাম স্থগিত, বাতিল বা স্থগিত রাখা, অথবা নিলামের শর্তাবলীতে পরিবর্তন আনার অধিকার সংরক্ষণ করে।

তারিখঃ ২৪-১০-২০২৬
স্থানঃ ডানলপ

স্বা/-
ম্যানেজার
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লি.

ঘরের পরিবেশেও আনবে অন্য রকম আমেজ

কৃত্রিম রুম ফ্রেশনারের বদলে ঘর মাতুক ফুলের সুবাসে! বারান্দায় রাখুন এই ৬ গাছ, মনও হবে সতেজ

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ঘরের গুমোট গন্ধ দূর করতে বারবার রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করেন? ঘর পরিষ্কার রাখার পরেও অনেক সময় বদ্ধ পরিবেশে অস্বস্তিকর গন্ধ থেকে যায়। সেই সমস্যা ঢাকতে কৃত্রিম সুগন্ধির বদলে বেছে নিতে পারেন কিছু সুগন্ধি ফুলের গাছ। বেলি, জুঁই থেকে গন্ধরাজ-এই ছয়টি গাছ ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাকৃতিক ফুলের সুবাস উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে। তবে মনে রাখতে হবে, ফুলের গাছ সব ধরনের দুর্গন্ধ দূর করতে পারে না। ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখাও জরুরি।

১. বেলিঃ মিষ্টি সুবাসে মন ভরাবে-

বাঙালির কাছে বেলি ফুলের পরিচয় নতুন নয়। ছোট ছোট সাদা ফুলের মিষ্টি সুবাস মন ভালো করে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে অনেক জাতের বেলি ফুলের গন্ধ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাড়ির বারান্দা কিংবা জানলার ধারে টবে বেলি গাছ রাখতে পারেন। গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত আলো, নিয়মিত জল দেওয়া এবং টবের নীচে জল বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। তবে ঘরের একেবারে অন্ধকার কোণে এই গাছ না রাখাই ভাল।

২. জুঁই ঃ ছোট ফুলে মিষ্টি গন্ধ-

জুঁই ফুলের সৌঃদর্য এবং সুবাস বাড়ির পরিবেশে এনে দিতে পারে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। ছোট সাদা ফুলে গাছ ভরে উঠলে বারান্দাও দেখতে সুন্দর লাগে। জাতভেদে জুঁইয়ের গন্ধের তীব্রতা আলাদা হতে পারে। টবে জুঁই গাছ লাগিয়ে রোদ পাওয়া বারান্দায় রাখতে পারেন। নিয়মিত

পরিচর্যা, উপযুক্ত জল এবং ভাল জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকলে গাছ সুস্থ থাকে। ফুলের সুবাস উপভোগ করতে গাছটি বসার জায়গার কাছাকাছি রাখাও যেতে পারে।

৩. রজনীগন্ধাঃ সন্ধ্যার পরিবেশে অন্য আমেজ-

রজনীগন্ধার লম্বা ফুলের দণ্ড এবং তীব্র মিষ্টি গন্ধ সহজেই নজর কাড়ে। সন্ধ্যা ও রাতের দিকে এর সুবাস বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বাড়ির বাগান কিংবা রোদ পাওয়া বারান্দায় টবে রজনীগন্ধা লাগানো যায়। গাছের জন্য পর্যাপ্ত আলো এবং জলনিকাশিযুক্ত মাটি প্রয়োজন। কাটা রজনীগন্ধার ফুলও ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ফুলদানির জল নিয়মিত বদলে দেওয়া ভাল।

৪. গোলাপঃ সৌন্দর্যের সঙ্গে সুগন্ধ-

গোলাপ মানেই শুধু সৌন্দর্য নয়, কিছু জাতের গোলাপের সুবাসও বেশ মনমাতানো। তবে সব গোলাপের গন্ধ সমান নয়। তাই গাছ কেনার সময় সুগন্ধি জাত বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। টবে গোলাপ লাগালে প্রতিদিন পর্যাপ্ত রোদ পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। মাটিতে জল জমতে দেবেন না এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁটাই করুন। ভাল পরিচর্যায় গোলাপ গাছ দীর্ঘদিন বাড়ির সৌন্দর্য বাড়াতে পারে।

৫. গন্ধরাজ ঃ পরিচিত সুবাসে ভরে উঠুক বারান্দা-

গন্ধরাজের সাদা ফুল এবং গভীর মিষ্টি সুবাস ফুলপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। গাছে ফুল ফুটলে আশপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে মনোরম গন্ধ। গন্ধরাজ গাছ উজ্জ্বল আলো পছন্দদ করে। মাটি হালকা আর্দ্র রাখা প্রয়োজন, তবে গোড়ায় জল জমতে দেওয়া চলবে না। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে টবেও এই গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

৬. মাধবীলতাঃ ফুলে ফুলে সাজুক বাড়ি-

বাড়ির গেট, বারাঃদার গ্রিল কিংবা বাগানের মাচা সাজানোর জন্য মাধবীলতা দারুণ পছন্দ হতে পারে। এই লতানো গাছে ফুল ফুটলে রং ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি মেলে মিষ্টি সুবাস। ফুলের রংও সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে। মাধবীলতা বেড়ে ওঠার জন্য অবলম্বন প্রয়োজন। পর্যাপ্ত আলো, উপযুক্ত মাটি এবং নিয়মিত পরিচর্যা পেলে গাছটি সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুলের সুবাসের পাশাপাশি জরুরি বাতাস চলাচল-

ঘরে প্রাকৃতিক সুবাস আনতে এই ছয়টি গাছের মধ্যে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন। তবে ফুলের গন্ধ কৃত্রিম সুগন্ধির তুলনায় সব সময় বেশি নিরাপদ, এমন নিশ্চয়তা নেই। তীব্র সুগন্ধে কারও কারও মাথাব্যথা, অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়তে পারে। তাই ঘরে জানলা খুলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন, গাছের মাটি ও টব পরিষ্কার রাখুন এবং অতিরিক্ত জল জমতে দেবেন না। ঘরের দুর্গন্ধের উস যদি স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল, নর্দমা কিংবা বদ্ধ বাতাস হয়, তা আগে দূর করা জরুরি। সঠিক পরিচর্যা ও উপযুক্ত পরিবেশে এই ফুলের গাছগুলি বাড়িকে করে তুলতে পারে আরও সন্দর, সজীব ও সুগন্ধময়।

সিদ্দারামাইয়ার পর এবার নিশানায় শিবকুমার! 'চশমা পরে স্টিং অপারেশনের ছক', বিস্ফোরক অভিযোগ কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কর্নাটকের রাজনীতিতে স্টিং অপারেশন বিতর্ক ঘিরে নতুন করে শোরগোল। এবার গোপনে ভিডিও রেকর্ড করার জন্য মেটা স্মার্ট চশমা ব্যবহার করে রাজনৈতিক নেতাদের উপর নজরদারি চালানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। তাঁর দাবি, এক শিল্পপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ওই বিশেষ চশমা পরেছিলেন। শুধু তিনি নন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশনের সঙ্গেও সাক্ষাতের সময.ওই ব্যক্তি একই চশমা ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ শিবকুমারের। যদিও এই অভিযোগের সমর্থনে স্বাধীনভাবে যাচাই করা কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। মেটা চশমা ঘিরে সংঃদহ কেন?এক সাক্ষাৎকারে শিবকুমার জানান, সম্প্রতি এক শিল্পপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ওই ব্যক্তির পরনে থাকা মেটা স্মার্ট চশমা দেখে তাঁর সংঃদহ হয। এরপর ওই শিল্পপতির গতিবিধি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন তিনি। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রাথমিকভাবে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা করতে এলেও কথাবার্তার একপর্যাযে.ওই ব্যক্তি রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে আনেন। এই আচরণ এবং চশমার ব্যবহার নিযে. সংঃদহ আরও বাড়ে বলে জানান শিবকুমার। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পরে তিনি জানতে পারেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও ওই শিল্পপতি মেটা স্মার্ট চশমা পরে ছিলেন। তবে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চঃদ্রবাবু নাইডু, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেঃদ্র ফড়ণবীস এবং এক কেঃদ্রীয.মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময.ওই ব্যক্তি একই চশমা ব্যবহার করেননি বলে দাবি তাঁর।

শিবকুমারের আশঙ্কা, এই ঘটনাটি কোনও বৃহত্তর স্টিং অপারেশনের প্রস্তুতির অংশ হতে পারে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তা গোপনে রেকর্ড করে তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে কারা রয়েছেন, তা তিনি জানেন বলে দাবি করলেও কারও নাম প্রকাশ করেননি। মেটার স্মার্ট চশমায. ক্যামেরা ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকায় সেগুলি দিযে.ছবি বা

ভিডিও ধারণ করা সম্ভব। সেই কারণেই এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার ঘিরে গোপনীয়তা ও সম্মতির প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে কোনও ব্যক্তি স্মার্ট চশমা পরেছেন বলেই তিনি গোপনে রেকর্ডিং করছেন বা স্টিং অপারেশন চালাচ্ছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। শিবকুমারের অভিযোগের ক্ষেত্রে ওই শিল্পপতির পরিচয়, কথোপকথনের কোনও রেকর্ডিং কিংবা অন্য কোনও যাচাইযোগ্য প্রমাণ প্রকাশ্যে এসেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ফলে বিষয়টি নিযে.তাঁর বক্তব্য এবং স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যের মধ্যে পার্থক্য রাখা জরুরি। সিদ্দারামাইয়ার ভিডিও বিতর্কে আগেই উত্তাল কর্নাটক,শিবকুমারের এই অভিযোগের মধ্যেই ফের আলোচনায় উঠে এসেছে কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে ঘিরে সাম্প্রতিক স্টিং অপারেশন বিতর্ক। তাঁর একটি কথিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সিদ্দারামাইয়ার অভিযোগ ছিল, তাঁকে হেয. করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ওই ভিডিও তৈরি করা হযেছে। এই ঘটনার পর তিনি বেঙ্গালুরুর আদালতের দ্বারস্থ হন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক দিন আগে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংশ্লিষ্ট ফুটেজ সম্প্রচার, আপলোড, শেয়ার কিংবা অন্য কোনও মাধ্যমে প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। সোশ্যাল মিডিযা.- সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মেও এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা জানানো হয়। তবে আদালতের নির্দেশের সুনির্দিষ্ট পরিধি ও বর্তমান আইনি অবস্থান জানতে সংশ্লিষ্ট আদেশের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়ার ইঙ্গিত? একদিকে সিদ্দারামাইয়াকে ঘিরে কথিত ভিডিও বিতর্ক, অন্যদিকে শিবকুমারের নতুন অভিযোগ-সব মিলিয়ে কর্নাটকের রাজনীতিতে গোপন রেকর্ডিং ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের প্রশ্নটি ফের সামনে এসেছে। শিবকুমারের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তা রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের গোপনীয়তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলতে পারে। তবে অভিযোগের সত্যতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করা যায় না। এখন নজর থাকবে, শিবকুমার তাঁর দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ প্রকাশ করেন কি না, অভিযুক্ত শিল্পপতির বক্তব্য সামনে আসে কি না এবং এই ঘটনায.কোনও আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয় কি না। আপাতত মেটা স্মার্ট চশমা ঘিরে তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ কর্নাটকের রাজনৈতিক বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জিওর আইপিও ঘিরে ইতিহাস! শেয়ার কিনতে আবেদন ১ কোটি বিনিয়োগকারীর, মাত্র ১০০ মিনিটেই পূর্ণ সাবস্ক্রিপশন

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ শেয়ারবাজারে পা রেখেই নজির গড়ল মুকেশ আম্বানির রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর জিও প্ল্যাটফর্মস। সংস্থার ৩০,২১৩ কোটি টাকার আইপিও ঘিরে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিপুল উন্মাদনা। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জিওর শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করেছেন প্রায় এক কোটি বিনিয়োগকারী। ভারতীয় শেয়ারবাজারের ইতিহাসে এত বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ নতুন নজির বলে দাবি করা হচ্ছে। আইপিও চালু হওয়ার মাত্র ১০০ মিনিটের মধ্যেই পুরো ইস্যু সাবস্ক্রাইব হয়ে যাওয়ায় বাজারে জিওকে ঘিরে আগ্রহের ছবিও স্পষ্ট হয়েছে।

রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর টেলিকম ও ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত জিও প্ল্যাটফর্মসের আইপিও শুরু থেকেই বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়েছে। ৩০,২১৩ কোটি টাকার এই ইস্যুতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিযোগকারীদের পাশাপাশি সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরও আগ্রহ দেখা গিয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার আইপিও বাজারে আসার পর মাত্র ১০০ মিনিটের মধ্যেই ইস্যুটির জন্য বরাদ্দ শেয়ারের সমপরিমাণ আবেদন জমা পড়ে। বড় অঙ্কের আইপিওগুলির ক্ষেত্রে এত দ্রুত সম্পূর্ণ সাবস্ক্রিপশন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ প্রায় ২৮.৩১ কোটি শেয়ারের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ' ইনস্টিটিউশনাল বায়ার' বা কিউআইবি বিভাগে চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। সাধারণত এই

বিভাগে মিউচুয়াল ফান্ড, বিমা সংস্থা এবং অন্যান্য যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা অংশ নেন। তবে আইপিও সম্পূর্ণ সাবস্ক্রাইব হওয়া মানেই প্রত্যেক আবেদনকারী শেয়ার পাবেন, এমন নয। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দযোগ্য শেযারের সংখ্যা কম হলে নির্দিষ্ট নিযম মেনেই শেযার বরাদ্দ করা হয়। ওয়্যারি এনার্জির রেকর্ডও ছাপিয়ে যাওয়ার দাবি, এর আগে কোনও ভারতীয় সংস্থার আইপিওতে বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণের নজির তৈরি করেছিল ওয়্যারি এনার্জি। ওই সংস্থার শেয়ার কেনার জন্য প্রায় ৯৭ লক্ষ বিনিয়োগকারী আবেদন করেছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হযেছে। জিওর আইপিওতে আবেদনকারীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেলে সেই রেকর্ডও অতিক্রম করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে শুধু ইস্যুর আকার নয়, বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের নিরিখেও জিওর আইপিও বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা, মোট সাবস্ক্রিপশন এবং চূড়ান্ত বরাদ্দের হিসাব আলাদা বিষয। আইপিও বন্ধ হওযার পর সংশোধিত তথ্যের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নির্ধারিত হবে।

প্রকাশিত বিবরণ অনুযাযী, জিও প্ল্যাটফর্মসের আইপিওতে প্রতি শেযারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। সংস্থাটি প্রায় ২৭ কোটি নতুন শেয়ার ইস্যু করার কথা জানিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য বিড করার শেষ দিন ২৩ অক্টোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে সোমবার অ্যাঙ্কর বিনিয়োগকারীদের জন্য ইস্যুটি খোলা হয়েছিল। সেই পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলেছিল বলে দাবি করা হয়েছে। অ্যাঙ্কর বিনিয়োগকারীরা সাধারণত বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, যাঁরা আইপিওতে নির্দিষ্ট শর্তে আগাম বিনিয়োগ করেন। জিওর মতো বড় ডিজিটাল ও টেলিকম ব্যবসার শেয়ার বাজারে আসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহ ছিল। সেই প্রত্যাশা আইপিওর আবেদনে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে করছেন বাজার পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের কারণ কী? ভারতে টেলিকম পরিষেবা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টারনেট-ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে জিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সংস্থাটির ভবিষ্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যাশা থাকায. আইপিও ঘিরে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বিপুল চাহিদা থাকলেই কোনও শেয়ার ভবিষ্যতে লাভ দেবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সংস্থার আর্থিক ফলাফল, মূল্যায়ন, প্রতিযোগিতা, ঋণ এবং ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে, জিওর আইপিও ভারতীয় শেয়ারবাজারে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছে। এক কোটি বিনিয়োগকারীর আবেদনের দাবি সত্য হলে তা অংশগ্রহণের নিরিখে নতুন নজির হয়ে উঠবে। এখন নজর থাকবে আইপিও বন্ধ হওয়ার পর চূড়ান্ত সাবস্ক্রিপশন, শেয়ার বরাদ্দ এবং বাজারে তালিকাভুক্তির সময় সংস্থার শেয়ারের পারফরম্যান্সের দিকে।

বাঙালি বিজ্ঞানীর ঝুলিতে ক্লেন মেডেল!

১- পাতার পর- ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন তিনি। বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি এসেছে বারবার। ২০০১ সালে পদ্মশ্রী, ২০১৩ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১২ সালে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ পান তিনি। তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। তবে এত সম্মান ও খ্যাতির পরেও অশোক সেনের জীবনযাপন অত্যন্ত সাধারণ। গবেষণার জগতে গভীরভাবে নিমগ্ন এই বিজ্ঞানীর কাছে খ্যাতির চেয়েও বড় তাঁর জ্ঞানের অন্বেষণ। মহাবিশ্বের অজানা রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্যে তাঁর নিরন্তর গবেষণা আজ নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের কাছেও অনুপ্রেরণা। তাঁর এই সাফল্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও একবার গর্বিত বাংলা তথা ভারত।

শমীকের বার্তা

১- পাতার পর- তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়েছে এবং মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তাঁরা মনে করেন। তৃণমূলের একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং বেআইনি বহুতল নির্মাণের মতো অভিযোগ উঠেছে। যদিও অভিযোগ ওঠা মানেই অপরাধ প্রমাণিত হওয়া নয়। সেই প্রেক্ষিতে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিজেপিতে যোগদান বা প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে, তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া কয়েকজন নেতার রাজনৈতিক অবস্থান এবং পুরভোটে তাঁদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা চলছে। এনসিপিআই নামে উল্লেখিত একটি গোষ্ঠী বিজেপিকে সমর্থন করতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। তবে তারা নিজেরা পুরভোটে প্রার্থী দেবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা সামনে আসেনি। দলবদল করে আসা নেতাদের প্রার্থী করার জল্পনা উড়িয়ে দিতে গিয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গও তোলেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি অতীতের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজেপি কারও দয়ায় নয়, মানুষের সমর্থনেই রাজনৈতিক লড়াই করছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল সংক্রান্ত যে দাবি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, তার স্বাধীন যাচাই প্রয়োজন। পুরভোটের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। তবে এই সময়সীমা নিয়ে কোনও নিশ্চিত ঘোষণা করেননি শমীক। প্রার্থী নির্বাচনের মাপকাঠি সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। কলকাতা ও হাওড়া-দুই পুরসভাতেই ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, প্রত্যেকটা নির্বাচনই রাজনৈতিক দলের কাছে চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন নির্বাচনের মধ্যে লড়ব। আপনারা ভালো মেয়র পাবেন। দেখতে সুন্দর হবে কিনা জানি না। ভালো হবে, কাজের মেয়র হবে। সব মিলিযে, পুরভোটের আগে বিজেপির প্রার্থী বাছাই এবং তৃণমূলের প্রাক্তন নেতাদের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তবে বিতর্কিত প্রাক্তন কাউন্সিলরদের বিজেপির টিকিট দেওয়া হবে কি না, তার উত্তর আপাতত দলের আনুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই স্পষ্ট হবে।

সুপ্রিম কোর্টে শোভনদেব!

১- পাতার পর- সাবিনা ইয়াসমিন-সহ মোট ১০ জন বিধায়কের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিধায়ক পদ বহাল থাকবে, নাকি দলত্যাগবিরোধী আইনের আওতায় পদ খারিজের প্রশ্ন উঠবে, তা নির্ভর করবে মামলার আইনি দিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর।দলত্যাগবিরোধী আইনে কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিধান ও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। তাই শুধুমাত্র দল ছাড়ার অভিযোগ উঠলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিধায়ক পদ খারিজ হয়ে যায় না। শোভনদেবের নতুন মামলায় এবার স্পিকারকেও যুক্ত করা হয়েছে বলে খবর। ফলে আদালত এই আবেদনে কী অবস্থান নেয় এবং আগের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগামী সপ্তাহে শুনানি হলে মামলার ভবিষ্য সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্টতা আসতে পারে। আপাতত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ জন বিধায়কের পদ খারিজের দাবিকে কেন্দ্র করে আইনি ও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে।

শ্রীরামপুরে পুলিশের জালে 'কুখ্যাত' দুষ্কৃতী কেলো!

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,২৩ অক্টোবর ঃ পুজোর মরশুমে অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন শ্রীরামপুরের রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, তোলাবাজি, মাদক সংক্রান্ত মামলা এবং হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পিয়ারাপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, দু'টি তাজা কার্তুজ, ১০টি তাজা বোমা এবং নগদ প্রায় দে। লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। একইসঙ্গে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে বিভিন্ন এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। উৎসবের ভিারে সুযোগ নিয়ে যাতে দুষ্কৃতীরা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য একাধিক জায়গায় তল্লাশি ও অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযান চলাকালীনই পুলিশের জালে ধরা প।নে রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর খোঁজ চলছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে কেলো গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকায় তাঁকে খুঁজতে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। পুজোর সময় শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর এলাকায় পুলিশের একটি তল্লাশি অভিযানের সময় একটি এসইউভি গাড়িকে আটকানো হয়। গা।িটিতে তল্লাশি চালাতেই ভিতরে রঞ্জিত সিং ওরফে কেলোর উপস্থিতি জানতে পারেন পুলিশকর্মীরা। এরপর গাড়ির ভিতর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, নগদ টাকা এবং বোমা উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস এবং সেগুলি কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কেলোর বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, তোলাবাজি, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ-সহ মোট ২১টি মামলা রয়েছে। তবে প্রতিটি মামলার বর্তমান অবস্থা এবং অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে তদন্তের অগ্রগতি বিচারাধীন আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। তাঁর গ্রেপ্তারির পর উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রীর সঙ্গে অন্য কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে। এদিকে, কেলোকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি শ্রীরামপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। শুক্রবার থানায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। থানা থেকে বের করার সময় কয়েকজন ধৃতের কোমরে দ। বাঁধা অবস্থায় তাঁদের কিছুটা পথ হাঁটিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। পরে তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়। পুজোর সময় শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি দুষ্কৃতী কার্যকলাপের উপর নজর রাখছিল পুলিশ। উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার রুখতে এই ধরনের অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। কেলোর গ্রেপ্তারি এবং তাঁর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে সেই অভিযানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কুলতলিতে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ বেআইনি বাজি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৩ অক্টোবরঃ উৎসবের মরসুমে বেআইনি বাজির কারবার রুখতে তৎপর কুলতলি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতলি থানার আই সি নির্মল দাসের নির্দেশে কুলতলি থানার কাছারি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি বাজির কারবারের খবর পেয়ে কাছারি বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি। কোথা থেকে এই বাজি আনা হয়েছিল, কোথায় তা সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল এবং এই কারবারের সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা উৎসবের মরসুমে বেআইনি বাজির বিক্রি ও ব্যবহার থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী!

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৩ অ্ক্টোবর ঃ পরিবারের সদস্যরা সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে সন্ধ্যায.আবার হাসপাতালে আসেন। হুগলীর উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী! চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা, হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন পরিবারের। উত্তরপাড়া থানায় জানায় পরিবার। তদন্তে হাসপাতালে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। উত্তরপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দ সন্তোষ দাস (৭৫) শরীর অসুস্থ নিয়ে দশমীর দিন সকালে ভর্তি করে ছিল পরিবারের সদস্যরা। সকালে হাসপাতাল থেকে পরিবারকে ফোন করে জানানো হয়। হাসপাতালে এলে জানানো হয় তাঁর বাবাকে হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে না। রোগীর ছোট ছেলে বরুন দাস বলেন কি করে চিকিৎসা চলাকালীন একজন বেরিয়ে যায়? যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার বিবাদ

বনস্পতি দে,আরামবাগঃ দু'পক্ষই লাঠি নিয়ে একে অপরের উপরে হামলা চালায়। মারধরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। বুধবার রাতে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আরামবাগের সতীতলা এলাকা। পরে আরামবাগ থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দু'পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এ বারও আরামবাগের বাঁধপাড়া ও ভূমিজপাড়ায় দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার রাতে বাঁধপাড়ার বাসিন্দারা প্রতিমা নিয়ে বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন দ্বারকেশ্বর নদীতে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাজনার সঙ্গে নাচগান চলছিল। তারই মধ্যে সতীতলার কাছে হঠা ভূমিজপাড়ার কয়েক জন যুবক এসে তাঁদের সঙ্গে নাচানাচি শুরু করে দেন এবং মহিলাদের উদ্দেশে কটুক্তি করেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে শুরু হয়ে যায় বচসা। গন্ডগোলের সময় তাঁদের আরও কয়েক জন সঙ্গীসাথী সেখানে ছুটে আসেন। তাঁরাও গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। দু'পক্ষই লাঠি নিয়ে একে অপরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরো এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। তাতেই কয়েক জন চোট পান। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েক জনকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভূমিজপাড়ার বাসিন্দা বলেন, ' গোলমাল ছিল না। খুব শৃঙ্খল ভাবে বিসর্জনের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। হঠা কিছু বহিরাগত যুবক এসে গন্ডগোল শুরু করে। মহিলাদের উদ্দেশে কটুক্তিও করে তারা। তার জেরেই সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়।' বাঁধপাড়ার বাসিন্দা বলেন, ' ছেলেরাই গোলমাল বাঁধিয়েছে। আগে থেকে দুই পাড়ার মধ্যে কোনও গন্ডগোল ছিল না।'

NAME CHANGE

I, Vidya Devi daughter of Kishtur Chand Pareek, and wife of Nandlal Pandia, residing at 138,Netaji Subhash Road, Howrah, P.O Haora, District - Howrah, West Bengal - 711101 shall henceforth known as Vidya Pareek as declared before the 1'st Class Judicial Magistrate Calcutta Court, Affidavit No. 24990 on dated - 06 - 10 - 2026 Vidya Devi and Vidya Pareek both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nandlal Pandia son of Haribhakt Pandia, residing at 138, Netaji Subhash Road, Howrah, P.O - Haora, District- Howrah, West Bengal- 711101 shall henceforth known as Nandlal Pareek as declared before the 1'st Class Judicial Magistrate at Calcutta Court, Affidavit No. 24989 on dated:- 06 - 10 - 2026 Nandlal Pandia and Nandlal Pareek both are same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, Nand Lal Pandia S/O Haribhakt Pandia R/O 138, N.S Road Howrah- 711101, Vide Affidavit (24987) dated 15/10/2026 in the court of The Learned First Class Judicial Magistrate, I declare that my minor son Ghanshyam Pandia son of Nand Lal Pandia and Vishnu Pareek son of Nand Lal Pareek both are one and the same identical person.

NAME CHANGE

I, Nand Lal Pandia S/O Haribhakt Pandia R/O 138, N.S Road Howrah- 711101, Vide Affidavit (24988) dated 15/10/2026 in the court of The Learned First Class Judicial Magistrate, I declare that my minor son Hemant Pandia son of Nand Lal Pandia and Harish Pareek son of Nand Lal Pareek both are one and the same identical person.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আরও ১২টি ট্রেন পরিষেবাকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব রেল পরিচালনার দিকে অগ্রসর

মালিগাঁও, ২৩ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৬ অক্টোবর,

২০২৬ থেকে আরও ১২টি ট্রেন পরিষেবাকে ডিজেল চালিত ব্যবস্থা থেকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে এটি আরও পরিচ্ছন্ন ও এনার্জি-এফিসিয়েন্টরেল পরিচালনার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পরিবর্তনের ফলে, চলতি অর্থবছরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর অধীনে মোট ৩০টি ট্রেন পরিষেবাকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে পরিবর্তন করা হয়েছে এটি ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশগত ভাবে স্থিতিশীল পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করেছে। সর্বশেষ পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত ট্রেন পরিষেবা গুলো হলো- ট্রেন নং.১৫৬১৩ / ১৫৬১৪ লাচিত এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৮১৩/ ১৫৮১৪ ডেকরগাঁও-সিলাপথার এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৮৯৫ / ১৫৮৯৬ রঙিয়া-মুর্কংসেলেক এক্সপ্রেস,ট্রেন নং.১৫৯২৭১৫৯২৮ রঙিয়া-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস,ট্রেন নং.১৫৯৬৭ / ১৫৯৬৮ রঙিয়া-লিডো এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৬০৩/ ১৫৬০৪ গুয়াহাটি-লিডোইন্টার সিটি এক্সপ্রেস। রেলওয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী, এই পরিবর্তনের ফলে বার্ষিক ডিজেল জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৯৮.৫৫ লক্ষ লিটার হ্রাস পাবে, যার ফলে বছরে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং প্রতি বছর পরিবেশে কার্বনডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ প্রায় ২৬,৪১১টন হ্রাস পাবে। যাত্রীরা ডিজেল থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে লোকোমোটিভ পরিবর্তনের সংখ্যা কমে যাওয়ার সুফলও পাবেন, যা ভ্রমণের সময় বাঁচাতে এবং সময়ানুবর্তিতা উন্নত করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও, বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের হেড-অনজেনারেশন ব্যবস্থা লোকোমোটিভ থেকেই সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ কোচগুলোতে বিদ্যুত্ সরবরাহ করতে সক্ষম এর ফলে এলএইচ বি র্যাকে সংযুক্ত জেনারেটর কারগুলোতে ডিজেল ব্যবহারের পরিমাণ কম হবে এবং শব্দও বায়ু দূষণ হ্রাস পেতে সহায়তা হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধাংশু কৃষ্ণদুবের নির্দেশনায়, ডিভিসনাল টীম-এর সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই মাইলফলকটি অর্জিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আরও পরিচ্ছন্ন, অধিকতর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুজোয় কলকাতা মেট্রোয় রেকর্ড ভিড়, ছ'দিনে যাত্রী ৬১.৫১ লক্ষ

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় যাত্রী পরিবহণে নতুন নজির গড়ল কলকাতা মেট্রো। পঞ্চমী থেকে দশমী-১৫ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ছ'দিনে মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন মোট ৬১ লক্ষ ৫১ হাজার যাত্রী। গত বছর একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৪৬ লক্ষ ৫৬ হাজার। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। মেট্রো রেলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মহাষষ্ঠীর দিন একদিনে ১২ লক্ষ ১ হাজার যাত্রী মেট্রো ব্যবহার করেন। কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে একদিনে যাত্রীসংখ্যার নিরিখে এটি সর্বোচ্চ রেকর্ড। উৎসবের সময়ে যানজট এড়িয়ে দ্রুত মণ্ডপে পৌঁছাতে মেট্রোর উপর সাধারণ মানুষের নির্ভরতা যে বাড়ছে, এই পরিসংখ্যান তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক যাত্রীসংখ্যার নিরিখে এগিয়ে রয়েছে দমদম। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত এই স্টেশনে ৪ লক্ষ ৯৭ হাজারেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন। দ্বিতীয় স্থানে কালীঘাট, যেখানে যাত্রীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৩ হাজারের বেশি। শিয়ালদহ স্টেশনে এই সময়ে যাতায়াত করেছেন ৪ লক্ষ ১৯ হাজারেরও বেশি মানুষ। পুজোর ভিড় সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং রাজ্য পুলিশের কর্মীরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। সিসিটিভির মাধ্যমে ভি।রে উপর নজরদারি চালানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। উৎসবের দিনগুলিতে এত বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে মেট্রোর প্রস্তুতি ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। যাত্রীসংখ্যার এই বৃদ্ধি কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থায় মেট্রোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকেই তুলে ধরছে।

পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভস্মীভূত বাগুইআটির বস্তি, এলাকায় তীব্র আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ ভরদুপুরে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল বাগুইআটির আটঘরা পূর্বপাড়া এলাকা। সিলিন্ডার ফেটে একের পর এক বিস্ফোরণ ও তার জেরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বস্তির প্রায় ২০ থেকে ২৫টি ঝুপড়ি। হঠাৎ ঘটা এই চরম দুর্ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্থানীয় বস্তিবাসী। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকাই বস্তির একটি ঝুপড়িতে আগুনের ফুলকি দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় সেই আগুন দ্রুত পাশের অন্যান্য ঘরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক আকার নেয় যখন ঘরগুলিতে থাকা রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। বিকট শব্দে পরপর কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ ঘটে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের তীব্রতায় আগুনের লেলিহান শিখা ও কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এবং যে যার মতো ছোটাছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রাথমিক ভাবে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু বস্তির পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একের পর এক ঝুপড়িতে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকে বেশ বেগ পেতে হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে বস্তির ২০-২৫টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বহু পরিবার। পুজোর মুখে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে অসহায় মানুষগুলির কান্না ও আর্তনাদে গোটা এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে ছুটে যান রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার পূর্ণ আশ্বাস দেন। বিধায়ক জানান, এই দুঃসময়ে দুর্গত মানুষগুলির খাবার, পানীয় জল ও অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হচ্ছে। বস্তির ভিতরে কীভাবে প্রথমে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল দপ্তর ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড নাকি রান্না করার সময় অসাবধানতাবশত আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হতে প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও সঠিক হিসাব এখনও পর্যন্ত মেলেনি, তবে প্রশাসনের তরফে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে।

পূর্ব রেলের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে 'রেল জন সংবাদ' অভিযান অনুষ্ঠিত হলো

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ ভারতীয় রেলওয়ের ৭,০০০-এরও বেশি স্টেশন ও কার্যালয় জুড়ে একই সঙ্গে পরিচালিত সর্বভারতীয় সমন্বিত ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ 'রেল জন সংবাদ'-এর অঙ্গ হিসেবে পূর্ব রেলের আওতাধীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনেও 'রেল জন সংবাদ অভিযান' অনুষ্ঠিত হয়। রেল পরিষেবা ও স্টেশন চত্বরের মানোন্নয়নে তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে 'জেন জি' বা বর্তমান যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল পরিচ্ছন্নতা (স্বচ্ছতা) সুদৃ। করা, স্থানের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, স্ক্র্যাপ ও ই-বর্জ্যের সুশৃঙ্খল নিষ্পত্তি এবং নাগরিকদের সাথে অর্থবহ সংযোগ স্থাপন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে বৃহস্পতিবার সকালে (২২.১০.২০২৬) হাও।া স্টেশনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং রেল পরিষেবার ভবিষ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রী, অংশীদার ও তরুণদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি যাত্রীদের সমস্যার কথা শোনেন, বর্তমান সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি সম্পর্কিত ফিডব্যাক গ্রহণ করেন এবং উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরামর্শ নথিভুক্ত করেন। সামগ্রিক যাত্রীস্বাচ্ছ ঃদ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনা ও কার্যকর করার আশ্বাস দেন তিনি। সক্রিয় পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে হাও।া স্টেশনের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে প্রতীক্ষালয় পরিদর্শন করেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। হাও।া স্টেশন থেকে যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত একটি ট্রেনের কামরায় উঠে তিনি যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া নেন। হাও।া স্টেশনের এই কর্মসূচি চলাকালীন পূর্ব রেলের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাও।ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী বিশাল কাপুর। একইভাবে পূর্ব রেলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতেও এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার উপস্থিতিতে পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) শ্রী শৈলেঃদ্র প্রতাপ সিং কলকাতা ও শিয়ালদহ স্টেশনে 'রেল জন সংবাদ' কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। 'রেল জন সংবাদ' উদ্যোগটি মূলত সক্রিয় গণঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্টেশন চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পদ্ধতি উন্নত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ' ক্যাম্পেন ৬.০'-এর একটি চলমান অংশ। নাগরিক, সাধারণ যাত্রী ও অংশীদারদের-বিশেষ করে 'জেন জি' প্রজন্মকে-সরাসরি যুক্ত করার মাধ্যমে এই অভিযানটি যৌথ দাযিত্ববোধ গড়ে তুলতে এবং পরিচ্ছন্নতা ও কার্যকর স্টেশন ব্যবস্থাপনাকে একটি গণআঃদোলনে রূপ দিতে সচেষ্ট। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ব রেল দায়বদ্ধ গণপরিষেবা, পরিচ্ছন্ন রেল চত্বর, স্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং উন্নততর যাত্রী সন্তুষ্টির প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা ' রেল, স্বচ্ছ ভারত'-এর বৃহত্তর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, রেল পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততাকে আরও শক্তিশালী করে 'রেল জন সংবাদ'। যাত্রীদের সঙ্গে, বিশেষত তরুণ 'জেন জি' প্রজন্মের সাথে এই সক্রিয় যোগাযোগ আমাদের ' রেল, স্বচ্ছ ভারত'-এর ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে আরও পরিচ্ছন্ন, কার্যকর ও যাত্রীবান্ধব রেলওয়ে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২২.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-২০৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে (০৩) তিন বছরের সময়সীমায় সামগ্রিক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমেত ১০০টি স্টেশনে ইন-লাইন অটো ক্লোরিনেটর এবং ২১টি স্টেশনে অক্সিডেশন ও আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,০৪,৯৮,৮৪১.৯২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১৮,১০,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** (৪২) বিয়াল্লিশ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov. in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। (SDAH-272/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এমপিএস-ওসিটি-০৩-২৬। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিসিএম। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সাধারণ নিলাম (সিঙ্গল স্টেজ)। **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ** ০৬.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৬.১১.২০২৬ দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ মেয়াদকাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়ী লট বন্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী বিরামকাল ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২২.১০.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিটে। **সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ঃ** অটো। **আরপি প্রদর্শিতঃ** নয়। **পারমিট বিড আরপি-র চেয়ে কম ঃ** হ্যাঁ। **প্রথম প্রত্যাখানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য? ঃ** না। **এসইকিউ নং, লটনং/বিভাগ, বিবরণ এবং শেষের তারিখ/সময় নিম্নরূপ ঃ এএ/১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩৭-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল) মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (০৮টি .... সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১২ঃ১৫ ঘ.। **এএ/২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিকেউজি-এমপিএস-২১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (.... সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১২ঃ২৫ ঘ.। **এএ/৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমপিএস-২২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (.... সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১২ঃ৩৫ ঘ.। **এএ/৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এমবিবি-এমপিএস-৩১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (.... সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১২ঃ৪৫ ঘ.। **এএ/৫,** এমপিএস- এসডিএএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-৩৮-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (৮.... সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১২ঃ৫৫ ঘ.। **এএ/৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (...অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১৩ঃ০৫ ঘ.। **এএ/৭,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিকেডিপি-এমপিএস-৫০-২৬-১, এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (৮...অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১৩ঃ১৫ ঘ.। **এএ/৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএনবি-এমপিএস-৫৩-২৬-১, এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (৮...অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১৩ঃ২৫ ঘ.। **এএ/৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসএক্সসি-এমপিএস-৫৪-২৬-১, এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (৮...অসংরক্ষিত) - সকলের জন্য উন্মুক্ত। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১৩ঃ৩৫ ঘ.। **এএ/১০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসজিভি-এমপিএস-২৯-২৬-১, এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। মাল্টি পারপাস স্টলের বণ্টন (সংরক্ষিত)। ০৬.১১.২০২৬ তারিখ ১৩ঃ৪৫ ঘ.। **দরহার একক ঃ** প্রতিক্ষেত্রে বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০.২। **বায়না অর্থ ঃ** ১০% প্রতিক্ষেত্রে। **ন্যূনতম প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ (প্রতিক্ষেত্রে)। **লট স্ট্যাটাস ঃ** আরপি বকেয়া আছে (প্রতিক্ষেত্রে)।

SDAH-274/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-কেজিপিডব্লু-ডিপিওএইচ-টি২১১আর৩-০৩-আর, তারিখ ঃ ২২.১০.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ), দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা উল্লিখিত তারিখে সকাল ১১টার আগে জমা করতে হবে এবং সকাল ১১.৩০ মিনিটের পর খুলবে। **কাজের নাম ঃ** ট্রান্সমিশনের ওভারহলিং, মডেল টি২১১আর৩, মেক - ওইএম অথবা ওইএম-এর অনুমোদিত ডিলার দ্বারা এইচএস-স্পার্ট-এর ভইথ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,০১,২৩,০৬০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০২,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিশদ ঃ www.ireps.gov.in।** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-930)**

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Bijaya Meet on 26.10.2026 at Milan Mela Ground, Kolkata (Main Feed)" **[Job No. KIT/RW/227 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-125/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 24.10.2026 up to 05.00 PM

2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Bijaya Meet on 26.10.2026 at Milan Mela Ground, Kolkata (Backup Feed)" **[Job No. KIT/RW/228 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-126/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 24.10.2026 up to 05.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/বিএই, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক ই-নিলাম কর্মসূচির আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। হাওড়া ডিভিসনের অক্টোবর মাসের ই-নিলাম কর্মসূচির পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, ই-নিলাম কর্মসূচির যে আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে সেটি নিম্নরূপ ঃ হাওড়া ডিভিসনে ই-নিলামের অতিরিক্ত তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৬। অন্যান্য ডিপো ও ডিভিসনের ক্ষেত্রে নিলাম কর্মসূচি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ও পরবর্তী সংশোধনী অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

STORES-45/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) নিকুঞ্জ বর্মন পিতা- মৃত গহিন বর্মন
২) সুবল বর্মন ৩) ধনা বর্মন ৪) সুশীল বর্মন সকলের পিতা- নিকুঞ্জ বর্মন
আমোক্তারনামা দাতাঃ **আভারানী ঘোষ, স্বামী- মৃত নারায়ন চন্দ্র ঘোষ**
ঠিকানাঃ **জলপাইগুড়ি টাউন ৩ নং ঘুমটি, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **নিকুঞ্জ বর্মন, পিতা- মৃত গহিন বর্মন**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ________ নং বহি ________ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ দলিল- **152, সন- 08.07.96**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/9765, 9763, 9764, 9766**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ বিক্রেতা
আভারানী ঘোষ, স্বামী- মৃত নারায়ন চন্দ্র ঘোষ
ঠিকানা- জলপাইগুড়ি টাউন ৩ নং ঘুমটি, পোস্ট- থানা ও জেলাঃ জলপাইগুড়ি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **নিকুঞ্জ বর্মন**
পিতা ঃ মৃত গহিন বর্মন
ঠিকানাঃ গড়াল বাড়ি, পোস্ট- ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি

বৈঁক অফ় ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা জোনাল অফিস
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮

মেগা ই-নিলাম
অনুষ্ঠিত হবে
১২.১১.২০২৬ তারিখে

ব্যাংকে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইংটারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর অধীনে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত কর্মকর্তা (অথরাইজড অফিসার), উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৮ ও ৯ নং বিধির প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের বরাবর একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' (দাবি সম্বলিত নোটিশ) জারি করেছেন এবং নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন সেহেতু, উক্ত আইনের ৮ নং বিধির উপ-বিধি ৫ ও ৬-এর অধীনে, অনুমোদিত কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে একটি ই-নিলামের আয়োজন করছেন। সর্বসাধারণ, ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে 'সারফেসি' আইনের আওতায় নিচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলোর ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। এই নিলামটি 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এ বর্ণিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে পরিচালিত হবে।

শাখার নামসহ ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ প্রাপ্য অর্থ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখল গ্রহণের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) ও জামানত অর্থ (ইএমডি, টাকায়)
বেলিয়াঘাটা শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৭৪৩৯০৬৮৮০০** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী কার্তিক সেন** **গ্যারান্টার ঃ শ্রীমতি রাজশ্রী সেন** ঠিকানাঃ গ্রাম কপিলেশ্বর, পোঃ বড়জাগুলি, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২২১	বারাসাত পৌরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত, মিলনপল্লী (ক্ষুদিরাম কলোনি)-এর আর.বি.সি. রোডস্থিত 'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট'- এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট (কার্পেট এরিয়া প্রায় ৭৫৫ বর্গফুট)। এই ফ্ল্যাটটিতে ৩টি শোবার ঘর, ১টি ড্রয়িং রুম, ২টি রান্নাঘর, ২টি বারান্দা ও ২টি শৌচাগার রয়েছে। মৌজা- ভাটিরা, হোল্ডিং নং- ১১৫ /১, আর.এস. দাগ নং- ৪২০ ও ২২৪, সি.এস. খতিয়ান নং- ১৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪০০ /১, জে.এল. নং- ৩৮, তৌজি নং- ১৪৬, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০০২৪।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২২,১৬,১৫৫.৯৪ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	০২.০১.২০২৪ এবং ১৮.০৩.২০২৪ **(প্রতীকী দখল)**	১৮,৬৮,০০০ /- টাকা ও ১,৮৬,৮০০ /-টাকা
ভাঙ্গোর বিজয়গঞ্জ শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯৯৫৮৬১৬৭০৬** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ** **গ্যারান্টার ঃ মিঃ গৌরব বিশ্বাস** ঠিকানাঃ গ্রাম পানাপুকুর, পোঃ ভাঙ্গোর বিজয়গঞ্জ, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০২	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভোগালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত মৌজা-পানাপুকুর (জে.এল. নং ৯, থানা-কাশীপুর)-এ অবস্থিত একটি সম্পত্তি। এই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে দাগ নং ৮৯৮ (খতিয়ান নং ১১০৩, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২২০০) এবং একই খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৯০১-এই দুই দাগ মিলিয়ে মোট প্রায় ৩.৩৪ ডেসিমাল (বা প্রায় ২ কাঠা) বাস্তু জমি। উক্ত জমিতে একটি দোতলা আবাসিক ভবন রয়েছে, যার নিচতলা ও প্রথম তলা মিলিয়ে মোট প্লিন্থ এরিয়া প্রায় ৭০৮ বর্গফুট। এছাড়া, একই মৌজায় আরও একটি একতলা আবাসিক ভবনও এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮,৭২,১৭৯.৯২ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	১৭.০৪.২০১৯ এবং ২০.০৯.২০২২ **(প্রতীকী দখল)**	১৪,৪৫,০০০ /- টাকা ও ১,৪৪,৫০০ /-টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা **ফোন নম্বরঃ +৯১৯১২৩৩২০৯৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী দীপক চন্দ্র বিশ্বাস** **গ্যারান্টার ঃ শ্রীমতি পম্পা বিশ্বাস** ঠিকানাঃ ত্রিপুরা সুন্দরী রোড, বোরাল, রাজপুর সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৪	'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ ৩-তে অবস্থিত জি+ ২ তলা বিশিষ্ট ভবনের নিচতলায় ১০১ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট) হোল্ডিং নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, মোল্লাপাড়া রোড, থানা- বারাসাত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০২৫।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯,৯৯,৯২০.৮০ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	২২.০৭.২০২৪ এবং ০৯.০১.২০২৬ **(প্রতীকী দখল)**	৯,০৩,০০০ /- টাকা ও ৯০,৩০০ /-টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা **ফোন নম্বরঃ +৯১৯১২৩৩২০৯৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী পলাশ রথ** ঠিকানাঃ ৪৪ /১ কবি মধুসূদন দত্ত রোড, দুর্গাবাড়ি, কলকাতা ৭০০০২৮	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া রোডে অবস্থিত 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ১-এ, জি+২ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ৭৪ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এরিয়া ৩২০ বর্গফুট)-এর ইক্যুইটেবল মর্টগেজ। (ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ১১৬, থানা- বারাসত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), কলকাতা- ৭০০১২৫)	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,১৭,৮৫৬.০০ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	১০.১২.২০২৪ এবং ০৯.০১.২০২৬ **(প্রতীকী দখল)**	৯,০৩,০০০ /- টাকা ও ৯০,৩০০ /-টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা **ফোন নম্বরঃ +৯১৯১২৩৩২০৯৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী শিবশঙ্কর হালদার** ঠিকানাঃ মরিয়মপাড়া, বেগোপাড়া, দয়াবাড়ি, নদীয়া, পিন-৭৪১২৫৬	তিনতলা বিশিষ্ট ভবনের (ব্লক-এ৩) নিচতলার পশ্চিম দিকের মাঝামাঝি অবস্থিত ১০২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট-যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৪০০ বর্গফুট-যা 'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স' নামে পরিচিত। এটি ১১৬, মোল্লাপাড়া রোড, ডাকঘরঃ কাজিপাড়া, থানাঃ মধ্যমগ্রাম (পূর্বের বারাসাত), কলকাতা-৭০০১২৫ ঠিকানায় অবস্থিত মোল্লাপাড়া মসজিদ ও সরস্বতী প্রেস ইউনিট-২-এর নিকটবর্তী। সম্পত্তিটি মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯,১৭,৮০০.০০ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	২২.০৭.২০২৪ এবং ০৯.০১.২০২৬ **(প্রতীকী দখল)**	৯,০৩,০০০ /- টাকা ও ৯০,৩০০ /-টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা **ফোন নম্বরঃ +৯১৯১২৩৩২০৯৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী অতনু চক্রবর্তী** **গ্যারান্টার ঃ শ্রীমতি শিখা চক্রবর্তী** ঠিকানাঃ ঐশ্বরিয়া অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং. ২বি, পুলিয়া পল্লী, কলকাতা-৭০০০৮১, পশ্চিমবঙ্গ	'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ৩-তে অবস্থিত জি+২ তলা বিশিষ্ট ভবনের নিচতলায় ১০৪ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট)। ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, মোল্লাপাড়া রোড, থানা- বারাসাত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০২৫।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯,৮৬,৭৭৭.৯৬ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	২২.০৭.২০২৪ এবং ১২.১২.২০২৫ **(প্রতীকী দখল)**	৯,০৩,০০০ /- টাকা ও ৯০,৩০০ /-টাকা
সিআইটি নিউ রোড শাখা **ফোন নম্বরঃ +৯১৯১২৩৩২০৯৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী শ্যাম সর্দার** ঠিকানাঃ বিএল মুখার্জী রোড, নিমতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪৯	'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ ২-তে অবস্থিত জি+২ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৬৮ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট (বিল্ট-আপ এলাকা ৩২০ বর্গফুট)। ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, মোল্লাপাড়া রোড, থানা- বারাসত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০২৫।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,১৯,১২৫.৮০ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	১৩.০৮.২০২৪ এবং ০৩.০৬.২০২৬ **(প্রতীকী দখল)**	৯,০৩,০০০ /- টাকা ও ৯০,৩০০ /-টাকা
ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯৪৩৩৩৭৭৮৬৯** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী সাজিদ হুসেন** **গ্যারান্টার ঃ রুবানা পারবিন** ঠিকানাঃ হাতিয়ারা, ঈশান পল্লী, থানা- নিউ টাউন, রাজারহাট, গোপালপুর, পিন- ৭০০১৫৭	'মোডিনা টাওয়ার' নামে পরিচিত জি+৪ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলার উত্তর দিকের আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি৩-এর ইকিউএম, Holding No AS/50/BLN/14-15 মৌজা-হাতিয়ারা, জেএল নং-১৪, আরএস ও এলআর ডে এন-১৪০৪, এলআর খতিয়ান নং-১৪২৪১, ১৪২৩৮, ১৭১৪৯ ও ১৪২৩৯, রে সু নং ১৮৮, তৌজি নং ৩ ১৬০ ও ১৬২ বিধান নগর নংপালীপুর কর্পোরেশনের অধীনে। পৌরসভা, ওয়ার্ড নং- ১৯), জেলা ২৪ পরগণা (নর্থ), ADSR-রাজারহাট (পূর্বে বিধাননগর সল্টলেক সিটি)।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১২,৮৫,৩৭৪.৯০ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	০২.০১.২০২৪ এবং ২২.১১.২০২৪ **(প্রতীকী দখল)**	২০,৭০,০০০ /- টাকা ও ২,০৭,০০০ /-টাকা
ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯৪৩৩৩৭৭৮৬৯** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রী সঞ্জয় রাজভর** **গ্যারান্টার ঃ শ্রীমতি দেবিকা সিঙ্গোরে** ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৩এ, তৃতীয় তলা, ডাকঘর ও থানা- দমদম, নরসিংহ এভিনিউ, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০৪৭৪	দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩এ, নরসিংহ এভিনিউ ঠিকানায় অবস্থিত (জি+৪) তলা বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলার ৩এ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটটির ইকিউএম। সম্পত্তিটির বিবরণঃ জেএল নম্বর ১৯, আরএস নম্বর ২৩৭, তৌজি নম্বর ১০৭০ /২৮৩৪, দাগ নম্বর ৪৮৯ /৭৩৪, আরএস খতিয়ান নম্বর ৩৬৭, এলআর খতিয়ান নম্বর ১৭৫, দাগ নম্বর ৪৮৮, ৪৮৯ ও ৪৯০ পোস্ট অফিস ও থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৭৪।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৩,৬৪,৩৬৮.৮৮ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	৩০.০৪.২০২৪ এবং ২২.১১.২০২৪ **(প্রতীকী দখল)**	২০,৭৫,০০০ /- টাকা ও ২,০৭,৫০০ /-টাকা
ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯৪৩৩৩৭৭৮৬৯** **অ্যাকাউন্টের নামঃ মেসার্স গুপ্তা এন্টারপ্রাইসেস** **মালিকঃ শ্রী রাজ কুমার গুপ্তা** **গ্যারান্টার ঃ শ্রীমতি মঞ্জু গুপ্তা** ঠিকানাঃ লক্ষ্মী নিকেতন, প্রথম তল, ফ্ল্যাট নং ১এ, ১৬১ /১, নস্করপাড়া রোড, হাওড়া, পিন- ৭১১১০৭	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ এর EQM SBU ৭৬৫ বর্গফুট (কম বা কম) পরিমাপের ১ম তলায় লক্ষ্মী নিকেতন নামে একটি তিনতলা আবাসিক ভবনের ১ম তলায় হোল্ডিং নং ১৬১ /১, নস্করপাড়া রোড, পোঃ ঘুসুরি, মৌজা ও থানা-মালিপাঁচঘড়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৭, ওয়ার্ড নং ০৩ হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২১,২৮,৭৫৭.১৯ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	০৪.১০.২০১৫ এবং ১৬.০২.২০১৬ **(প্রতীকী দখল)**	২০,১৮,০০০ /- টাকা ও ২,০১,৮০০ /-টাকা
রাসবিহারী এভিনিউ শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯৯৭৩৪৪০৯০৬** **অ্যাকাউন্টের নামঃ মেসার্স মা মনসা বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স** **মালিক ও গ্যারান্টারঃ শ্রী সুরেশ দাস** ঠিকানাঃ ১৪৭, জি টি রোড পল্লী, হাওড়া, ৭১১ ২০১	'সানস রেজ প্যালেস' নামে নির্মাণাধীন পাঁচতলা (জি+ ৪) বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক আরসিসি কাঠামোযুক্ত ভবনসহ জমিসম্পত্তির ইকুইটেবল মর্টগেজ । ভবনটির নিচতলার প্লিন্থ এরিয়া ৬৮৩.৬৫১ বর্গমিটার এবং প্রথম থেকে চতুর্থ তলার প্রতিটির প্লিন্থ এরিয়া ৭৭৫.৮৮৭ বর্গমিটার। সিঁ।ঘর ও লিফট মেশিন রুম বাদে মোট ফ্লোর এরিয়া (ব্লক-এ) ৩,৭৮৭.১৯৯ বর্গমিটার (কম-বেশি) এবং সিঁড়িঘর ও লিফট মেশিন রুমসহ মোট ফ্লোর এরিয়া ৩,৮৪৯.৭৭৯ বর্গমিটার বা ৪১,৪২৩ বর্গফুট (কম-বেশি)। সম্পত্তিটি হাওড়া জেলার নিশ্চিন্দা থানা এলাকার অন্তর্গত নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, দেশবন্ধু সরণিতে, তরুণ সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত (পিন-৭১১২২৭)।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩,৪৬,৭৫,২৫৮.৮৫ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	০২.০৮.২০২৫ এবং ১৬.১০.২০২৫ **(প্রতীকী দখল)**	৬,৪৮,৪৫,০০০ /- টাকা ও ৬৪,৮৪,৫০০ /-টাকা
	হাওড়া জেলার নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত (পোস্ট অফিসঃ ঘোষপাড়া, থানাঃ নিশ্চিন্দা, পিনঃ ৭১১২২৭), মৌজা বালির দেশবন্ধু সরণিতে (তরুণ সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী) অবস্থিত একটি চারতলা ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলায় অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ (SBU) আয়তন ১০২২ বর্গফুট (কম-বেশি) এবং কার্পেট এরিয়া ৭৭৫ বর্গফুট (কম-বেশি) এর সাথে ৪০৬ বর্গফুট আয়তনের একটি খোলা ছাদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।			২৩,৬৩,০০০ /- টাকা ও ২,৩৬,৩০০ /-টাকা
টালিগঞ্জ শাখা **ফোন নম্বরঃ + ৯১৯০০৭৮৮০২৭২** **অ্যাকাউন্টের নামঃ শ্রীমতি মঞ্জু শর্মা** **গ্যারান্টারঃ শ্রী শিব শর্মা** ঠিকানাঃ গোরখনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, সপুইপাড়া, বালি, পিন-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ	পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত সাপুইপাড়ায় (নেতাজি সংঘ ক্লাবের নিকটে) অবস্থিত 'তারা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের পঞ্চম তলার ৫০৩ নম্বর ফ্ল্যাটটি। এই ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় ৬৩০ বর্গফুট এবং বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় ৫০৪ বর্গফুট। এটি মৌজা- বালি (জে.এল. নং ১৪, থানা- নিশ্চিন্দা / পুরাতন বালি)-এর আর.এস. দাগ নং ৬২০৪ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৫৫২৭-এর অন্তর্ভুক্ত।	২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১২,১৬,৭৩৭.৩৮ **টাকা**, সেই সাথে সুদ বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।	২৮.০৬.২০২৪ এবং ১৭.০২.২০২৫ **(প্রতীকী দখল)**	১৬,১৩,০০০ /- টাকা ও ১,৬১,৩০০ /-টাকা

শর্তাবলিঃ

(i) নিলাম বিক্রয় / বিডিং প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র https://BAANKNET.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং' পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে।
(ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ ও সময় হলো ১২.১১.২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত। এরপর ১০ মিনিটের অসীম সংখ্যক সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে অর্থা, নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে ১২০ মিনিট চলবে এবং যদি শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড (দর) পাওয়া যায়, তবে নিলামের সময়কাল আরও ১০ মিনিট বৃদ্ধি পাবে। শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। নিলামটি উপরে উল্লিখিত 'রিজার্ভ প্রাইস' (সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য)-এর পরবর্তী ধাপ থেকে শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীদের তাদের প্রস্তাবিত দর ১০,০০০ /- (দশ হাজার) টাকার গুণিতক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। আগ্রহী পক্ষগণ ০২.১১.২০২৬ ও ০৯.১১.২০২৬ তারিখে, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টার মধ্যে সরেজমিনে গিয়ে সম্পত্তিগুলো পরিদর্শন করতে পারবেন।
(iii) আগ্রহী দরদাতাদের https://BAANKNET.com পোর্টালে নিজেদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। নিলামে অংশগ্রহণের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের পদ্ধতি কী এবং অন্যান্য কী কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, তা উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে আগ্রহী দরদাতারা ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা কলকাতা জোনাল অফিসের ৬ষ্ঠ তলায় যোগাযোগ করতে পারেন।
(iv) উল্লিখিত সম্পত্তি / সম্পদসমূহ 'যেমন আছে, যেখানে আছে' , 'যেমন আছে, যা আছে ' এবং 'কোনো দায়বদ্ধতা গ্রহণ না করার শর্তে' বিক্রি করা হবে। নিলামে তোলা সম্পত্তির ওপর কোনো দায়বদ্ধতা আছে কি না, সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব কেমন, অথবা সম্পত্তিটির সঙ্গে কোনো দাবি / অধিকার/ বকেয়া পাওনা জড়িত আছে কি না-এসব বিষয়ে দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার আগেই নিজেদের উদ্যোগে খোঁজখবর নিতে হবে। এছাড়া, প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে, সেটির প্রকৃত দখল নিতে যে সময় ও ব্যয় প্রয়োজন হতে পারে, সেই বিষয়েও দরদাতাদের আগে থেকেই নিশ্চিত হতে হবে। সম্পত্তি কর , বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদিসহ যাবতীয় বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল দরদাতাকেই বহন করতে হবে। কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকারপাওনা সংক্রান্ত বিষয়ে, অথবা প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির প্রকৃত দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব, অতিরিক্ত ব্যয় বা আইনি জটিলতা দেখা দিলে, তার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(v) উপরের তফসিলে উল্লিখিত বিবরণগুলো অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের জানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল তথ্য বা কোনো কিছু বাদ পড়ে থাকলে তার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং / অথবা ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(vi) উল্লিখিত সম্পত্তিগুলো উপরে উল্লিখিত 'সংরক্ষিত মূল্য' -এর নিচে বিক্রি করা যাবে না। নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপরে উল্লিখিত 'আমানত অর্থ' 'BAANKNET' পোর্টালের নির্ধারিত ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(vii) নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই-সর্বশেষ ১২.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০টার মধ্যে-উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
(viii) সর্বোচ্চ দরদাতা বা সফল দরদাতাকে, অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা দর গৃহীত হওয়ার পরপরই, মোট দরকৃত মূল্যের ২৫ শতাংশ অর্থ জমা দিতে হবে (এর মধ্যে আগে জমা দেওয়া ইএমডি অন্তর্ভুক্ত থাকবে)। এই অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকেই এই সম্পত্তির সফল দরদাতা বা ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আইনত যোগ্য হতে হবে।
(ix) দরকৃত বা ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ, অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ১৫তম দিনের মধ্যে (ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। অথবা, অনুমোদিত কর্মকর্তা যদি নিজ বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত হন, তবে এই সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে। সফল দরদাতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তাব্যাংক নিলাম বাতিল করে পুনরায় নতুন নিলাম আয়োজন করার অধিকার রাখবে।
(x) বিক্রয়মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে 'বিক্রয় সনদ' ইস্যু করবেন। এরপরই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক পরবর্তীতে কোনো দাবি বা অভিযোগ গ্রহণ করবে না।
(xi) অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দর বা অন্য কোনো দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন। এছা।া, তিনি তাঁর নিজস্ব বিবেচনায় বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন বা শিথিল করতে পারেন।
(xii) সফল দরদাতা / ক্রেতাকে সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ / ফি বহন করতে হবে। এছাড়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর-যার মধ্যে সার্ভিস ট্যাক্স এবং টিডিএস অন্তর্ভুক্ত-তাও তাঁকে বহন করতে হবে (৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে, আয়কর আইনের ধারা ১৯৪-আইএ অনুযায়ী)।
(xiii) এই বিজ্ঞপ্তিটি 'দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের জন্য ১৫ দিনের নোটিশ হিসেবে গণ্য হবে।
(xiv) বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলি এবং শর্তাবলি জানার বা ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুনঃ https://www.bankofindia.bank.in

তারিখ- ২৪ ।১০ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্যারা এশিয়ান গেমসে জ্যাভলিনে সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ ভারতের

সংবাদ সংস্থা, আইচি নাগোয়া, ২৩ অক্টোবরঃ প্যারা এশিয়ান গেমসে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে এক ইভেন্টে তিনটি পদকই জিতল ভারত। ফাইনালে ৭২.৪৬ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জিতলেন সুমিত। তাঁর ঝুলিতে উঠেছে ১,১১২ পয়েন্ট। রুপো পেয়েছেন মহেন্দ্র গুর্জর, ব্রোঞ্জ সন্দীপ সঞ্জয় সারগর। শুধু পদক জেতাই নয়, এই ইভেন্টে নিজেদের বিভাগে নতুন গেমস রেকর্ডও গড়েছেন মহেন্দ্র ও সন্দীপ। টি৬৪ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সুমিত। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টপস)-এর আওতায় তিনি সহায়তা পান। ফাইনালে তাঁর সেরা থ্রো ছিল ৭২.৪৬ মিটার। ৫৯.০৩ মিটার থ্রো করে ১,০৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হন মহেন্দ্র। সন্দীপ ৬৪.৪৮ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে ১,০০৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান পান। মহেন্দ্র টি৪২ বিভাগে এবং সন্দীপ টি৪৪ বিভাগে নতুন গেমস রেকর্ড গড়েছেন। এর আগে ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসেও সোনা জিতেছিলেন সুমিত। সে বার ৭৩.২৯ মিটার থ্রো করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। সেই প্রতিযোগিতায় পুষ্পেন্দ্র ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন ৬২.০৬ মিটার থ্রো করে। সন্দীপ ৬১.৮৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন। ২০২৬ সালের প্যারা এশিয়ান গেমসে অ্যাথলেটিক্সের পাশাপাশি প্যারা ব্যাডমিন্টন, প্যারা আর্চারি এবং শুটিংয়েও পদক পেয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।

জোড়া গোল লোবার, ইন্টার কাশীকে ৫ গোলের মালা পরিয়ে লিগ শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

সংবাদ সংস্থা, পুণে, ২৩ অক্টোবরঃ প্রথম ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ৪ গোলকে অনেকেই হয়তো ফ্লুক ভেবেছিল। কিন্তু আইএসএল-এর দ্বিতীয় ম্যাচে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ৫-১ গোলে জয় ভয় ধরাতে শুরু করবে প্রতিপক্ষ দলগুলিকে। কমপ্লিট ডমিনেশন বলতে যা বোঝায়, মধ্যেই একে একে গোল করেন পিভি বিষ্ণু এবং একে লোবা (পেনাল্টি থেকে)। ২২ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ। তবে ছন্দ কাটে ২৮ মিনিটে। ডিফেন্সের ছোট্ট ভুলে ইন্টার কাশী ১ গোল ফেরায়। তবে ওইটুকুই। গোটা ম্যাচে আর তারা দাগ কাটতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে উঠে যাচ্ছিলেন বটে বিষ্ণু, রামিরেজ, রোহিতরা। পরে পরিবর্ত হিসেবে নামা লুকাস এবং ইকোনমিডিসও অল্প সময়ে নিজেদের খেলা দেখাতে শুরু করেন। এই দুজনের মিলিত চেষ্টাতেই ৫ নম্বর গোলটি করে মশালবাহিনী। পরপর দুটি ম্যাচ জয়, ৯ গোল! আইএসএল-এর

সেটাই এই ম্যাচে কার্যত ফুটিয়ে তোলে হাবাসের ছেলেরা। একটা ছোট্ট ভুলে যদি ইন্টার কাশীর ওই একটা গোল না হত, তাহলে মশালবাহিনীদের স্কোরলাইন দেখতে আরও ভাল লাগত। ম্যাচের শুরু থেকেই রাশ হাতে ছিল ইস্টবেঙ্গলের। তার প্রথম প্রতিফলন ড্যানি রামিরেজের গোল। গোলকিপার এগিয়ে থাকায় তাঁর মাথার ওপর দিয়ে সুকৌশলে বল জালে জড়ান। তার কয়েক মিনিটের ডিফেন্সে। এরপর ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন একে লোবা। বিপিনের মাইনাস থেকে পিন-পয়েন্ট হেডার। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় ৪-১ স্কোরলাইনে। দ্বিতীয়ার্ধ আর তেমন কোনও আগ্রহই দেখায়নি ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকেই বল কন্ট্রোল নিজেদের কাছে রেখেছিল। খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, হাবাসের ছেলেরা আর গোল দিতে নয়, গা ঘামাতেই মাঠে নেমেছে। তবে হঠাৎ হঠাৎ ইতিহাসে এটাই ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে ভাল শুরু। এই মুহূর্তে লিগ শীর্ষ রয়েছে হাবাসের ছেলেরা। সিজন শুরুর আগে থেকেই লাল-হলুদ কোচের বক্তব্য ছিল, টাইটেল ডিফেন্ড করাই মূল লক্ষ্য। প্রথম ম্যাচ থেকে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় সেই তাগিদটাই যেন ফুটে উঠছে। তবে এতকিছুর পরও হাবাসকে চিন্তায় রাখবে দলের ডিফেন্সের ফাঁকফোকর। আইএসএল তো বটেই, এসিএল টু-তেও যা ভোগাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে এই জয় ইস্টবেঙ্গলের কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ গত আইএসএল মরশুমের স্মৃতির কারণে। ২০২৬ সালের ২১ মে মরশুমের শেষ ম্যাচে ইন্টার কাশীকে ২-১ গোলে হারিয়েই দীর্ঘ ২২ বছর পর দেশের শীর্ষ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ। প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও ইউসুফ এজেজারির গোলে সমতা ফিরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। পরে মহম্মদ রশিদের গোলে আসে ঐতিহাসিক জয়। এ বার নতুন মরশুমে সেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পাঁচ গোলের জয় দিয়ে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিল হাবাসের দল। পুণের বালেওয়াড়ি স্টেডিয়ামের সঙ্গেও ইস্টবেঙ্গলের পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ২০১৭ সালের ১৪ জানুয়ারি আই লিগের ম্যাচে ডিএসকে শিবাজিয়ান্সকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল লাল-হলুদ। সে দিন গোল করেছিলেন ওয়েডসন আনসেলমে ও উইলিস প্লাজা। প্রায় ন'বছর আগের সেই জয়ের পরিসংখ্যানের সঙ্গে এ বারের পাঁচ গোলের জয় জুড়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে। দু'ম্যাচে ৯ গোল করে মাত্র একটি গোল হজম করেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে আইএসএল-এ এই দুরন্ত শুরুই শেষ কথা নয়। সামনে আইএসএলচ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ ওমানের আল সীবের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে। ঘরোয়া লিগের ছন্দ এশিয়ার মঞ্চেও ধরে রাখাই এখন হাবাসের দলের লক্ষ্য।

চোটের জেরে ছিটকে গেলেন ঈশান!

দ্বিতীয় ম্যাচে সুযোগ হবে বৈভবের?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৩ অক্টোবরঃ প্রথম ম্যাচে চোট। আর এর জেরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গেলেন ঈশান কিষান। শনিবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে নামার আগেই ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা। তবে তাঁর এই দুর্ভাগ্যই হয়তো শাপে বর হতে চলেছে তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীর কাছে! যিনি প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে এখন সবচেয়ে এগিয়ে। লাগাতার বেঞ্চে বসার একঘেয়েমি কাটিয়ে বৈভব হয়তো এবার মাঠে নামতে চলেছেন। বিসিসিআইয়ের সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাইট অ্যাডাক্টর পেশিতে (কুঁচকিতে) লো-গ্রেড স্ট্রেন রয়েছে ঈশানের। প্রথম টি-টোয়েন্টি চলাকালীন তিনি এই চোট পান। আপাতত বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বাঁ-হাতি ব্যাটার। কবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ফের মাঠে ফিরতে পারবেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক প্রথম ম্যাচের ব্যাটিং অর্ডারের রদবদল নিয়ে মুখ খোলেন। জানান, ''ঈশানের কুঁচকিতে টান থাকায় তিলক বর্মাকে তিন নম্বরে পাঠানো হয়।'' ঈশান পুরোপুরি ছিটকে যাওয়ার আগেই কোটাকের ইঙ্গিত ছিল, ''ও যদি দ্বিতীয় ম্যাচে না খেলে, তবে ওর বদলি হিসেবে বৈভব প্রথম একাদশে ঢুকতে পারে। ওই জায়গার জন্য বৈভবই জোরালো দাবিদার।'' ভারতীয় টিমের অধিনায়কের বক্তব্য, 'বিদেশে দলের সঙ্গে থাকলে এখানকার উইকেট সম্পর্কে ওর ভাল ধারণা তৈরি হবে। পরের বার যখন এই কন্ডিশনে খেলতে আসবে, তখন বৈভব অনেক বেশি প্রস্তুত থাকবে।'' কিন্তু

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ এবং কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেও বেঞ্চে বসে কাটানো এই তরুণের সামনে এবার সুবর্ণ সুযোগ। এখানে বলা থাক, এর আগে শ্রেয়স আইয়ার জানিয়েছিলেন, সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা ধারাবাহিক ফর্মে থাকায় বৈভবকে আপাতত দলের বাইরেই অপেক্ষা করতে হবে। ... চোটের কারণে পরিস্থিতি এখন আলাদা। মিডল অর্ডারে শূন্যস্থান। আর তা পূরণে অধিনায়ক শ্রেয়স নিজের পুরনো অবস্থান থেকে সরে আসতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন। আগামিকাল, শনিবার, ভারতের প্রথম একাদশে তাই এই প্রতিভাবান তরুণের জায়গালাভ কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

৪ বছর আগে উড়েছিল পা! সেই কমান্ডোই তির বিঁধে ছিনিয়ে নিলেন প্যারা গেমসের সোনা

সংবাদ সংস্থা, আইচি নাগোয়া, ২৩ আগস্টঃ নাগোয়ায় তখন পদক জয়ের উৎসব। এক হাতে সোনা, অন্য হাতে তেরঙা। ছবিটা তুলেই সিআরপিএফ-এর ২০৯ নম্বর কোবরা ইউনিটের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিলেন তোমান কুমার তারাম। চার বছর আগে এই মাওবাদী দমন শাখার হয়ে অভিযানে গিয়েই বাঁ-পা খুইয়েছিলেন। আজ তাঁর তিরেই ভারতের ঝুলিতে জমা হল সোনার পদক। ৩১ বছরের তোমান ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরোদস্তুর কোবরা কমান্ডো। ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায় এক মাওবাদী দমন অভিযানে আইইডি বিস্ফোরণে উড়ে যায় বাঁ-পা। এখন তিনি সিআরপিএফ কনস্টেবল। তোমানের কথায়, ''পাহাড়ের চূড়ায় মাওবাদীদের তাড়া করছিলাম। আমরা সংখ্যায় কম। হঠাৎ আইইডি-তে পা পড়তেই সব শেষ! কপ্টারে রাঁচি নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে চরম অবসাদে ভুগেছি। তবে সহকর্মী ও পরিবারের সাপোর্টে আত্মবিশ্বাস ফেরে।'' তখন সবে বাগদান হয়েছে। স্ত্রী রেণুকা বাঈয়ের কথায়, ''আমি আর বাবা এক মাসের বেশি সময় রাঁচির হাসপাতালে ছিলাম। বিয়ে ভাঙার তো কোনও প্রশ্নই ছিল না! আজ ও সোনা জেতায় আমরা ভীষণ খুশি।'' নাগোয়ায় তিরন্দাজিতে মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনার পদক

ছিনিয়ে নিয়েছেন তোমান ও শীতল দেবী। ফোকোমেলিয়া রোগে দুই হাত অকেজো শীতলের। আর তোমানের একটি পা কৃত্রিম। এই দুই অদম্য অ্যাথলিট যোগ্যতাপর্বে ১৪০২ পয়েন্ট তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ফাইনালে ১৫১-১৪৮ পয়েন্টে পরাস্ত করেন ইন্দোনেশিয়ার তেওডোরা অডি আয়ুদিয়া ফেরেলি ও কেন সোয়াগুমিলংকে। তোমান জানান, ''ফাইনালে প্রবল হাওয়া বইছিল। ব্যালেন্স রাখতে পারছিলাম না। তবে পথ ঠিকই বের করে নিই। শীতলকে তির ছুড়তে দেখলে এমনিতেই আমি মোটিভেটেড হই।'' পা হারানোর পর হায়দরাবাদের ন্যাশনাল সেন্টার অফ দিব্যাঙ্গ এমপাওয়ারমেন্টের দ্বারস্থ হন। পান কৃত্রিম পা। সেখানেই সিআরপিএফ-এর তিরন্দাজি কোচ পঙ্কজ সিংয়ের সঙ্গে আলাপ। পঙ্কজই তোমানকে তিরন্দাজিতে উৎসাহ জোগান। ট্রেনিং করান সাধারণ তিরন্দাজদের সঙ্গে। বুঝিয়ে দেন, তিনি কারও চেয়ে কম নন। শারীরিক ভারসাম্য ফেরানোর কড়া অনুশীলন শুরু। ফলস্বরূপ, ২০২৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্যারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা এবং শীতলের সঙ্গে মিক্সড টিমে ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নেন তোমান। নিজের এই সাফল্যকে একদা সহকর্মী ও বন্ধু রাজেশ কুমারকে উৎসর্গ করেছেন ছত্তিশগড়ের অ্যাথলিট। তিনি চোট পাওয়ার কয়েকমাস পরই এক মাওবাদী হামলায় শহিদ হন রাজেশ। আবেগঘন তোমানের কথায়, ''রাজেশ ও সিআরপিএফ-এর অন্য সহকর্মীদের এই পদক উৎসর্গ করলাম।'' আপাতত ঘরে অপেক্ষায় দু'বছরের প্রব্যা। পদকের পাশাপাশি আদরের মেয়ের জন্য গেমসের ম্যাসকট নিয়ে খুব জলদি দেশে ফিরছেন এই লড়াকু সেনা।

ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন এশিয়ান কনফেডারেশনের

পুনরায় ফিফা সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সম্ভাবনা বড় ধরনের গতি পেয়েছে। তার পুনর্নির্বাচনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) প্রধান শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল-খালিফা, যিনি দুই মাস আগে ফিফা টুর্নামেন্টের একটি অংশ বিক্রি করার পরিকল্পনাকে 'বিশ্বাসভঙ্গ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সংবাদ সংস্থা, টোকিও, ২৩ অক্টোবরঃ বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার একটি পরিত্যক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর তোপের মুখে পড়েন ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ফিফার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইনফান্তিনো। এই সময় উয়েফা ও কনক্যাকাফের সভাপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিফা সভাপতির আচরণের সমালোচনা করে একটি খোলা চিঠি লেখেন শেখ সালমান। ইনফান্তিনো চলতি মাসে জুরিখে অনুষ্ঠিত ফিফা কাউন্সিলের এক বৈঠকে ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি আগামী বছরের মার্চে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং এশিয়ান জোটের সমর্থন এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। টোকিওতে শুক্রবার এএফসির বিশেষ কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার সময় শেখ সালমান বলেন, তিনি ইনফান্তিনোর সঙ্গে তার মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলেছেন। বৈঠকে উপস্থিত ইনফান্তিনোকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ''আমি মনে করি,

ফিফা সভাপতি হিসেবে আপনি যখন নতুন মেয়াদের জন্য চেষ্টা করছেন, তখন আপনাকে এবং আপনার নেতৃত্বকে সমর্থন করার জন্য আমরা অবশ্যই আমাদের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই-হ্যাঁ, অতীতে কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, কিন্তু আসুন এই দুটি বিষয়কে এক করে না দেখি আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, যখন আমরা একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করি, তখন ফুটবলই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়।'' আফ্রিকাও ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনকে সমর্থন করেছে। তবে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিরোধিতার মুখে আছেন তিনি। উয়েফা তার সভাপতিত্ব নিয়ে উত্তর চেয়ে ফিফাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে, যার মধ্যে এফএফই প্রকল্প এবং ফিফা শান্তি পুরস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নও রয়েছে। এএফসি সভাপতির মন্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে উয়েফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ৫৬ বছর বয়সি ইনফান্তিনো ২০৩১ সাল পর্যন্ত চতুর্থ মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদের অবশ্যই ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দিতে হবে।

পুরস্কার নিতে স্পেনে ফিরে মেসি বললেন, বাবাও এটা উপভোগ করছেন

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২৩ অক্টোবরঃ লিওনেল মেসিকে এক নজর দেখতে ওভিয়েদোর রাস্তায় দুই পাশে দাঁড়িয়ে শত শত ভক্ত। তাঁদের ভালোবাসা নিয়ে গতকাল পরিবারসহ স্পেনে ফেরেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। যুক্তরাষ্ট্রে মরসুম চলার মাঝে মেসির স্পেনে ফিরেছেন একটি পুরস্কার নিতে। ক্যারিয়ারে অনন্য অর্জন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় নিজের দাতব্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৬ প্রিন্সেস আস্তুরিয়াস অব অ্যাওয়ার্ড ফর স্পোর্ট পেলেন মেসি। বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে অবদান রাখা ব্যক্তি বা সংস্থাকে ১৯৮১ সাল থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ওভিয়েদোয় হোটেল দে লা রেকনকিস্তায় উঠে স্প্যানিশ বার্তা সংস্থা ইএফইকে একটি সাক্ষাৎকার দেন মেসি। সেখানে এ পুরস্কার এবং বার্সেলোনায় থাকতে নিজের ক্যারিয়ার ও জীবন নিয়ে কথা বলেন ৩৯ বছর বয়সী ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড। প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কারের গভীর ব্যক্তিগত তাৎপর্য রয়েছে মেসির কাছে। গত আগস্টে তাঁর বাবা হোর্হে মেসি মারা যাওয়ার আগে এই স্বীকৃতি নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত ছিলেন। ব্যস্ত মরসুমের মধ্যেও ছেলেকে ওভিয়েদোয় যাওয়ার তাগিদ দিয়েছিলেন হোর্হে। মেসি সেই স্মৃতি স্মরণ করে বলেন, ''আমি খুব খুশি। আমার বাবা এই পুরস্কার নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত ছিলেন। ম্যাচ থাকায় এখানে আসা কঠিন হবে, আমরা তা জানতাম। কিন্তু এই পুরস্কার নিতে আমি যেন এখানে আসি, সে জন্য তিনি খুব জোর

করেছিলেন। পুরো ক্যারিয়ারে আমি যা করেছি, এটি তার চেয়ে বেশি কিছু। এই স্বীকৃতিতে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, তাই আমি নিশ্চিত যে তিনিও এটি উপভোগ করছেন।'' বাবার সঙ্গে মেসির সম্পর্ক অনেক আবেগের। অসুস্থতার পর গত ৮ আগস্ট ৬৮ বছর বয়সে মারা যান তাঁর বাবা। বাবার সঙ্গে গভীর বন্ধন নিয়ে আটবার ব্যালন ডি'অরজয়ী কিংবদন্তি বলেন, ''আমি তাঁর সঙ্গে সব সময় কথা বলতাম।'' মেসি জানিয়েছেন, ম্যাচ এবং নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে বাবার সঙ্গে কথাটা তাঁর জীবনে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বার্সার জার্সি পরে মাঠে নামাও। ২০০০ সালে কাতালান ক্লাবটির বয়সভিত্তিক দলে যোগ দেওয়ার ২১ বছর পর স্পেন ছাড়েন মেসি। মাঝের এই সময়ে বার্সার হয়ে প্রায় এমন কিছু নেই যে জেতেননি। সেই সময়টা কত উপভোগ্য ছিল, তা নিয়ে মেসি বলেন, ''সবকিছু জেতার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের এবং যেভাবে সেটা করেছি। খেলা, জয় ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো উপভোগের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি রোজকার অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন। আমাদের সময়টা দারুণ কেটেছে।'' যে ক্লাবে সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে বেড়ে উঠেছেন, সেই বার্সা মেসির জীবনে ঠিক কতখানি? শুনুন কিংবদন্তির মুখেই, ''অল্প কথায় বলা কঠিন। আমার জীবনের ক্লাব।'' বার্সেলোনায় মেসির তিন সন্তানের জন্ম এবং জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তিনি এই শহরে কাটিয়েছেন। তাই আজও এই শহর ও ক্লাবের প্রতি মনে মনে 'বিশেষ এক টান' অনুভব করেন মেসি। চলতি মাসেই আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলেছেন মেসি। ক্লাব ফুটবলে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কত দিন খেলে যাবেন, সেটা প্রশ্ন। মেসির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, অবসর নেওয়ার পর মানুষ তাঁকে কীভাবে স্মরণে রাখবে বলে তিনি আশা করেন। তাঁর উত্তর, ''একজন গ্রেট অ্যাথলেট হিসেবে, যে সব সময় লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণে চেষ্টা করেছে। কখনো আমি চাওয়া অনুযায়ী অর্জনে সফল হয়েছি, আবার কখনো হইনি। কিন্তু সামনে যা এসেছে, তার প্রতিটিতে জয়ী হতে আমি কখনো চেষ্টা থামাইনি।'' মেসি মনে করেন, সেরেনা উইলিয়ামস, রাফায়েল নাদাল, মাইকেল শুমাখারের মতো কিংবদন্তিরা অতীতে এই পুরস্কার জেতায় তাঁদের তালিকায় নিজের নাম যোগ করতে পারাটা সম্মানের ব্যাপার। প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কারের আয়োজন করে প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস ফাউন্ডেশন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্পেনের রাজা ও রানি। ওভিয়েদোর তেত্রো কাম্পামোয়র থিয়েটারে প্রতিবছর অনুষ্ঠানটি হয়। পুরস্কারের সঙ্গে রয়েছে জোয়ান মিরোর নকশা করা একটি ভাস্কর্য, একটি সনদ, একটি প্রতীকী পদক এবং ৫০ হাজার ইউরো। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, বর্তমানে প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস লিওনর এই পুরস্কার প্রদান করেন। মোট আটটি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

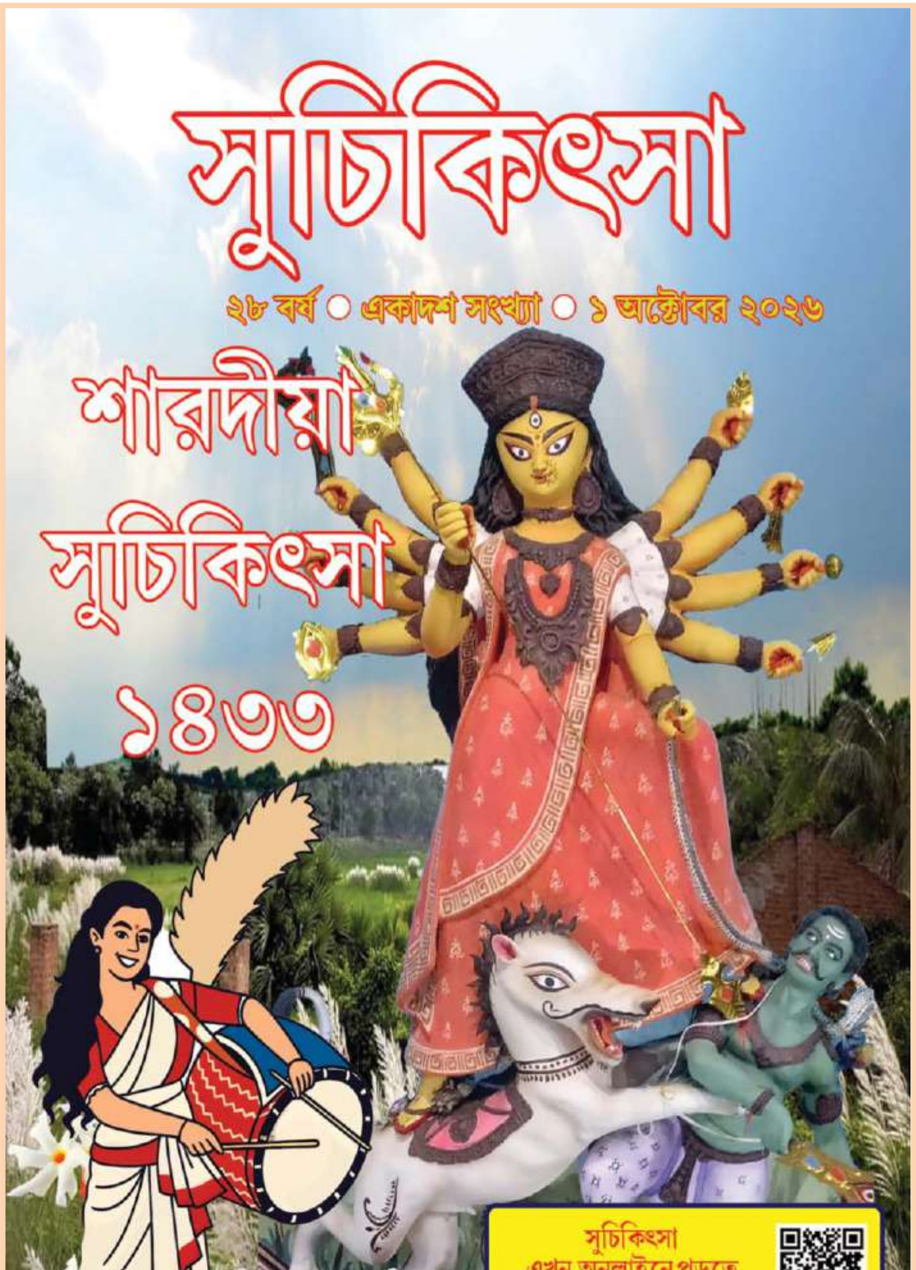

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com